দশমঃ স্কন্ধঃ

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীগোপা উচুঃ।

১। রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্তুমর্হথঃ॥

১। **অন্বয়ঃ** রাম রাম মহাবীর্য্য (মহাবলশালিন্) [হে] দুষ্টনিবর্হণ (দুষ্টদমনকারিন !) কৃষ্ণ ! এষা বৈ ক্ষুৎ (ক্ষুধা) নঃ (অস্মান্) বাধতে (পীড়য়তি) তৎ শান্তিং কর্ত্তুম্ অর্হথঃ।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীগোপগণ বললেন—ওহে সখা রামকৃষ্ণ ! আমাদের সুখ দান করতো এইবার। হে দুষ্টনাশন ! আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েছি, তোমরা এর শান্তি কর।

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অথ তে ক্ষুধার্ত্তা অপি সখ্যস্বভাবান্নর্ম্মবিশেষমবলম্ব্য তেন প্রস্তুতাং বৃক্ষাণাং সর্ব্বার্থদতামমন্যমানাঃ সর্ব্বার্থদানার্থং মনুষ্যাণাং প্রচারং পরিত্যজ্য দূরবনমানীতবন্তং তমেব প্রার্থয়ন্তে—রামেতি। অস্মানপি রময়েতি ভাবঃ। বীপ্সা ক্ষুধার্ত্ত্যা। হে মহাবাহো ইতি সামর্থ্যমুক্তং, মহাবীর্য্যেতি পাঠে স এবার্থঃ; কৃষ্ণ হে পরমানন্দঘনমূর্ত্তে! অতস্তদীয়ানাং ক্ষুদ্দুঃখমযুক্তমিতি ভাবঃ। বিশেষতশ্চ হে দুষ্টনিবর্হণেতি—'ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যঃ' ইতি শ্রুতেঃ, অস্মাকং দুঃখপ্রদমেতং ক্ষুদরিমপি নাশয়েতি ভাবঃ। স্নেহবিশেষেণ তয়োরভেদাৎ দ্বৌ প্রত্যেব প্রার্থনম্, তত্রাদৌ রাম সম্বোধনং তত্রৈবাম্রেড়িতঞ্চ লোকমর্য্যাদারূপেণ তদ্‌গৌরবেণৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সুখাৎ; স্বয়ঞ্চ বক্ষ্যতে—'কীর্ত্তয়ন্তঃ' ইত্যাদি, এষা দুঃসহত্বেনানুভূয়মানা অর্হথঃ যোগ্যৌ ভবথঃ, ইত্যাবশ্যকত্বমপি সূচিতম্, বস্তুত ইয়মপি একা ক্রীড়ৈব॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অতঃপর গোপবালকগণ ক্ষুধার্ত হলেও সখ্যস্বভাবে নর্ম বিশেষ আশ্রয় করত যিনি সম্মুখের বৃক্ষদের সর্বার্থ দাতা বলে মান্য করে সর্বার্থ দানেই মানুষদের প্রসিদ্ধি এই কথা বলবার পর সেই স্থান পরিত্যাগ করত দূর বনে নিয়ে এসেছেন, সেই কৃষ্ণের কাছেই প্রার্থনা করছেন—রাম ইতি। **রামরাম কৃষ্ণ**—ওহে সখা রামকৃষ্ণ আমাদিকেও 'রম' সুখদান কর হে এইবার। 'রাম রাম' দুবার বললেন ক্ষুধার আর্ততা হেতু। **হে মহাবাহো**—এইরূপে এঁদের সামর্থ্য উক্ত হল। 'মহাবীর্য' পাঠে একই অর্থ। **কৃষ্ণ**—হে পরমানন্দ ঘনমূর্তি! সুতরাং নিজ জনদের ক্ষুধার দুঃখ হওয়া উচিত

শ্রীশুক উবাচ।

২। ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ ॥

২। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ—ইতি গোপৈঃ বিজ্ঞাপিতঃ জগদীশ্বরঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ভক্তায়াঃ বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্ (প্রসন্নোভবন্) ইদম্ অব্রবীৎ।

২। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—গোপবালকগণ এরূপ নিবেদন করলে সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর কৃষ্ণ জাতরতি বিপ্রপত্নীদের কৃপা করতে ইচ্ছুক হয়ে এরূপ বললেন।

নয়, এরূপ ভাব। আরও বিশেষতঃ, **হে দুষ্টনিবর্হন**—"ক্ষুধা মানুষের পরম শত্রু" এইরূপ শ্রুতিবাক্য থাকা হেতু হে দুষ্টনাশন! তোমরা আমাদের ক্ষুধারূপ শত্রুও নাশ কর, এরূপ ভাব। স্নেহের বন্ধনে দুভাই অভেদ হেতু দুজনের কাছেই প্রার্থনা, এ বিষয়ে আগে রামকে সম্বোধন এবং 'রাম রাম' দুবার উচ্চারণ, লোক মর্যাদা হিসেবে তাঁর গৌরবেই শ্রীকৃষ্ণের সুখ হেতু। পর কৃষ্ণ নিজেই রামের নাম আগে করতে বলেছেন সখাদের, ৪ শ্লোকে। **এষা**—এই ক্ষুধা, দুঃসহ বলে অনুভূত হচ্ছে—ইহা শান্তি বিধানের, **অর্হথ**—যোগ্য হয়ে পড়েছে—এইরূপে এই কাজটির আবশ্যকতাও সূচিত হল, বস্তুত এও এক ক্রীড়াই ॥ জী০ ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ত্রয়োবিংশেঽন্নযাচ্ঞানাদৃতৈ গোপৈঃ পুনশ্চ সা। পত্নীনাং প্রেমবিপ্রাণামনুতাপশ্চ বর্ণতে ॥ ক্ষুন্ন ইতি "ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যঃ" ইতি শ্রুতেরস্মাকং ক্ষুন্মহা শত্রুমধুনা হন্তুং চেৎ শক্নুথস্তদৈব যুবয়োর্ম্মহাবলদুষ্টহন্তৃত্বে সার্থকে জ্ঞাস্যতে ইতি নর্ম্ম ব্যঞ্জিতম্ ॥ বি০ ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট গোপবালকদের অন্ন যাচ্না, সেখান থেকে অনাদৃত হয়ে বিপ্রপত্নীদের নিকট গমন ও তাঁদের প্রীতি লাভ, পরে বিপ্রদের অনুতাপ। **ক্ষুৎনঃ**—"ক্ষুধা মানুষের পরম শত্রু" এইরূপ শ্রুতিবাক্য হেতু আমাদের ক্ষুধা-মহাশত্রু অধুনা তোমরা যদি নাশ করতে পার, তবেই বুঝি তোমাদের মহাবল দুষ্ট-বিনাশক রূপে সার্থক, এইরূপে নর্ম ব্যঞ্জিত হল ॥ বি০ ১ ॥

২ **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমানপি ইদং বক্ষ্যমাণমব্রবীৎ; কুতঃ? বিপ্রভার্য্যায়া ইতি জাতৌ একত্বং, সর্ব্বাসাং তাসামবিশেষেণোপাদানার্থম্; তাঃ প্রতি প্রসীদন্ অনুগ্রহং কর্ত্তুং, তত্র হেতুঃ—ভক্তায়াঃ চিরং ভগবতি জাতরতেঃ; তথাপ্যাদৌ বিপ্রেষু যাচনং তাসামেব মাহাত্ম্য প্রদর্শনায়, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। নন্ু তাসাং ভক্তত্বং কথং জাতম্? তত্রাহ—জগদীশ্বরঃ, তদানীং জগত্যপি মধুরমৈশ্বর্য্যং প্রকাশয়তি; তস্মিন্ পরমসুকোমলহৃদয়ানাং তাসাং ভক্তিঃ কথং ন জায়তামিতি ভাবঃ। দেবকী-সুত ইতি পাঠশ্চ ক্বচিৎ ॥ জী০ ২ ॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ভগবান্**—সর্বশক্তিমান হয়েও **ইদম্**—ইহা পরের শ্লোকগুলিতে যা বলা হবে তাই, **অব্রবিৎ**—বললেন। কেন বললেন? **বিপ্রভার্যায়া**—এরা বহু হলেও জাতি হিসাবে এক ধরে একবচন ব্যবহার—তাদের সকলকে অবিশেষে স্বীকারের জন্য। **প্রসীদন্**—তাদের

৩। প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥

৩। অন্বয় ঃ [হে গোপবালকাঃ! যূয়ং] দেবযজনং (যজ্ঞস্থলীং) প্রযাত [তত্র] ব্রহ্মবাদিনঃ ব্রাহ্মণাঃ স্বর্গকাম্যয়া আঙ্গিরসং নাম সত্রম্ হি (নিশ্চিতং) আসতে (অনুতিষ্ঠন্তি)।

৩। মূলানুবাদ ঃ হে গোপবালকগণ! বেদপাঠক ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ-কামনায় আঙ্গিরস নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছে, তোমরা সেই যজ্ঞস্থানে গমন কর।

প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য—এ বিষয়ে হেতু, **ভক্তায়া**—বহুদিন এঁরা ভগবানে জাতরতি হওয়া হেতু। তথাপি প্রথমে বিপ্রদের কাছে যে চাওয়া, তাও এই বিপ্রভার্যাদেরই মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলার জন্য—এ আগে প্রকাশিত হবে। আচ্ছা তাদের ভক্তত্ব কি করে জাত হল? এরই উত্তরে, **জগদীশ্বর**—তিনি যে জগতের ঈশ্বর, তাই তদানীং জগতেও মাধুর্য মণ্ডিত ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, অতএব সেই পরম সুকোমল হৃদয়া বিপ্রভার্যাদের কেন-না ভক্তি হবে, এরূপ ভাব। দেবকীসুত পাঠও কোথাও কোথাও আছে ॥ জী০২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বিপ্রভার্য্যায়া ইতি জ্ঞাতাবেকত্বং ভক্তায়া ইতি তাসাং ভক্তিমনুস্মৃত্য সদ্য এব প্রসীদন্। কিঞ্চ, তাস্বেকস্যাস্তু ভবীষ্যন্তীং দশমীং দশামনুস্মৃত্য প্রকর্ষেণ সীদন্ শোচমানশ্চেত্যর্থদ্বয়-লাভার্থমেকত্বমিতি কেচিৎ ॥ বি০ ২ ॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিপ্রভর্যায়া—জাতি হিসাবে একধারে—একবচন ব্যবহার। **ভক্তায়া**—এদের ভক্তির অনুরূপ ভাবেই সদ্যই, **প্রসীদন্**—অনুগ্রহ করার জন্য। আরও, এই বিপ্রপত্নীদের মধ্যে একজনের যে ভবিষ্যতে দশমী দশা উপস্থিত হবে, তা স্মরণ করে 'প্রসীদন্' বাক্যের প্রকর্ষের সহিত 'অনুগ্রহ' ও 'শোকার্ত' দুটি অর্থ লাভের জন্য একবচন ব্যবহার, এরূপ কেউ কেউ বলে থাকেন ॥ বি০ ২ ॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ দেবযজনং যজ্ঞবাটং, ব্রহ্মবাদিনো বেদঘোষণশীলাঃ, ন তু বেদার্থবিদ ইতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। অতএব স্বর্গকাম্যয়া সত্রং যজ্ঞমাসতে অনুতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। হি নিশ্চিতম্ ॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ দেবযজনং—যজ্ঞগৃহ, **ব্রহ্মবাদিনো**—বেদ-ঘোষণশীলা, কিন্তু বেদার্থবিৎ নয়, এরূপ গূঢ় অভিপ্রায় এই বাক্যের। অতএব **স্বর্গকাম্যয়া**—স্বর্গ কামনায় **সত্রং**—যজ্ঞ **আসতে**—অনুষ্ঠান করছেন। **হি**—নিশ্চয় অর্থে ॥ জী০ ৩ ॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তপোবিদ্যাধর্ম্মাদিমৎস্বপি বিপ্রেষু ভক্ত্যভাবান্ন মে প্রসাদস্তপ আদির হিতাস্বপি তৎপত্নীষু ভক্তিসদ্ভাবান্মৎ প্রসাদ ইত্যর্থদ্বয়মেকস্যাং ব্রাহ্মণজাতাবেব ক্রমেণ জ্ঞাপয়িতুং প্রথমং গোপান্ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ প্রস্থাপয়ন্নাহ,—প্রযাতেতি ॥ বি০ ৩ ॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তপোবিদ্যা ধর্মাদি যুক্ত হলেও বিপ্রদের প্রতি ভক্তি-অভাব হেতু আমার অনুগ্রহ হল না, তপস্যাদি রহিত হলেও তাদের পত্নীগণের প্রতি ভক্তি-থাকা হেতু আমার

৪। তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাম্॥

৪। **অন্বয়** ঃ গোপাঃ তত্র গত্বা অস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ (আবাভ্যাম্ প্রেরিতাঃ) ভগবতঃ আর্য্যস্য (অগ্রজস্য বলদেবস্য) মম চ অভিধাং (নাম) কীর্ত্তয়ন্তঃ ওদনং (অন্নং) যাচত।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ তোমরা আমাদের প্রেরিত রূপে সেখানে গিয়ে মহপ্রভাবশালী বড় ভাই বলদেবের ও আমার নাম করে অন্ন যাচ্ঞা কর।

অনুগ্রহ হল—এই অর্থদ্বয় একই ব্রাহ্মণজাতীর মধ্যে ক্রমে জানাবার জন্য প্রথমে গোপবালকদের ব্রাহ্মণদের কাছে পাঠালেন – এই আশয়ে বলা হচ্ছে—প্রযাত ইতি॥ বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ যদি তু সঙ্কোচং মন্যধ্বে, তর্হ্যাবয়োরেব নিদেশকারিত্বেনাত্মানং খ্যাপয়ত, ন তু পিত্রাদিনান্নেত্যভিপ্রেত্যাহ—অস্মদ্বিসর্জিতা ইতি। তত্র চ বিশেষমাহ—কীর্ত্তয়ন্ত ইতি। ভগবতো মহাপ্রভাবস্যেতি তত্র যুক্তিশ্চোক্তা, মম চ তৎসম্বন্ধেনেত্যর্থঃ॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ যদি এতে সঙ্কোচ বোধ কর, তবে আদেশকারিরূপে আমাদের নাম করবে, পিতামাতার নামে পরিচয় দিবে না—এই অভিপ্রায়ে বলছেন **অস্মৎ বিসর্জিতা**—আমাদের দ্বারা প্রেরিত হয়েছ। এর মধ্যে বিশেষ কথা, **কীর্ত্তয়ন্তো ভগবতো**—মহাপ্রভাবশালী বড় ভাই বলদেবের নাম করবে—এখানে 'মহাপ্রভাব' বাক্যে বলরামের নাম করার কারণ বলে দিলেন। আমার নামও এই বলদেবের সম্বন্ধেই করবে, এরূপ অর্থ॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ যাচত যাচধ্বম্। কীর্ত্তয়ন্ত ইতি আবাভ্যামপি স্বনাম্নাপি প্রবোধয়িতুমশক্যা ঈদৃশী তেষাং বিদুষাং নিদ্রেতি জ্ঞাপয়িতুমুক্তং আর্য্যস্য বলদেবস্য প্রথমমভিধাং কীর্ত্তয় ইতি। মত্তো বৈশ্যজাতেঃ সকাশাদার্য্যং ক্ষত্রিয়জাতিং কিঞ্চিদভ্যর্হিতত্বেন দানপাত্রং মত্বাপি যদি তে বহির্দ্দর্শিনো বঃ কিঞ্চিদ্দাস্যন্তি তদপি ভদ্রমিত্যভিপ্রায়েণ॥ বি০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **যাচত**—যাচ্ঞা করগে। **কীর্ত্তয়ন্ত ইতি**—আমাদের দ্বারাও, আমাদের কৃষ্ণবলরাম নামের দ্বারাও জাগানো যায় না, এমনই এই বিদ্বানদের মোহনিদ্রা—ইহা জানাবার জন্য উক্ত হল, আর্য বলদেবের নাম প্রথমে বলবে। বৈশ্য জাতি আমার থেকে **আর্যং**—ক্ষত্রিয় জাতি কিঞ্চিৎ সমাদৃত হওয়া হেতু দান পাত্র মনে করে সেই বহির্দর্শীগণ তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ দিবে, তাও ভাল, এই অভিপ্রায় এখানে॥ বি০ ৪॥

৫। ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বা যাচন্ত তে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি॥

৬। হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নোরামচোদিতান্॥

৫। অন্বয়ঃ ভগবতা ইতি আদিষ্টাঃ (আদেশং প্রাপ্তাঃ) তে গত্বা (যজ্ঞশালায়াং গত্বা) ভুবি দণ্ডবৎ পতিতাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ বিপ্রান্ তথা (কৃষ্ণোক্ত প্রকারেণ) অযাচন্তঃ (অন্নং যাচিতবন্তঃ)।

৬। অন্বয়ঃ হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত নঃ (অস্মান্) কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ (কৃষ্ণস্যাজ্ঞাবহান্) রাম-চোদিতান্ (বলরামেণ প্রেরিতান্) প্রাপ্তান্ (ইহাগতান্) গোপান্ জানীত, বঃ (যুস্মাকং) ভদ্রং (মঙ্গলং) [অস্তু]।

৫। মূলানুবাদঃ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ গৌরবেই যজ্ঞশালায় গিয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হয়ে বিপ্রদের প্রণাম করত গোপবালকগণ কৃতাঞ্জলিপুটে অন্ন যাচ্ঞা করলেন, রামকৃষ্ণের নাম করে।

৬। মূলানুবাদঃ হে ভূদেবগণ! আপনাদের মঙ্গল হোক, আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমরা কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ গোপবালক, বলদেবের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি বলে জানুন।

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ইত্যাদিষ্টা ইতি তদাদেশগৌরবেণৈবেত্যর্থঃ, যাজ্ঞিকানাং দৌঃশীল্যং বিশেষয়িতুং তেষাং সৌশীল্যমাহ—কৃতেতি॥ জী০ ৫॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ইত্যাদিষ্টা তে—এইরূপ আদিষ্ট গোপবালকগণ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ গৌরবেই (যজ্ঞস্থানে গিয়ে যাচ্ঞা করলেন)। যাজ্ঞিকদের দৌঃশীল্য ফুটিয়ে তোলার জন্যই এই বালকদের সৌশীল্য বলা হচ্ছে—'কৃতাঞ্জলিপুটা'॥ জী০ ৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কৃতাঞ্জলিপুটা ইতি। স্বেষাং সৌশীল্যমভিব্যঞ্জয়িতুং তচ্চ তদানীং ভিক্ষাপ্রাপ্ত্যর্থকমেব। দণ্ডবৎ পতিতা ইতি স্বীয় ব্রজস্থবিপ্রভ্যোঽপি সকাশাত্তানতিতেজস্বিনো মত্বা ইত্যর্থঃ॥ বি০ ৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কৃতাঞ্জলিপুটা ইতি—নিজেদের সৌশীল্য অভিব্যক্তির জন্য বদ্ধাঞ্জলি হয়ে এবং তা তদানীং ভিক্ষা প্রাপ্তি-প্রয়োজনেই। **দণ্ডবৎ পতিতা**—স্বীয় ব্রজস্থ বিপ্র-দের থেকেও এঁদের অতি তেজস্বী মনে করে, এরূপ ভাব॥ বি০ ৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ হে ভূমিদেবা ইতি ভক্ত্যা সম্বোধনং, স্বভাবতঃ কৃষ্ণপ্রধান-চেতস্ত্বেনাহুঃ—কৃষ্ণস্যেতি। শ্রীকৃষ্ণোক্তিক্রমবিস্মৃতিমভিনীয়াহুঃ—রামেতি। তত্র প্রেষণে তু রামাদেশ এব মুখ্য ইত্যর্থঃ, অতএব তৎসম্বরণার্থং মধ্যে 'ভদ্রং বঃ' ইতি সসম্ভ্রমাদরোক্তিঃ॥ জী০ ৬॥

৭। গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ॥

৭। অন্বয়ঃ ধর্ম্মবিত্তমাঃ দ্বিজাঃ! অবিদূরে (সন্নিকটে) গাঃ চারয়ন্তৌ রামাচ্যুতৌ বুভুক্ষিতৌ (ক্ষুধিতৌ সন্তৌ) বঃ (যুষ্মাকং) ওদনং (অন্নং) লষতঃ (অভিলষতঃ) বঃ (যুষ্মাকং) যদি শ্রদ্ধাচ [বর্ত্ততে] [তর্হি] অর্থিনোঃ তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) ওদনং (অন্নং) যচ্ছত।

৭। মূলানুবাদঃ হে দ্বিজগণ! রামকৃষ্ণ প্রায় এই নিকটেই ধেনু চরাতে চরাতে ক্ষুধার্ত হয়ে আপনাদের নিকটই অন্ন যাচ্ঞা করছে। হে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞগণ! যদি শ্রদ্ধা হয়, তবে অন্ন প্রার্থী রামকৃষ্ণকে আমাদের হাত দিয়ে অন্ন দিয়ে দিন।

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ হে ভূমিদেবাঃ—ভক্তিতে সম্বোধন। গোপবালকদের শিখিয়ে দেওয়া হল, আগে ভগবান্ বলরামের নাম করবে, কিন্তু এঁদের স্বভাবতঃই কৃষ্ণপ্রধান চিত্ততা হেতু এঁরা কৃষ্ণের নামই আগে করে ফেললেন—কৃষ্ণস্য ইতি। প্রথমে 'শ্রীকৃষ্ণ' নামটা যে ক্রমবিস্মৃতি বশেই হয়ে গিয়েছে, ইহা অঙ্গ ভঙ্গীতে প্রকাশ করে বলা হল—রাম ইতি। এখানে পাঠান ব্যাপারে বলরামের আদেশই মুখ্য, এরূপ অর্থ, অতএব শ্রীকৃষ্ণোক্তির উপর আবরণ দেওয়ার জন্য রামনাম বলার আগে কথার মধ্যে "তোমাদের মঙ্গল হোক" এরূপ সসম্ভ্রম-আদর উক্তি॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কৃষ্ণস্যাদেশকারিণ ইতি। তস্য নন্দরাজপুত্রত্বেন রামতঃ সকাশাদৈশ্বর্য্যাৎ রামচোদিতানিত্যস্মদ্দ্বারা রাম এবান্নং প্রথমং ভিক্ষতে ইত্যভিপ্রায়েণ॥ বি০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ—আমরা কৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্তী—কৃষ্ণ নন্দরাজ পুত্র হওয়ায় রামের থেকে ঐশ্বর্য বেশী থাকা হেতু। রামচোদিতান্—বলদেব কর্তৃক প্রেরিত, আমাদের দ্বারা রামই প্রথমে অন্ন যাচ্ঞা করে পাঠিয়েছেন॥ বি০ ৬॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কিমর্থং প্রাপ্তাঃ স্থ? তত্রাহুঃ—গা ইতি। নন্বু কথমবিদূরে তৌ? তত্রাহুঃ—গাশ্চারয়ন্তাবিতি। মানরক্ষায়ৈ তত্রান্নার্থাগমনং পরিহৃতম্, অন্নমিতি স্বামি-পাঠঃ ওদনমিতি পাঠো বহুত্র, অর্থস্তু সমানঃ। 'ভিস্সা স্ত্রী ভক্তমন্ধোঽন্নমোদনোঽস্ত্রী স দীদিবিঃ' ইত্যমরঃ। যদ্বা, কুতো বুভুক্ষিতৌ? তত্রাহুর্গাশ্চারয়ন্তৌ, গোচারণেন তত্র চ দূরাগমনেন পরিশ্রমাদিত্যর্থঃ। বুভুক্ষিতাবিতি তয়োরেব বুভুক্ষয়াঽন্নপ্রাপ্তিসিদ্ধেঃ। যদ্বা, তৌ কুতোঽত্র নায়াতৌ? তত্রাহুর্গা ইতি। তৌ বিনা গবাং রক্ষা ন ভবেদিতি। নন্বু সম্প্রতি কুত্র তৌ তিষ্ঠতঃ? তত্রাহুরবিদূরে প্রায়ো নিকট এবেত্যর্থঃ। ইদং নিজবচনপ্রামাণ্যায়, তেষাং সঙ্কোচনায় চ। রামাচ্যুতাবিতি ব্রাহ্মণেভ্যো ভয়েন জ্যেষ্ঠক্রমেণ নির্দ্দিষ্টম্। লোকরমণাদ্রামঃ সর্ব্বগুণাচ্চ্যুতিরহিত ইতি মাহাত্ম্যমন্নলব্ধয়ে ধ্বনিতম্; বো যুষ্মাকমেবান্নমিতি তদিতরান্নং নিরস্তম্। নন্বু তথাপি সত্রং পরিত্যজ্য গন্তুং ন শক্যতে, তত্রাহুর্যচ্ছত অস্মাস্বেব সমর্পয়ত ইতি। যদ্যস্তীতি

বিনয়ঃ, অথচ সতোহর্থিভ্যোঽপ্রদানমধর্ম্ম এবেতি গূঢ়ো ভাবঃ। অতএবাহুঃ—'ধর্ম্মবিত্তমাঃ' ইতি। তম-প্রত্যয়ঃ স্তুত্যর্থমেব, ন তু তত্ত্বতঃ, ধর্ম্মতত্ত্বাজ্ঞানাৎ; এবমগ্রে সত্তমা ইতি চ॥ জী০ ৭॥

৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণ টীকানুবাদ ঃ** কি প্রয়োজনে আমাদের কাছাকাছি এইবনে এলে? এরই উত্তরে—গা ইতি। আচ্ছা তারা তুজন কেন এখানে ঐ নিকটে বনে এল? **গাশ্চারয়ন্তৌ**—গোধন চরাবার জন্য এসেছে। মান-রক্ষার জন্য তাদের যজ্ঞস্থানে আগমন পরিত্যক্ত হল। 'অন্নম্' পাঠ স্বামী নিয়েছেন, বহুস্থানে 'ওদনম্' পাঠ আছে—অর্থ সমান—[স্ত্রী, ভক্ত, অন্ধ, অন্ন, ওদন—অমর]। অথবা, তারা তুজন ক্ষুধার্ত কেন? এরই উত্তরে 'গাশ্চারয়ন্তৌ' গোচারণ হেতু ও এই সম্বন্ধেই দূর বনে গমন হেতু পরিশ্রমাদিতে ক্ষুধার্ত, এরূপ অর্থ। **বুবুক্ষিতৌ**—এ কথাটা বলার উদ্দেশ্য—ক্ষুধার কথা বললে তাদের অন্নপ্রাপ্তি সিদ্ধি হবে। অথবা, তারা এখানে এল না কেন? এরই উত্তরে—গা ইতি, তাদের ছাড়া ধেনু-কুলের রক্ষা হবে না, তাই এল না। আচ্ছা বলতো সম্প্রতি তারা কোথায় আছে? এরই উত্তরে, **অবিদূরে**—প্রায় এই নিকটেই—এই যে কথাটা বললেন বালকগণ, তা নিজ কথা বিশ্বাস যোগ্য করাবার জন্য, আর ব্রাহ্মণরা যাতে জড়সড় হয়ে যায় তার জন্য। **রামাচ্যুতৌ**—রামকৃষ্ণ তুইজন, ব্রাহ্মণগণ থেকে ভয় হেতু জ্যেষ্ঠ ক্রমে উল্লিখিত হল—লোককে আনন্দ দান হেতু রাম, 'অচ্যুতৌ' কৃষ্ণ সর্বগুণ থেকে চ্যুতিরহিত—এই কথার ধ্বনি—এইরূপ মাহাত্ম্যযুক্ত অন্য কোথাও হবার নয়, সে-যে নিরুপম। **বো**—তোমাদের অন্নই, এইরূপে অন্যের দেওয়া অন্ন নিরস্ত হল। পূর্বপক্ষ, বেশ তো, তা হলেও যজ্ঞস্থান ছেড়ে তো যেতে পারছি না—এরই উত্তরে, **যচ্ছত**—আমাদের হাতে দিয়ে দিন। 'যদি শ্রদ্ধা হয়'—এই কথা বালকদের বিনয় সূচক, অথচ গূঢ় ভাব হল, ভাললোকের পক্ষে যাচ্ঞাকারিকে ফিরিয়ে দেওয়াই অধর্ম, অতএব বলা হল 'ধর্মবিত্তমাঃ'—এই ব্রাহ্মণদের প্রতি স্তুতি করবার জন্যই বলা হল পরম ধর্মবিৎ, তত্ত্বত নয়; কারণ এরা ধর্মতত্ত্ব অজ্ঞান—এইভাবেই আগে এদের 'শ্রেষ্ঠ সাধু' বলা হয়েছে॥ জী০ ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বো যুষ্মান্, লষতঃ ভিক্ষতে ওদনং অন্নঞ্চেতি পাঠদ্বয়ং তুল্যার্থম্। নন্থ, তৌ ব্রাহ্মণৌ ন ভবত ইতি ব্রাহ্মণভোজনাৎ পূর্ব্বং কথং দাস্যামস্তত্রাহুঃ,—বুভুক্ষিতৌ! "অন্নস্য ক্ষুধিতং পাত্র"মিতি প্রমাণং জানীথৈবেতি ভাবঃ। কিমপ্যপ্রতিবদতস্তানালক্ষ্য পুনরাহুঃ,—হে দ্বিজাঃ, তয়োরর্থিনোর্বো যদি শ্রদ্ধা অস্তি তর্হি যচ্ছত নো চেন্নেতি ব্রূত বয়ং পরাবৃতা যাম ইতি ভাবঃ। ধর্ম্মবিত্তমা অত্র খল্বন্বয়ব্যতি-রেকয়োধর্ম্মাধর্ম্মৌ বয়ং পুনঃ কিং ব্রূম ইতি ভাবঃ। শ্লেষেণ যয়োর্নাম্নৈব সর্ব্বজগৎপ্যতিক্রতীভূয়ানুরজ্যতি তৌ রামকৃষ্ণাবতিক্ষুধার্ত্তাবর্থিনাবপি শ্রুত্বা যৎ তূষ্ণীং ভবথ অতো যূয়ং দ্বিজাঃ পিতৃদ্বয়জাতা এবেত্যাক্ষেপশ্চ। ধর্ম্মবিত্তমা ইতি বিপরীতলক্ষণয়া॥ বি০ ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বো**—তোমাদের কাছে **লষতঃ**—ভিক্ষা চাচ্ছে,—'ওদনম্' ও অন্নম্ এই তুটি পাঠ আছে—তুল্যার্থ। পূর্বপক্ষ, রামকৃষ্ণ তো ব্রাহ্মণ নয়, তবে ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্বে কি করে দিব, এরই উত্তরে—**বুভুক্ষিতৌ**—তারা ক্ষুধার্ত, "ক্ষুধিত ব্যক্তিই অন্ন পাওয়ার যোগ্যপাত্র" এর প্রমাণ আমরা জানি, এরূপ ভাব। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধ ভাবে কোনও কিছু বলতে দেখে পুনরায় বালকগণ বললেন—

৮। দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি॥

৮। অন্বয়ঃ সত্তমাঃ [হে] শাস্ত্রানুশীলনতৎপরা!) দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ (দীক্ষামারভ্য পশ্বালম্ভনাৎ পূর্ব্বং দোষঃ) সৌত্রামণ্যাঃ (সৌত্রামণীনামকাৎ যজ্ঞবিশেষাৎ) অন্যত্র (অন্যস্মিন্ যজ্ঞে) দীক্ষিতস্যাপি অন্নম্ অশ্নন্ হি ন দুষ্যতি (ন দোষভাগ ভবেৎ) ।।

৮। মূলানুবাদঃ হে সত্তমগণ, কোনও যজ্ঞে দীক্ষার পর থেকে যজ্ঞীয় পশুবধের পর দীক্ষিত জনের অন্ন এবং সৌত্রামণী যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোনও যজ্ঞে দীক্ষিত জনের অন্ন খেলে দোষ হয় না।

হে ব্রাহ্মণগণ, প্রার্থী এই রামকৃষ্ণের প্রতি আপনাদের যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে দিন, আর যদি না থাকে, তবে 'না' বলে দিন, আমরা ফিরে চলে যাই, এরূপ ভাব। **ধর্ম বিত্তমাঃ**—আপনারা পরম ধর্মজ্ঞ—এখানে অন্বয়-ব্যতিরেকে ধর্ম-অধর্ম বিষয়ে পুনরায় আমরা কি বলবো আপনাদের সামনে, এরূপ ভাব। শ্লেষে, যাদের নামেই সর্বজগৎ অতি দ্রবীভূত হয়ে অনুরাগ বদ্ধ হয়ে যায়, সেই রামকৃষ্ণ অতি ক্ষুধার্ত অন্নপ্রার্থী শুনেও আপনারা যে চুপ করে আছেন, এতেই বুঝা যাচ্ছে আপনারা **দ্বিজ**—[যে দুবার জন্মে তাকে বলে দ্বিজ] দুই বাপের জন্মা, এইরূপে গালাগালি দেওয়া হল, এইরূপে এখানে বিপরীত লক্ষণায় 'ধর্ম বিত্তমা' বলা হল॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ দীক্ষায়া ইত্যাদ্যুক্তিস্তেষাং স্বাভাবিকপাণ্ডিত্যং ব্যনক্তি, অতঃ পশুসংস্থা চ জাতা ইত্যনুষ্ঠানবিশেষেণ পরিচিতং, হীতি—শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্তি স্ম। দীক্ষামারভ্য পশুসংস্থাতঃ পূর্ব্বং দুষ্যতি, ততোঽন্যত্র ততঃ পরং ন দুষ্যতি, সৌত্রামণ্যাশ্চান্যত্র ন দুষ্যতি, সৌত্রামণ্যান্তু দুষ্যতীত্যর্থঃ। তদেবমপরমপি সময়াসময়াদি-বিচারং জানন্ত এব যাচামহ ইতি ভাবঃ॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ 'দীক্ষায়া' ইত্যাদি উক্তি গোপবালকদের স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছে, অতঃপর **পশুসংস্থায়া**—পশুবধও হয়ে গিয়েছে, এইরূপ উক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে এই বালকরা অনুষ্ঠান বিশেষের সহিত পরিচিত। **হি**—শাস্ত্র প্রসিদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করা হল। দীক্ষার আরম্ভ থেকে পশুবধের পূর্ব পর্যন্ত দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজনে দোষ। এ ছাড়া **অন্যত্র**—পশুবধের পরে আর দোষ হয় না। সৌত্রামণী যজ্ঞ ভিন্ন অন্যত্র দোষ হয় না, সৌত্রামনী যজ্ঞের অন্ন ভোজনে দোষ হয়। এই সব এবং অপর সময়-অসময়াদি সম্বন্ধে জানা-শুনা আছে বলেই যাচ্‌না করছি; এইরূপ ভাব॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ "দীক্ষিতান্নং ন ভুঞ্জীতে"তি বচনাৎ দীক্ষিতা বয়মভোজ্যান্না ইতি। বদিষ্যন্তীতি স্বয়মাশঙ্ক্যাহু,—দীক্ষায়া দীক্ষানন্তরং পশুসংস্থায়াঃ অগ্নিসোমীয়পশ্বালম্ভনাৎ পূর্ব্বং দোষঃ। ন ততোঽন্যত্র ততঃ পরন্তু অন্নমশ্নন্ দুষ্যতীতি পশুসংস্থা চেদানীং জাতৈবেতি ভাবঃ। তথা সৌত্রামণ্যা অন্যত্র ন দুষ্যতি সৌত্রামণ্যান্তু সর্ব্বদৈব দুষ্যতীত্যর্থঃ॥ বি০ ৮॥

৯। ইতি তে ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ॥

৯। **অন্বয়ঃ** ক্ষুদ্রাশা (বিনশ্বরে স্বর্গাদৌ আশামাত্রং যেষাং তে) ভূরিকর্ম্মাণঃ (ক্লেশসাধ্যানি যজ্ঞানুষ্ঠানরূপাণি ভূরীণি কর্ম্মাণি যেষাং তে) বালিশাঃ (অল্পবুদ্ধয়ঃ) বৃদ্ধমাণিনঃ (পণ্ডিতম্মন্যাঃ) তে ইতি ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তঃ অপি ন শুশ্রুবুঃ (ন তথা চক্রুঃ)।

৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—স্বর্গাদি ক্ষুদ্র ফলের আশায় বহু ক্লেশকর যজ্ঞাদি কর্মে রত, অল্পবুদ্ধি, নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধমাননাকারী সেই ব্রাহ্মণগণ এইরূপে গোপবালকদের মুখে ভগবানের অন্ন যাচ্ঞার কথা শুনেও মহাভিমানে তাকে আদর করলেন না।

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** "যজ্ঞে দীক্ষিত জনের অন্ন ভোজন করবে না" শাস্ত্রের এইরূপ বচন হেতু দীক্ষিত আমাদের অন্ন অভোজ্য, এরূপ যদি ব্রাহ্মণরা বলে, নিজেরাই এরূপ আশঙ্কা করে নিয়ে বালকরা বলছেন, **দীক্ষায়াঃ**—দীক্ষার পর থেকে **পশুসংস্থায়াঃ**—অগ্নিসোমিয় পশু বধের পূর্ব পর্যন্ত দোষ। কিন্তু এরপর খেলেও দোষ হয় না—এই কথার ভাব হল পশু বধ তো এখানে পূর্বেই হয়ে গিয়েছে, কাজেই দোষ নেই। তথা সৌত্রামণি ছাড়া অন্যত্র দোষ নেই, কিন্তু সৌত্রামণী যজ্ঞান্ন সর্বদাই দোষের॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ইতীতি শ্রীশুকোক্তির্ভগবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণস্যাপি কৃপয়া যাচঞাং তেনৈবান্নার্থং প্রেষিতত্বাৎ ন শুশ্রুবুঃ মহাভিমানেন তাং নাদৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র শ্রীভগবত্যনাদরেণ তান্ বিপ্রান্ সক্রোধং নিদন্তি—ক্ষুদ্রেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ক্ষুদ্রাশা অপি ভূরিকর্ম্মাণঃঃ, যতো বালিশা অল্পবুদ্ধয়ঃ, তথাপি বৃদ্ধমানিনঃ; যদ্বা, স্বল্পশ্রমেণাপি ভগবদ্ভক্ত্যা মহার্থঃ সিধ্যেৎ, তদজ্ঞানাদ্‌বালিশা এবেতি। নন্থ কথং তত্ত্বং নান্বিষ্যন্তি? তত্রাহ—বৃদ্ধেতি; আত্মানং জ্ঞানবৃদ্ধং মন্যন্ত ইতি॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ইতি**—এই শ্লোক থেকে শ্রীশুকের উক্তি। **ভগবদ্‌যাচ্ঞাং**—শ্রীভগবানের যাচ্ঞা, এই 'ভগবৎ' পদের ধ্বনি, সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ হলেও কৃপায় যাচ্ঞা করলেন, তাঁর দ্বারাই অন্নের জন্য প্রেরিত হওয়া হেতু, **ন শুশ্রুবুঃ**—মহা অভিমানে তাঁকে আদর করলেন না, এরূপ অর্থ। এই শ্লোকে শ্রীভগবানে অনাদর হেতু সেই বিপ্রদিগকে শ্রীশুকদেব নিন্দা করছেন—'ক্ষুদ্র' ইতি আড়াই শ্লোকে। স্বর্গাদি ক্ষুদ্র আশায় বহুক্লেশকর যজ্ঞাদি করে, যেহেতু **বালিশা**—অল্পবুদ্ধি, তথাপি **বৃদ্ধমানিনঃ**—নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধ মনে করে। অথবা, অল্প পরিশ্রমেও ভগবৎভক্তগণ মহার্থ সিদ্ধি করে, এ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা হেতু অল্পবুদ্ধিই। আচ্ছা তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে না কেন? এরই উত্তরে—নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধ মনে করে॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্থ, তে শাস্ত্রজ্ঞা অপি কথং ন শুশ্রুবুস্তত্র ন বস্তুতঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রত্যুত শাস্ত্রমধীত্যাধ্যাপ্য চ মূর্খা এবেতি সক্রোধং তানাক্ষিপতি—সার্দ্ধদ্বয়েন। ক্ষুদ্রে স্বর্গাদাবাশামাত্রং যেষাং তে বৃদ্ধমানিন এব নতু তে জ্ঞানবৃদ্ধাঃ॥ বি০ ৯॥

১০। দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্দ্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ॥

১১। তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্‌ভগবন্তমধোক্ষজম্‌।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে॥

১০-১১। অন্বয়ঃ দেশঃ কালঃ পৃথক্‌ (বহুবিধং) দ্রব্যং মন্ত্র তন্ত্র ঋত্বিজঃ (পুরোহিতঃ) অগ্নয়ঃ (যজ্ঞীয়হোমসাধনাগ্নয়ঃ) দেবতাঃ (যজ্ঞীয়দেবতাঃ) যজমানঃ চ ক্রতুঃ (যজ্ঞঃ) ধর্ম্মঃ চ যন্ময়ঃ (যৎ স্বরূপঃ ভবতি) দুষ্প্রজ্ঞাঃ (দুর্বুদ্ধয়ঃ) মর্ত্যাত্মানঃ (দেহাভি মানিনো ব্রাহ্মণাঃ) তং পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবন্তং অধোক্ষজং মনুষ্য দৃষ্ট্যা ন মেনিরে (ন আদৃতবন্তঃ)।

১০-১১। মূলানুবাদঃ দেশ-কাল-চরু পুরুডাশাদি বিবিধ দ্রব্য-মন্ত্র তন্ত্র-পুরুহিত-অগ্নি-দেবতা-যজমান-যজ্ঞ-ধর্ম যাঁর অংশের অংশ বিভূতিরূপ, সেই পরব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়াগোচর হয়েও কৃপায় প্রত্যক্ষীভূত সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে জীব-বিশেষ দৃষ্টিতে দেহাভিমানী ব্রাহ্মণগণ যথাযোগ্য সমাদর করলেন না।

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও কেন-না আদর করলেন, এরই উত্তরে—এঁরা আসলে শাস্ত্রজ্ঞ নয়, প্রত্যুত শাস্ত্র পড়ে ও পড়িয়ে মুর্খই, এজন্যে সক্রোধে তাঁদের গাল দেওয়া হচ্ছে আড়াই শ্লোকে। ক্ষুদ্র স্বর্গাদিতে আশামাত্র যাদের তারা 'বৃদ্ধ মানিন' বটে কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ নয়॥ বি০ ৯॥

১০-১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথ তত্ত্বদৃষ্ট্যা তেষামজ্ঞত্বং জ্ঞাপয়ন্নাহ—দেশ ইতি যুগ্মকেন। পৃথগ্বহুবিধম্‌॥

ভগবতো দেশাদিময়ত্বে হেতুঃ—পরমং ব্রহ্মেতি। অতো ভগবন্তং সর্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণম্‌, অতো অধোক্ষজম্‌ ইন্দ্রিয়াগোচরমিত্যর্থঃ। তথাপি কৃপয়া সাক্ষাদ্ভূতং তমপি মনুষ্যদৃষ্ট্যা মর্ত্যবুদ্ধ্যা ন মেনিরে নাদৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। কুতঃ? দুষ্প্রজ্ঞা বিচারহীনাঃ; তদপি কুতঃ? মর্ত্যাত্মানঃ॥ জী০ ১১-১২॥

১০-১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর তত্ত্ব-দৃষ্টিতে এই ব্রাহ্মণদের অজ্ঞতা জানিয়ে বলা হচ্ছে—দেশ ইতি যুগল শ্লোকে। **পৃথগ্‌**—বহু বিধ।

ভগবানের দেশাদিময়ত্বে হেতু—ইতি হলেন 'পরমব্রহ্ম'। অতএব **ভগবন্তম্‌**—সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ, অতএব **অধোক্ষজম্‌**—ইন্দ্রিয়-অগোচর। তথাপি কৃপায় সাক্ষাৎ-লব্ধ সেই কৃষ্ণকেও **মনুষ্যদৃষ্ট্যা**—মর্ত্য-বুদ্ধিতে **ন মেনিরে**—আদর করলেন না, এরূপ অর্থ। কেন? **দুষ্প্রজ্ঞা**—এই ব্রাহ্মণগণ বিচারহীন। এও কেন? **মর্ত্যাত্মানঃ**—এঁরা যে দেহাভিমানী, তাই॥ জী০ ১০-১১॥

১০-১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নন্বু, শাস্ত্রবিহিতদেশকালপাত্রাদিক্রমমুল্লঙ্ঘ্য কথমন্যার্থমন্নমন্যস্মৈদেয়ং তত্রাহ,—দেশ ইতি। পৃথগ্বহুবিধং চরুপুরোডাশাদি দ্রব্যং তন্ত্রং প্রয়োগঃ। ধর্ম্মোঽপূর্ব্বং যন্ময়ঃ যদং-

১২। ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ॥

১২। অন্বয়ঃ [হে] পরন্তপ! (শত্রুদমন রাজন্!) তে যৎ ওম্ ইতি (অন্নং দাস্যাম ইতি) ন ইতি চ (ন দাস্যাম ইতি বা) ন প্রোচুঃ [তদা] নিরাশাঃ গোপাঃ প্রত্যেত্য (প্রত্যাবৃত্ত্য) কৃষ্ণরাময়োঃ [সমীপে] তথা উচুঃ (কথিতবন্তঃ)।

১২। মূলানুবাদঃ হে শত্রুদমন পরীক্ষিৎ! সেই ব্রাহ্মণগণ যখন হাঁ-ও বললেন না, না-ও বললেন না, তখন গোপবালকগণ নিরাশ হয়ে ফিরে এসে রামকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করলেন।

শাংশবিভূতিরূপঃ। তং পরমং ব্রহ্ম অধোক্ষজং ইন্দ্রিয়াগোচরমপি কৃপয়া প্রত্যক্ষীভূতমিত্যর্থঃ। মনুষ্যো জীব-বিশেষোঽয়মিতি দৃষ্ট্যা মর্ত্ত্যাত্মানো দেহাভিমানিনঃ॥ বি০ ১০·১১॥

১০।১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা শাস্ত্রবিহিত দেশকাল পাত্রাদি ক্রম উলঙ্ঘন করে কেন একজনের প্রাপ্য বস্তু অন্যকে দেওয়া হয়, এরই উত্তরে—দেশ ইতি। **পৃথক্ দ্রব্যং**—বহুবিধ দ্রব্য যথা—চরু-পুরোডাশাদি। **মন্ত্র তন্ত্রং**—মন্ত্র প্রয়োগ। ধর্ম—কর্মফল অদৃষ্ট **যন্ময়ঃ**—যাঁর অংশের অংশ বিভূতিরূপ, সেই পরমব্রহ্ম **অধোক্ষজং**—ইন্দ্রিয়-অগোচর হয়েও কৃপা করে প্রত্যক্ষীভূত, এরূপ অর্থ। **মনুষ্যদৃষ্ট্যা**—এ জীব বিশেষ, এরূপ দৃষ্টি হেতু **মর্ত্যাত্মানঃ**—দেহাভিমানী ব্রাহ্মণগণ॥ বি০ ১০-১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ওমিতি স্বীকারে, দাস্যাম ইতি ন প্রোচুঃ, ন দাস্যাম ইতি চ ন প্রোচুঃ, দুরভিমানগ্রস্ততয়াঽত্যন্তাবজ্ঞানাৎ। হে পরন্তপেতি—পরং মদ-লক্ষণং শত্রুং ভবাদৃগেব নিয়ন্তুং শক্নোতি, ন অন্য ইতি ভাবঃ। তথেতি—নিজোক্ত্যাদিকং বিপ্রচেষ্টিতঞ্চোচুঃ॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ওম্ ইতি—স্বীকার বাচক 'ওম্ ইতি' শব্দ করল না; দিব না, এরূপও বলল না—দুরভিমান গ্রস্ততায় অত্যন্ত অবজ্ঞা হেতু। **হে পরন্তপ**—শ্রীশুকদেব রাজাকে বলছেন—হে শত্রুদমন, 'পরং' মদ-লক্ষণ শত্রুকে তোমাদের মতো জনেরাই নিয়ন্ত্রনে আনতে সমর্থ, অন্যের কর্ম নয়,এরূপ ভাব। **তথা ইতি**—যথা শ্রীশুকদেব আগের ৯-১১ শ্লোকে নিজের কথা বললেন 'তথা' এই ১২ শ্লোকে বিপ্রদের ব্যবহার বললেন॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ওমিতি ন প্রোচুরিতি সম্প্রতি ব্রাহ্মণভোজননিষ্পত্তেঃ পূর্ব্বমেব গোপালকেভ্যঃ কথং দাস্যাম ইতি ভাবঃ। নেতি চ নাপ্রোচুরিতি যদি ব্রাহ্মণাদিভোজননিষ্পত্ত্যন্তরমন্নান্যুর্ব্বরিতানি ভবিষ্যন্তি তদা দাস্যামোঽপীতি ভাবঃ। তদা রাজ্ঞোঽপি ক্রোধমুদ্ভূতমালক্ষ্য সম্বোধয়তি—হে পরন্তপেতি। তদানীং যদি ত্বং রাজাঽভবিষ্যস্তদা ব্রহ্মণ্যচূড়ামণিরপি তান্ ব্রাহ্মণান্ শত্রূনিব অবশ্যমদণ্ডয়িষ্য ইতি ভাবঃ॥ বি ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দিব, একথা বলল না—ভাবখানা, সম্প্রতি ব্রাহ্মণ ভোজনই হয় নি, তার পূর্বেই এই গোপবালকদের কি করে দিব। না-ও বললেন না, ভাবখানা যদি ব্রাহ্মণ ভোজনের পর

১৩। তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিম্॥

১৩। অন্বয়ঃ ভগবান্ জগদীশ্বরঃ তৎ উপাকর্ণ্য প্রহস্য লৌকিকীং গতিং দর্শয়ন্ পুনঃ গোপান্ ব্যাজহার (উবাচ)।

১৩। মূলানুবাদঃ সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বনিয়ন্তা কৃষ্ণ সখাদের সেই কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। সখাদের লোক সমাজের রীতি বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় বললেন।

অন্ন উদ্ধৃত্ত হয়ে যায়, তবেই-না দেওয়ার কথা। এই কথা শুনবার পর রাজা পরীক্ষিতের মুখে ক্রোধের উদয় দেখে তাকে সম্বোধন করে বললেন, **হে পরন্তপ**—হে শত্রুদমন! তদানীং যদি রাজা আপনি সেখানে থাকতেন, তবে ব্রাহ্মণ-চূড়ামণি হলেও সেই ব্রাহ্মণদের শত্রুর মতোই আপনি দণ্ড বিধান করতে পারতেন এরূপ ভাব॥ বি০ ১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ যদ্যপি দ্বাবেব প্রতি গোপৈরুক্তং, তথাপি শ্রীরামঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞানাদরজাতক্রোধাৎ শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়জ্ঞানাদ্বা নৈবাবদৎ, শ্রীকৃষ্ণ এব প্রত্যাহেত্যাহ—তদিতি। উপ সমীপ এবার্কর্ণ্য তদনাদরদুঃখেন গোপৈঃ শনৈরেবোক্তেঃ। প্রহস্য উচ্চৈর্হসিত্বা, তত্র হেতুর্জগদীশ্বরঃ সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণশ্চ, অতঃ কৌতুকমাত্রার্থং তথা যাচনং, তন্নিরাশে চ হাস এবোচিত ইতি ভাবঃ। অন্যত্তেঃ। যদ্বা, যত্র পুরুষেষু যাচিতং ন সিধ্যেত্তত্র তৎপত্নীষু যাচিতব্যমিতি যাচকান্ শিক্ষয়ন্নিত্যর্থঃ। সেয়মপ্যেকা কৌতুকময়ী লীলৈব, বস্তুতস্তু পূর্ব্ব-নিজপ্রোক্তরীত্যা বৃক্ষেভ্যো মনুষ্যাণাং নিকর্ষে জ্ঞাপিতে, বিশেষোঽপ্যত্রাস্তীত্যভিপ্রেত্য স্বস্মিন্নভক্তানাং বেদপাঠযাগৈকপরত্বাদিকং দুরভিমানাদিদোষায় দুঃখায়ৈব চ কল্পতে, ন চ ক্ষেমায়, অতস্তদ্রহিতা অপি মদ্ভক্তাঃ পরমোত্তমা ইতি—তদ্বিপ্র-তৎপত্নীব্যবহারেণ লোকে দর্শয়িতুমিত্যর্থঃ॥ জী০ ১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যদিও কৃষ্ণ-রাম দুজনের প্রতিই গোপবালকগণ নিবেদন করলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাকে অনাদর করা থেকে জাত ক্রোধ হেতু, বা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়-জ্ঞান থাকা হেতু রাম কিছু বললেন না, শ্রীকৃষ্ণই প্রত্যুত্তর দিলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে **তদুপার্কণ ইতি**—সখাদের সেই কথা শুনে, 'উপ' কাছ থেকে শুনে—ব্রাহ্মণদের ঐ অনাদর হেতু বালকরা দুঃখে আস্তে আস্তেই বলছিল, তাই কাছ থেকে। **প্রহস্য**—উচ্চ শব্দে হেসে উঠলেন—এখানে হেতু তিনি **জগদীশ্বর**—সর্ব নিয়ন্তা ও **ভগবান্**—সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, অতএব কৌতুকমাত্রের জন্যই ঐরূপ যাচ্ঞা—এর নৈরাশ্যে হাস্যই উচিত, এরূপ ভাব। [শ্রীধর টীকা **লৌকিকীং গতিং**—"কার্য-অভিলাষিগণ নির্বেদপ্রাপ্ত হয়না, কোন্ ভিক্ষা প্রার্থীই-না সময়ে বিমুখ হয়ে থাকে, ইত্যাদি লোক সমাজের রীতি দেখিয়ে তাদিকে বললেন] অথবা, 'লৌকিকীং গতিং' যেখানে পুরুষদের কাছে প্রার্থনা করলে কার্য সিদ্ধি না হয়, সেখানে তাদের পত্নী-দের কাছে প্রার্থনা করা সমীচীন, যাচকদের ইহা **দর্শয়ন্**—শিক্ষা দিয়ে বললেন। এও এক কৌতুকময়ী

১৪। মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সঙ্কর্ষণমাগতম্।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া॥

১৪। **অন্বয়ঃ** সসঙ্কর্ষণং আগতং মাং পত্নীভ্যঃ (যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীভ্যঃ) জ্ঞাপয়ত, [তাস্তু] ধি। (নিরন্তরচিন্তয়া) ময়ি উষিতাঃ (নিবসন্ত্যঃ) স্নিগ্ধা (ময়ি প্রেমবত্যশ্চ বর্ত্তন্তে) বঃ (যুষ্মাকং) কামং অন্নং দাস্যন্তি।

১৪। **মূলানুবাদঃ** বলদেবের সহিত আমি যে এসেছি, এ কথাটাই শুধু বিপ্রপত্নীদের জানিয়ে দেও। আমাতে অনুরাগবতী তাঁরা মনে মনে আমাতেই বাস করে; অতএব আমি এসেছি, একথা জানানো-তেই প্রচুর অন্ন দিয়ে দিবে।

লীলা। প্রকৃত পক্ষে পূর্বে নিজ কথিত রীতিতে বৃক্ষসকলের থেকে মনুষ্যদের অপকর্ষতা জানান হল; এ বিষয়ে বিশেষও আছে, এই অভিপ্রায়ে যাঁরা তাঁর নিজেতে অভক্ত, তাঁদের বেদপাঠ-যজ্ঞপরতাদি দুরভি-মানাদি দোষের জন্য দুঃখেতেই পর্যবসিত হয়, মঙ্গলের জন্য নয়; অতএব ঐ দোষরহিত আমার ভক্তসকল পরম উত্তম—ইহা সেই বিপ্র ও তৎপত্নীদের ব্যবহারের দ্বারা জন সমাজে দেখাবার জন্য এই লীলা॥জী০১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রহস্যেতি। অজ্ঞবিপ্রেষু কোপানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। লৌকিকীং গতিমিতি ন হি কার্য্যার্থিনো নির্বিদ্যন্তে কো বা যাচকো ন পরাভূয়ত ইতি লোকস্থিতিং দর্শয়ন্। বি০ ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রহস্য ইতি**—অজ্ঞ বিপ্রদের প্রতি রাগ করা উচিত না-হওয়া হেতু, এই হাসি, এরূপ ভাব। **লৌকিকীং গতিম্**—কার্য-অভিলাষিগণ নৈরাশ্যে ভোগে না, কোন্ ভিখারীই-না সময়ে বিমুখ হয়ে থাকে ইত্যাদি লোক সমাজের রীতি। **দর্শয়ন্**—প্রকাশ করে।। বি০ ১৩।।

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** মামাগতমেব জ্ঞাপয়ত, ন চ বুভুক্ষিতং, নাপ্যন্নযাচনাদিকং কুরুত, যতো মদাগমনজ্ঞাপনাদেব দাস্যন্তীত্যর্থঃ। পত্নীভ্যস্তেষাং যজ্ঞ সম্বন্ধিনীভ্যো ভার্য্যাভ্যঃ 'পত্ন্যর্নো যজ্ঞ-সংযোগে' ইতি স্মরণাৎ। অনেন ধর্ম্মসম্বন্ধ এব তৈঃ সহ তাসামবশিষ্টোঽস্তি, ন তু কামসম্বন্ধঃ, ময়ি গাঢ়ভাব-ত্বাদিতি মতম্। কিঞ্চ, স্বস্মিংস্তাসাং ভাববিশেষেণ তত্র শ্রীবলদেবস্য গৌণতয়া সঙ্কর্ষণসহিতমিত্যুক্তম্। সঙ্কর্ষ-ণেতি—তস্য মহিমনামত্বাৎ সাক্ষাদ্গ্রহণম্। নন্বু পতীনামনুজ্ঞাং বিনা কথং তা অপি দদ্যুঃ? কথঞ্চিদ্দদানা অপি পতিভিঃ বারয়িতব্যা এব, তত্রাহ—স্নিগ্ধা ইতি, মদপেক্ষয়া তাসাং তেষু নাদর ইতি ভাবঃ। জী০১৪।।

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ মাং আগতং**—আমি এসেছি, এইটুকু মাত্রই ব্রাহ্মণ পত্নীদের জানাও, আমি যে ক্ষুধার্ত একথা বলার দরকার নেই, অন্ন যাচ্ঞাদিও করো না; যেহেতু আমি এসেছি, একথা জানানোতেই দিয়ে দিবে, এরূপ অর্থ। **পত্নীভ্যঃ**—যজ্ঞ-সম্বন্ধিনী ভার্যাগণের নিকট, নিবেদন করগে—এই ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁদের স্ত্রীদের ধর্মসম্বন্ধই মাত্র অবশিষ্ট আছে. কাম সম্বন্ধ নেই, অমোতে গাঢ়ভাব হেতু, এরূপ বুঝতে হবে। আরও, কৃষ্ণের নিজেতে এই ব্রাহ্মণপত্নীদের ভাব বিশেষের কারণে সেখানে শ্রীবলদেবের গৌণতা হেতু বলা হল, কৃষ্ণই আগত বলদেবের সহিত (কৃষ্ণকেই মুখ্য করা হল)

১৫। গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্টাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
নত্বা দ্বিজাতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্।।

১৫। অন্বয়ঃ অথ পত্নীশালায়াং (ব্রাহ্মণানামন্তঃপুরে) গত্বা স্বলঙ্কৃতাঃ আসীনাঃ দ্বিজসতীঃ দৃষ্ট্বা গোপাঃ প্রশ্রিতাঃ (বিনয়াবনতাঃ সন্তঃ) নত্বা ইদম্ অব্রুবন্।

১৫। মূলানুবাদঃ। অনন্তর গোপগণ অন্তঃপুরে পত্নীশালায় গিয়ে শঙ্খ সিন্দুরাদিতে ভূষিতা বিপ্রপত্নীদের সকলকে একত্র বসে থাকতে দেখে প্রণাম পূর্বক সবিনয়ে এরূপ বললেন।

সঙ্কর্ষণ - বলদেবের এই নামটি মহিমা ব্যঞ্জক বলে সাক্ষাৎ গ্রহণ। আচ্ছা, পতিদের অনুজ্ঞা বিনা কি করে তারা দিবে? কিছুটা দিলেই পতিরা এসে বারণ করবে তো, এরই উত্তরে, **স্নিগ্ধা**—আমার প্রতি স্নেহশীলা এরা—আমার অপেক্ষায় পতিদের অনাদর করেই দিবে, এরূপ ভাব॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ মামাগতমেব জ্ঞাপয়ত নতু বুভুক্ষিতং বুভুক্ষালক্ষণমদ্দুঃখশ্রবণস্য সদ্য এব তদতিসন্তাপকত্বাৎ। নন্থ, তদ্বুভুক্ষা জ্ঞাপনং বিনা কথমন্নং তা দাস্যন্তি তত্রাহ,—বো যুষ্মভ্যং মৎসম্বন্ধেনৈব যুষ্মদ্বুভুক্ষাদর্শনেনৈব দাস্যন্তি। নন্থ, তৎপতয়ো বারয়িষ্যন্তি তত্রাহ,—ময়ি স্নিগ্ধাঃ স্নেহবত্যঃ পতিবারণং ন মানয়িষ্যন্তি যতো ময্যেব ধিয়া উষিতাঃ কেবলং দেহেনৈব পতিগৃহে বসন্তীত্যর্থঃ॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আমার আগমনটাই শুধু জানিয়ে দেও, আমরা যে ক্ষুধার্ত, তা নয়—ক্ষুধা দ্বারা লক্ষিত আমার দুঃখ শ্রবণের সদ্যই তাদের অতি সন্তাপকতা হেতু। আচ্ছা, ক্ষুধার কথা তাঁদের জানানো বিনা কি করে তারা অন্নই বা দিবেন? এরই উত্তরে—তোমাদের ক্ষুধাদর্শণেই আমার সম্বন্ধেই তোমাদিকে দিবে। আচ্ছা তাদের পতিরা তো বারণ করবে, এরই উত্তরে **ময়ি স্নিগ্ধা**—এরা আমাতে স্নেহবতী—পতিদের বারণ মানবে না,যেহেতু এরা **ময়ি উষিতা ধিয়া**—মনের দ্বারা তো আমাতেই বাস করে, কেবল দেহের দ্বারাই পতিগৃহে বাস করে॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথ স্নিগ্ধা ইত্যাদি-শ্রীভগবদ্বচনানন্তরমেব, অন্যথা পুনর্যাচনার্থং যানমযুক্তং স্যাৎ। তাসাং সদবসর এব তেষাং গমনং জাতমিত্যাহ—আসীনা ইতি। সম্ভাষ্যত্বং খলু ত্রিধা সুখায় স্যাৎ, অব্যগ্রচিত্তত্বেন সুবেশত্বেন সদ্ব্যবহারত্বেন চ। তত্রাসীনা ইতি পতিপারবশ্যেনাবশ্যকং পাকাদিবৈয়গ্র্যমুত্তীর্য্য স্নানাদিপূর্বকং পরস্পরং ভগবৎকথাবেশেন নিশ্চলতয়া কৃতোপবেশা ইত্যর্থঃ। স্বলঙ্কৃতা ইতি—সধবার্হ-ব্যবহারাত্তাবদলঙ্কৃতা এব, শ্রীভগবৎপ্রেমাবেশময় পুলকাদিভিস্তু সুষ্ঠু চালঙ্কৃতা ইত্যর্থঃ; পরমসত্ত্বময়াং দ্বিজজাতাবপি। সতীরিতি—ভগবদ্ভক্ত্যা জাতেন সর্ব্বগুণোদয়েন পরমসদ্ব্যবহারগুণযুক্তাশ্চেত্যর্থঃ। প্রশ্রিতাস্তে স্বভাবত এব, কিংবা তাসাং শ্রীকৃষ্ণবিষয়কস্নেহবিশেষশ্রবণেন।। জী০ ১৫।

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অথ—অতঃপর, শ্রীভগবানের 'স্নিগ্ধা' ইত্যাদি উক্তির পরই (গেলেন), কারণ একবার ফিরিয়ে দেওয়ার পর পুনরায় ভিক্ষার জন্য যাওয়া তো যুক্তিযুক্ত হয় না। ব্রাহ্মণপত্নীদের অবসর সময়েই গোপবালকরা গেলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—আসীনা ইতি।

১৬। নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্॥

১৬। অন্বয়ঃ বিপ্রপত্নীভ্যঃ বঃ (যুষ্মভ্যং) নমঃ ন (অস্মাকং) বচাংসি নিবোধত (শৃণুত) ইতঃ অবিদূরে চরতা কৃষ্ণেন বয়ম্ ইহ হেষিতাঃ (প্রেরিতাঃ)।

১৬। মূলানুবাদঃ বিপ্রপত্নী আপনাদিগকে প্রণাম। আমাদের কথা শুনতে আজ্ঞা হোক। এখান থেকে নিকটেই ধেনু চরানে রত কৃষ্ণের দ্বারা আমরা প্রেরিত হয়েছি।

সম্ভাষণ তিন অবস্থায় সুখের হয়—অব্যগ্রচিত্ত অবস্থায়, সুবেশ অবস্থায় এবং মিষ্ট ব্যবহারে। এখানে গোপ-বালকরা এঁদের অলঙ্কৃত হয়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন—পতি পরাধীনতা হেতু যজ্ঞের আবশ্যকীয় পাকাদি ব্যস্ততা পার হয়ে স্নানাদি পূর্বক পরস্পর কৃষ্ণকথা আবেশে নিশ্চল হয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন তখন। **স্বলঙ্কৃতা ইতি**—সধবা যোগ্য ব্যবহার হেতু যাবতীয় অলঙ্কারে সজ্জিতা এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-আবেশ-ময় পুলকাদি হেতুও সুষ্ঠু অলঙ্কৃতা, এরূপ অর্থ। **দ্বিজসতী**—পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও ভক্তি-দ্বারা জাত সর্বগুণোদয় হেতু পরম সদ্ব্যবহার-গুণযুক্তা, এরূপ অর্থ। **প্রশ্রিতা**—বিনীত, এই গোপবালকগণ স্বভাবতঃই বিনীত, কিম্বা এই ব্রাহ্মণপত্নীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে স্নেহবিশেষ শ্রবণ হেতু বিনীত (হয়ে বললেন)॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ 'স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া' ইতি শ্রীকৃষ্ণবচনবদেব বীক্ষ্য তাঃ সমবধাপয়ন্তি—নমো বো যুষ্মভ্যমিতি, বিপ্রপত্নীভ্য ইতি—নমস্কারযোগ্যতোক্তা, তথাপি পূর্ব্ববদেব নাতি-বহির্শ্চিত্তাঃ প্রত্যাহুঃ—নিবোধতেতি। বচাংসিতি—বহুত্বমর্থগৌরবেণ, অবিদূরে নিকট এব, কৃষ্ণেন যুষ্মচ্চিত্ত-কর্ষকেণেতি ভাবঃ॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ 'এই ব্রাহ্মণ পত্নীরা আমাতে স্নেহ সম্পন্ন, এদের মন আমাতেই বাস করে' এইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, সেই রূপই এদের দেখে গোপবালকগণ তাদের অতি সম্মানের সহিত সম্ভাষণ করলেন—হে বিপ্রপত্নীগণ, আপনাদিগকে প্রণাম। 'বিপ্রপত্নী' এই বাক্যে তাঁদের নমস্কার যোগ্যতা বলা হল। পত্নী হলেও পূর্বের বিপ্রগণ যেমন অতিশয় বহির্মুখ এরা তেমন নয়—এঁদের প্রতি বললেন, **নিবোধত**—শুনতে আজ্ঞা হোক। **বচাংসি**—কথাগুলি, অর্থ গৌরবে বহুবচন ব্যবহার, **অবিদূরে**—নিকটেই, **কৃষ্ণেন**—এই কৃষ্ণপদের ধ্বনি—যিনি তোমাদের চিত্ত আকর্ষক,(সেই তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন)॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ইষিতাঃ প্রেষিতাঃ॥ বি০ ১৬॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ঈষিতাঃ—প্রেরিত॥ বি০ ১৬॥

১৭। গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো অদূরমিতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্॥

১৭। অন্বয় ঃ গোপালৈঃ সরামঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাঃ চারয়ন্ দূরম্ আগতঃ, বুভুক্ষিতস্য সানুগস্য তস্য অন্নং প্রদীয়তাম্।

১৭। মূলানুবাদ ঃ এখান থেকে নিকটেই কৃষ্ণ বলদেব ও গোপবালকদের সহিত গোচারণ করতে করতে অনুচর সকলের সহিতই ক্ষুধায় কাতর হয়েছে—আপনারা তাদের মিষ্টান্নাদি দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে অন্ন প্রদান করুন।

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সদা শ্রীকৃষ্ণং রময়তীতি তস্মাৎ সঙ্কোচো নিরস্তঃ ; স্বয়ং ভগবতা মাহাত্ম্য-খ্যাপনায় পূর্ব্বং সঙ্কর্ষণনাম্নোক্তং, এভিস্তু এতন্নাম্না তদভিরুচিত্ব খ্যাপনায়েতি যত্তদ্যুক্তমেব, পূর্ব্বত্র গৌরবাধিক্যস্যৈবৌচিত্যাৎ, উত্তরত্র তু পত্নীনাং তথৈবাভিরুচেঃ। অদূরমিতঃ, পুনরুক্তিঃ অতিনৈকট্যেন তাসামাগমনার্থং, সানুগস্য শ্রীরামগোপবর্গসহিতস্য। প্রকর্ষেণ সরসমিষ্টান্নপানভৃতপাত্রাদিদ্বারা দীয়তাম্ ; পূর্ব্বং তদাদেশেন কেবলং দ্বয়োরেবান্নপ্রার্থনম্, অধুনা তু তদাদেশং বিনাপি সানুগস্যেতি। তত্রাপি প্রকর্ষেণেতি তাসাং ভগবতি ভক্তিবিশেষশ্রবণাদেঃ সনর্ম্মৈব, ত্বরয়ান্নত্যাগেনাপ্যাগমনসম্ভাবনপূর্ব্বকঞ্চ॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ রাম সদা শ্রীকৃষ্ণকে 'রম্' আনন্দ দেন, কাজেই বড় ভাই বলে মধুর রসে তার উপস্থিতির যে সঙ্কোচ,তা নিরস্ত হল তার নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দ্বারাই। স্বয়ং কৃষ্ণের দ্বারা পূর্বে ১৪ শ্লোকে 'সঙ্কর্ষণ' নাম উক্ত হল রামের মাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য। এই গোপবালকগণও এই শ্লোকে এই 'রাম' নাম উচ্চারণ করলেন কৃষ্ণের অভিরুচি খ্যাপনের জন্য—ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। পূর্বে ভিক্ষা-প্রাপ্তির জন্য ঐশ্বর্য-আধিক্য সূচক 'সঙ্কর্ষণ' নাম উচ্চারণ উচিত বলেই তা করা হয়েছে, আর পরে এখানে এই কৃষ্ণের আনন্দ দায়ক নাম বিপ্রপত্নীদের অভিরুচি বলে এখানে রাম নাম উচ্চারণ করাই ঠিক হল। **অদূরমিতঃ**—এখান থেকে নিকটেই—পূর্বের শ্লোকে একবার বলা হয়েছে 'অবিদূরে' এখানে পুনরুক্তি করার উদ্দেশ্য—এই স্থানটি যে অতি নিকটে তা বিপ্রপত্নীদের বুঝিয়ে অন্ন নিয়ে সেই স্থানে চলে আসতে উৎসাহিত করা। **সানুগস্য**—শ্রীরাম ও গোপবালক সকলের সহিত, (ক্ষুধায় কাতর হয়েছে কৃষ্ণ)। **প্রদীয়তাম্**—'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ সরস মিষ্টান্ন পানের বাটা প্রভৃতি দ্বারা পরিপাটি করে সাজিয়ে দেওয়া হোক। পূর্বে কৃষ্ণের আদেশে যাজ্ঞিক বিপ্রদের কাছে রামকৃষ্ণ দুজনের জন্য অন্ন প্রার্থনা করা হয়েছিল, আর এখন তো কৃষ্ণের আদেশ বিনাই রাম ও সহচর বালক সকলের জন্যই চাওয়া হল। এর মধ্যেও আবার প্রকর্ষের সহিত—এই বিপ্রপত্নীদের ভগবানে অনুরাগ শ্রবণাদি হেতু নর্মের সহিতই এরূপ চাওয়া হল এবং পাছে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে অন্ন ফেলেই-না সেই স্থানে চলে যান, সে জন্যও॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অহো হন্তৈতাঃ কৃষ্ণ নাম্নৈবানন্দমূর্চ্ছিতা অভূবংস্তদিমাঃ প্রবোধয়িতুং তদ্বৃত্তান্তমুক্তমেব তং কিঞ্চিদ্বিশিষ্য পুনরুচ্চৈরুচ্চারয়াম ইত্যভিপ্রেত্যাহুঃ—গা ইতি। অদূরং নিকটমেবায়াতঃ।

১৮। শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥

১৮। অন্বয়ঃ তৎকথাক্ষিপ্তমনসঃ (তস্য বুভুক্ষাবর্ত্তয়াক্ষিপ্ত মনাংসি যাসাং তথাভূতাঃ) নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) উপায়ান্তং (নিকট এব আগতং) শ্রুত্বা, জাতসম্ভ্রমাঃ বভূবুঃ।

১৮। মূলানুবাদঃ সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণ কথায় আকৃষ্টমনা বলে নিরন্তর কৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন, এখন সেই হৃদয়বিলাসী কৃষ্ণ নিকটেই আগত শুনে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়লেন।

তদপি সম্যক্ প্রবুদ্ধা আলক্ষ্য তস্যান্নাকাঙ্ক্ষাং শ্রাবয়িত্বা অতিস্নেহবতীস্তা বিহ্বলয়ামাসুরিত্যাহ—বুভুক্ষিতস্যেতি॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অহো হায় হায় এঁরা কৃষ্ণ নামেই আনন্দ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হল, অতএব এদিকে প্রবোধ দানের জন্য সেই বৃত্তান্ত বলা হচ্ছে, যে জন্য এসেছি,—কিছুটা খুলে বিশেষ ভাবে পুনরায় উচ্চ করে তাঁর কথা বলব, এই অভিপ্রায়ে বলা হচ্ছে—গা ইতি। **অদূরং**—এই নিকটেই এসেছে। এই কথায় তাঁদের সম্যক্ জাগরিত দেখে মনে করলেন, তাঁর অন্ন আকাঙ্ক্ষা শুনিয়ে অতি অনুরাগবতী তাঁদিকে বিহ্বল করে দিব, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **বুভুক্ষিতস্য**—অনুচরগণের সহিত ক্ষুধায় কাতর হয়েছে কৃষ্ণ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ হৃদয়াৎ কদাচিদপি ন চ্যুতো ভবতীত্যচ্যুতস্তম্; উপায়াতং সমীপ এব সাক্ষাদায়াতম্; অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, বিশেষতশ্চ তৎকথয়া তস্য বুভুক্ষাবার্ত্তয়াক্ষিপ্তমনসঃ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অচ্যুতং—হৃদয় থেকে যিনি কখনও-ই 'চ্যুত' বের হয়ে যান না, সেই তাকে **উপায়াতং**—নিকটেই সাক্ষাৎ আগত (শুনে)—'কৃষ্ণকথায় আকুলিত মনা হওয়া হেতু তাঁর দর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন, অতএব তাকে নিকটেই আগত শুনে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়লেন।'—শ্রীধর। অথবা, বিশেষতঃ গোপবালকদের কথায় সেই কৃষ্ণের ক্ষুধা-কাতরতার সংবাদ শুনে আকুলিত-চিত্তা হয়ে পড়লেন॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তস্য কথয়া বুভুক্ষাবার্ত্তয়া আক্ষিপ্তানি অরে পামর মনঃ, কথং প্রিয়তমস্য বুভুক্ষাশ্রবণেনাপি ন মূর্চ্ছাতো জাগর্ষি ধিক্ ত্বামিত্যেবং তিরস্কৃতানি স্বস্বমনাংসি যাভিস্তাঃ॥বি০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তাদের কথায় কৃষ্ণের ক্ষুধা কাতরতার খবর শুনে আকুলিত মনা তাঁরা ভাবছেন—আরে পামর মন, প্রিয়তমের ক্ষুধা কাতরতার কথা শুনেও কেন না মূর্চ্ছা থেকে জাগরিত হচ্ছ, ধিক্ তোমাকে—এইরূপে যাঁরা নিজ নিজ মনকে তিরস্কার করছেন, সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ॥

১৯। চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ॥
২০। নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ॥

১৯-২০। **অন্বয়ঃ** উত্তমশ্লোকে ভগবতি দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ (বহুকালং ব্যাপ্য শ্রীকৃষ্ণস্য কথা শ্রবণেন তস্মিন্নেব সমর্পিতাঃ চিত্তবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ) সর্ব্বাঃ পতিভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ নিষিধ্যমানাঃ চতুর্ব্বিধম্ বহুগুণম্ অন্নম্ ভাজনৈঃ আদায় নিম্নগাঃ (নদ্যঃ) সমুদ্রমিব প্রিয়ং (শ্রীকৃষ্ণং) অভিসস্রুঃ (অভিজগ্মুঃ)।

১৯-২০। **মূলানুবাদঃ** নির্মল কীর্তি শ্রীকৃষ্ণে যাঁদের মন ধৃত হয়ে আছে, বহুকাল নামরূপাদি শ্রবণে সেই বিপ্রপত্নীগণ তখন চর্ব্য চুষ্যাদি চতুর্বিধ রস-সৌরভান্বিত অন্ন ভোজনপাত্রে ধারণ করে প্রাণ প্রিয়তম কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হলেন, নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়।

১৯-২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** চতুরিতি যুগ্মকম্। ভাজনৈঃ ভোজনপাত্রৈঃ পাকপাত্রৈর্বা কৃত্বা অন্নোষ্ণত্যাদি-স্থিত্যর্থং সম্ভ্রমাদেব বা, অভিসস্রুরিত্যাদিনা তদেকাভিমুখ্যং সূচিতম্। টীকায়াং ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যং, চোষ্যং চুষ্যম্ ইতি। পতিভিরিত্যাদিকং যথানিকটং জ্ঞেয়ম্। নিষিধ্যমানা ইতি—তস্মৈ দেয়ঞ্চেদন্নং প্রস্থাপ্যতাং, স্বয়ন্তু মা যাতেতি তাসাং গমনমেব বর্জ্যতে স্মেত্যর্থঃ, শ্রীভগবতা তদন্ন-স্বীকারাৎ॥

১৯-২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** ১৯ ও ২০ শ্লোক চার লাইন একসঙ্গে ব্যাখ্যা। **ভাজনৈঃ**—খাবার থালায় বা পাকের হাড়ি করে (অন্ন নিয়ে চললেন), অন্ন গরম রাখার জন্য বা সম্ভ্রম হেতু। **অভিসস্রুঃ**—কৃষ্ণৈক-অভিমুখ্যতা সূচিত হল। শ্রীধরের টীকার 'ভক্ষং' পদের অর্থ চর্ব্ব ও 'চোষ্যং' অর্থাৎ চুষ্য। 'পতিভিঃ' ইত্যাদি যারা যারা নিকটে ছিলেন, এরূপ বুঝতে হবে; তাদের দ্বারা।

নিষিধ্যমানা—গমন বিষয়ে নিষেধ প্রাপ্ত, যদি তাদিকে অন্ন দিতেই হয় কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেও, নিজেরা যেও না—এইরূপে তাদের গমন মাত্রই নিষেধ করা হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে এখানে 'উত্তমশ্লোক' নির্মল কীর্তি বলার কারণ এই ব্রাহ্মণপত্নীদের অন্ন স্বীকার॥ জী০ ১৯-২০॥

১৯-২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ভক্ষ্যচর্ব্বচূষ্যলেহ্যভেদৈশ্চতুর্ব্বিধং, সংস্কারবিশেষৈর্বহবোগুণা রসসৌরভ্যাদয়ো যস্মিংস্তৎ। অভিসস্রুরিতি তাসাং তদানীং কৃষ্ণং প্রতি সর্ব্বাসাং নায়িকাত্বাভিমানমালক্ষ্যোক্তম্। তত্র প্রতিবন্ধকাগণনে দৃষ্টান্তঃ, সমুদ্রং নিম্নগা নদ্য ইব। তত্র হেতুঃ ভগবতি দীর্ঘং বহুকালং শ্রুতেন শ্রবণেন ধৃত আশয়ো যাভিস্তাঃ॥ বি০ ১৯-২০॥

১৯-২০ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ভোজ্যবস্তু চতুর্বিধ—চর্ব্য, চুষ্য লেহ্য, পেয়। **বহুগুণম্**—তৈরী-কুশলতায় রস-সৌরভাদিযুক্ত। **অভিসস্রু**—অভিসার করলেন, তদানীং ব্রাহ্মণপত্নীগণের সকলেরই নায়িকাত্ব অভিমান লক্ষ্য করে, এরূপ উক্ত হল। এ সম্বন্ধে বাধা বিপত্তি ভ্রুক্ষেপ না করায় উপমা দেওয়া হল, **সমুদ্রমিব নিম্নগা**—নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় সেইভাবে এঁরা চললেন॥

২১। যমুনোপবনেঽশোক নবপল্লবমণ্ডিতে।
বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ঃ॥
২২। শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥

২১-২২। অন্বয়ঃ যমুনোপবনে অশোকনবপল্লবমণ্ডিতে (অশোকানাং নবোদ্‌গত পত্রৈঃ সুশোভিতে) গোপৈঃ বৃতং সাগ্রজং [শ্যামং] বিচরন্তং (ক্রীড়ন্তং) স্ত্রিয়ঃ (দ্বিজপত্ন্যঃ) দদৃশুঃ।

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং (পীতাম্বরং) বনমাল্যবর্হ-ধাতুপ্রবালনটবেশং (বনমাল্যৈঃ চূড়াগ্রবর্ত্তি-ময়ূরপুচ্ছৈঃ ধাতুভিঃ নবপল্লবৈশ্চ রচিতো নটবেশো যস্য তং) অনুব্রতাংসে (পার্শ্ববর্ত্তি গোপবালক স্বন্ধদেশে) বিন্যস্তহস্তং ইতরেণ (দক্ষিণহস্তেন) ধূনানং (ঘূর্ণয়ন্তং) অব্জং (কমলং) কর্ণোৎপলালক কপোল-মুখাব্জ-হাসং (কর্ণয়োঃউৎপলে, কপোলয়োঃ অলকাঃ, মুখকমলে হাসো যস্য তঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং) দদৃশুঃ (দৃষ্টবত্যঃ)।

২১-২২। মূলানুবাদঃ দ্বিজপত্নীরা সেখানে গিয়ে দেখলেন—নবপল্লব-মণ্ডিত যমুনা-উপবনে অগ্রজ ও গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে লীলাবিলাসে উচ্ছলিত ব্রজানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে।

নবঘন শ্যামবর্ণ, পীতাম্বরধারী, বনমালা-ময়ূরপুচ্ছ-গৈরিকাদির অলকাতিলকা ও নবপল্লবের দ্বারা নটবরবেশে সজ্জিত, দুই কর্ণ উৎপলে ভূষিত, দুগণ্ডোপরি কুঞ্চিত কেশদাম—প্রিয় সখার স্কন্ধে বাম হস্ত বিন্যস্ত, দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল ঘূর্ণায়মান্।

তদ্বিষয়ে হেতু দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়া—বহুকাল কৃষ্ণনাম রূপগুণলীলা শ্রবণে যাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মন ধৃত হয়েছে, সেই ব্রাহ্মণ পত্নীগণ॥ বি০ ১৯ ২০॥

২১-২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ যমুনেতি যুগ্মকম্, দদৃশুঃ কৃষ্ণমিতি শেষঃ। ন তিষ্ঠতি শোকো যস্মাদিতি শ্লেষেণ তস্য বনস্য তাসাং তদপ্রাপ্তিশোকহারিত্বঞ্চ ধ্বনিতম্। বিচরন্তং ক্রীড়ন্তং গোপৈস্তত্রৈব স্থিতৈরন্যৈর্বৃতমিতি শোভাবিশেষঃ সূচিতঃ; কিংবা বৃতমপি দদৃশুঃ, তস্যৈবাধিকং প্রকাশমানত্বাৎ। সাগ্রজ-মিতি—সর্ব্বসুন্দরাত্ততোঽপি তস্য সৌন্দর্য্যবিশেষং জ্ঞাপয়তি; অগ্রজেন সহেতি বিগ্রহে সহার্থযোগে তৃতীয়ায়া অপ্রধানে বিহিতত্বাৎ। স্ত্রিয় ইতি—তৎপতীনামভাগ্যং সূচিতম্।

হিরণ্যপরিধিং নটবেশমিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ সুবর্ণরসরঞ্জিত-ভক্তিচ্ছেদকুঞ্চিত-কটিবেষ্টনবস্ত্রং নটোচিত-মেব। বনমাল্যং বনসম্বন্ধিমাল্যং,বন্যবিবিধ পুষ্পৈ রচিতং, দক্ষিণবামস্কন্ধাদারভ্য বৈকক্ষিকদ্বয়ং,বর্হাণি প্রবালাশ্চ মৌলিভূষণানি, ধাতবঃ, সৌগন্ধিকনাম্নঃ কাম্যকবনপর্ব্বতবিশেষাল্লব্ধাশ্চিত্রাঙ্গতয়া রচিতাঃ, তৈর্নটবেশধরম্; অনু ব্রতস্য নিরন্তরপার্শ্বস্থসখিবিশেষস্য স্কন্ধে বিন্যস্তহস্তম্, ইতরেণ দক্ষিণ হস্তেন লীলাকমলং ভ্রাময়ন্তম্, কর্ণোৎপলয়োরলকানাং, কপোলয়োর্মুখাব্জস্য চ হাসঃ প্রকাশো যত্র তমিতি॥ জী০ ২১-২২॥

২১-২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ 'যমুনা ইতি' এই শ্লোক শেষ হবে 'দদৃশুঃ কৃষ্ণং' এইরূপে, যদিও শ্লোকে কৃষ্ণ পদটি নেই। অশোক—এ পদের ধ্বনি, এই অশোক মণ্ডিত উপবনে

কারুর কোন শোক থাকে না, অর্থান্তরে এই বনের ব্রাহ্মণপত্নীগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও শোকহারিত্বগুণ আছে। **বিচরন্তং**—ক্রীড়া করে বেড়াতে লাগলেন। **গোপৈঃ**—গোপবালকগণ যাঁরা কৃষ্ণের কাছেই থেকে গেল, সেই তাঁদের দ্বারা **বৃতং**—পরিবেষ্টিত হয়ে—এইরূপে শোভাবিশেষ সূচিত হল, কিংবা সূচিত হল, পরিবেষ্টিত হলেও কৃষ্ণকে বিপ্রপত্নীগণ দেখতে পেলেন—তাঁরই আধিক্য দীপ্তি পাওয়া হেতু। **সাগ্রজং**—সর্বসুন্দর হওয়া হেতু বলরাম বিগ্রহ থেকেও কৃষ্ণের সৌন্দর্য বিশেষ জানানো হল। 'সাগ্রজং' অগ্রজের সহিত [বিগ্রহে সহার্থযোগে তৃতীয়ার অপ্রধানে বিহিততা হেতু] **স্ত্রিয়ঃ ইতি**—বিপ্রপত্নীগণ (দেখলেন কৃষ্ণকে), স্ত্রী হয়েও তাঁরা দেখলেন এইরূপে 'স্ত্রিয়ঃ' পদে তাঁদের পতিদের দুর্ভাগ্য সূচিত হল।

নটবেশম্—'নটবেশ' এইরূপ বক্তব্য হেতু এখানে হিরণ্যপরিধি ও বনমাল্য প্রভৃতি কিরূপ, তাই বলা হচ্ছে, যথা—'হিরণ্যপরিধি' সুবর্ণরসে রঞ্জিত-অতিনিপুণতায় বিশেষভাবে কুঞ্চিত কটিবেষ্টনবস্ত্র—ইহাই নটোচিত, 'বনমাল্য' বনের বিবিধ পুষ্পে গ্রথিত মাল্য—দক্ষিণ ও বাম কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে বক্ষঃস্থলে বক্রভাবে পরিহিত মাল্যদ্বয়, 'বর্হ-প্রবাল' ময়ূরপুচ্ছ ও নবপল্লবে রচিত মাথার মুকুট, 'ধাতু' সৌগন্ধি নামক ধাতুচয় কাম্যকবনের পর্বত বিশেষ থেকে লব্ধ—এর দ্বারা চিত্রবিচিত্ররূপে রচিত পত্রভঙ্গ (অলকা-তিলকা),—এই সবের দ্বারা নটবর-বেশধর ; **অনুব্রতাংসে**—'অনুব্রত' নিরন্তর পার্শ্বস্থ সখাবিশেষের স্কন্ধে বিন্যস্ত হস্ত, **ইতরেণ**—দক্ষিণ হস্তে, **ধুনানমব্জং**—লীলাকমল দোলাচ্ছেন, এরূপ, **কর্ণোৎপলালক ইত্যাদি**—দুই কর্ণে দুটি উৎপল, দু গালে অলকারাজি, মুখকমল মধুর হাস্যে দীপ্ত ॥ জী০ ২১-২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হিরণ্যং হিরণ্যরসাক্তং বস্ত্রং পরিধিঃ পরিধানং যস্য তম্। বনমাল্যেন পত্রপুষ্পময়েন চরণপর্য্যন্তলম্বিতেন বর্হেণ চূড়োপরিস্থেন ধাতুভিরঙ্গরাগত্বেন কল্পিতৈঃ প্রবালৈঃ শ্রবণচূড়াতুন্দবন্ধান্তরস্থৈর্নটস্যেব বেশো যস্য। কিঞ্চ, স্বাভিযোগমপি তা অনুভাবয়ামাসেত্যাহ,—অনুব্রতস্য প্রিয়সখস্যাংসে স্কন্ধে বিন্যস্ত আশ্লেষ পরিপাট্যা অর্পিতো বামহস্তো যেন তম্। ইতরেণ দক্ষিণহস্তেন অব্জং লীলাকমলং ধুনানং ঘূর্ণয়ন্তং এতাদৃশ দর্শনপ্রদানেন ভাববতীনাং ভবতীনাং হৃদয়কমলং স্বহস্তগতং কৃত্বা ঔৎসুক্যেন ঘূর্ণয়ামীতি জানীতেতি দ্যোতয়ন্তম্ যদ্বা, ভবতীর্ভাববতীঃ পশ্যতো মম হৃদয়কমলমৌৎসুক্যেন ঘূর্ণ্যতে ইতি লীলাকমলঘূর্ণনমিষেণ স্বহৃদয়ঘূর্ণামেব ভবতীর্দর্শয়ামীতি মৎকৃতাৎ স্বাভিযোগাদেব নিশ্চিনুতেতি ব্যঞ্জয়ন্তম্। কর্ণোৎপলয়োশ্চঞ্চলা অলকা যস্য। কপোলয়োঃ প্রসৃতো মুখাব্জস্য হাসো যস্য তঞ্চ তঞ্চ তম্ ॥ বি০ ২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হিরণ্যপরিধিং**—পীত রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র 'পরিধিঃ' পরিধানে যাঁর সেই কৃষ্ণকে (দেখলেন)। **বনমাল্য**—পত্র-পুষ্পময় চরণ পর্যন্ত লম্বী বনমালা দ্বারা, **বর্হ**—চূড়ার উপরস্থ ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা, **ধাতু**—গৈরিকাদি দ্বারা রচিত অলকা-তিলকাদি দ্বারা, **প্রবাল**—নবপল্লব কানে চূড়ায় ও উদরবন্ধন রজ্জুর ভিতরে গোঁজনের দ্বারা নটের বেশ যাঁর, সেই কৃষ্ণকে (দেখলেন)। আরও, কৃষ্ণ ভঙ্গীতে নিজের অভিসন্ধি বিপ্রপত্নীদের জানিয়ে দিচ্ছেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **অনুব্রতাংসে**—

২৩। প্রায়ঃশ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপুরৈর্যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র॥

২৩। অন্বয়ঃ নরেন্দ্র! (হে রাজন্!) প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপুরৈঃ (প্রায়ঃ আকর্ণিতাঃ যে প্রিয়তমস্য রূপগুণাদ্যুৎকর্ষাঃ ত এব কর্ণৌ কৃতার্থৌ কুর্ব্বন্তী তথা তৈঃ) যস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) নিমগ্নমনসঃ (আবিষ্টচিত্তাঃ তাঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) অথ অক্ষিরন্ধ্রৈঃ অন্তঃ (হৃদয়াভ্যন্তরে) প্রবেশ্য সুচিরং প্রাজ্ঞং অভিমতং যথা তাপং (শ্রীকৃষ্ণবিরহজং তাপং) বিজহুঃ (ত্যক্তবত্যঃ)।

২৩। মূলানুবাদঃ বহুবার শ্রুত প্রিয়তমের নিরতিশয় শ্রেষ্ঠতারূপ কর্ণালঙ্কারের দ্বারাই দ্বিজপত্নীগণ এতদিন তাঁতে নিমগ্নমনা হয়ে ছিলেন, এখন তাঁকে নেত্রপথে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে স্বচ্ছন্দে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে তাপ জুরালেন, যেমন না-কি তাপ জুরায় অহংবৃত্তিচয় সুষুপ্তি সাক্ষীকে আলিঙ্গন করে।

প্রিয় সখার স্কন্ধে, **বিন্যস্ত**—আলিঙ্গন-পরিপাটিতে অর্পিত বাম হস্ত যাঁর দ্বারা, সেই কৃষ্ণকে (দেখলেন)। **ইতরেণ**—দক্ষিণহস্তে **অব্জং**—লীলাকমল, **ধুনাণং**—ঘোরাচ্ছিলেন, এইরূপ দর্শনপ্রদানে কৃষ্ণ প্রকাশ করছিলেন, ভাববতী তোমাদের হৃদয়কমল স্বহস্তগত করে ঔৎসুক্যের সহিত ঘুরাবো, এরূপ জেনে রাখ। অথবা, ভাববতী পূজনীয়া তোমরা দেখ—আমার হৃদয়কমল উৎকণ্ঠায় ঘুরছে, এইরূপে লীলাকমল ঘুরানোর ছলে নিজ হৃদয়-ঘোরানই পূজনীয়াদের দেখাচ্ছি, এইরূপে আমার কৃত অনুষ্ঠান থেকেই সিদ্ধান্ত করে নেও। এখানে এইরূপ ধ্বনিত হল। **কর্ণোৎপলালক**—দুকানে দুটি উৎপল, আর অলক যাঁর চঞ্চল। **কপোল মুখাব্জহাসম্**—দুই গালে ছড়িয়ে আছে মুখকমলের হাসি যাঁর সেই কৃষ্ণ॥ বি॰ ২২॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ অথানন্তরং সদ্য এবাক্ষিরন্ধ্রৈ রূপগ্রহণে সাধকতমনেত্ররন্ধ্রেন্দ্রিয়ৈর্দ্বারভূতৈরন্তর্মনসি প্রবেশ্য তেনৈব মনসা সুচিরং পরিরভ্য লজ্জয়া নেত্রাণি তানি দ্বারাণীবাবৃণ্বানাঃ স্বাচ্ছন্দ্যেন তস্মিন্নিলীয়েত্যর্থঃ, তাপং তদস্পর্শজং ক্লেশং বিজহুঃ। বি-শব্দেন পুনস্তদাপাতো নিরস্তঃ, হা ন স্পৃষ্টোঽসাবিত্যংশস্য ধ্বংসাৎ। অন্যত্তৈঃ। তত্র সামরস্যং যথাপূর্ব্বরসত্বমিত্যর্থঃ। বৃত্তেরপীতি—বহির্বৃত্তেরপীত্যর্থঃ; যদ্বা, অভিপ্রাজ্ঞাঽভিমুখী মতির্যেষাং তে যথা প্রাজ্ঞং পরমভাগবতং পরিরভ্য নেত্রাদিভিরাশ্লিষ্য তাপং সর্ব্বং জহতি, তদ্বৎ॥ জী॰ ২৩॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ অথ—অনন্তর সদ্যই, **অক্ষিরন্ধ্রৈঃ**—কৃষ্ণরূপ গ্রহণে যোগ্য নেত্ররন্ধ্ররূপ ইন্দ্রিয়-দ্বারভূত অন্তর্মনে প্রবেশ করিয়ে সেই মনের দ্বারাই দীর্ঘকালব্যাপী আলিঙ্গন করত লজ্জায় সেই নেত্রদ্বার বন্ধ করে যেন তাঁরা কৃষ্ণে বিলীন হয়ে থাকলেন, এরূপ অর্থ। **তাপং**—কৃষ্ণ-অস্পর্শজ 'তাপ' ক্লেশ, **বিজহুঃ**—চিরতরে ত্যাগ করলেন। 'বি' শব্দে পুনরায় তাপ এসে পড়া নিরস্ত হল। [শ্রীধর—বৃত্তিরও লয় হেতু 'সামরস্যম্' এক রসতা বলা হচ্ছে—প্রায়ঃ ইতি। **শ্রুতপ্রিয়তমোদয়**—বহু বহু শ্রবণ ফলে প্রিয়তমের যে উৎকর্ষ সমূহ তাই, **কর্ণপূরাঃ**— কর্ণ যুগলকে কৃতার্থ করে দেয়, এমনই মহী-

২৪। তাস্তথা ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া।
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥

২৪। **অন্বয়ঃ** অখিলদৃক্ দ্রষ্টা (অখিলানামপি বুদ্ধীনাং দ্রষ্টা) আত্মদিদৃক্ষয়া ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ (ত্যক্তাঃ সর্ব্বা আশা যাভিস্তাঃ) তাঃ (দ্বিজপত্ন্যঃ) তথা প্রাপ্তাঃ (সন্নিকটমাগতাঃ বিজ্ঞায় [শ্রীকৃষ্ণং] প্রহসিতাননঃ প্রাহ।

২৪। **মূলানুবাদ ঃ** কৃষ্ণমাত্রই অভিলাষ হেতু সর্বকামরহিত দ্বিজপত্নীদিকে সেই অবস্থায় আগত দেখে অখিলজনের বুদ্ধিদ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন।

য়ান্, তার দ্বারা ; বা কর্ণ-আভরণরূপ উৎকর্ষের দ্বারা **যস্মিন্**—কৃষ্ণে, **নিমগ্নমনসঃ**—আবিষ্ট মনা দ্বিজপত্নীগণ কৃষ্ণকে লোচনদ্বারেই অন্তরে প্রবেশ করিয়ে সুচিরকাল আলিঙ্গনে বদ্ধ করে তাপ জুরালেন। **অভিমতয়ো**—যেমন-নাকি অহং বৃত্তিগুলি, **প্রাজ্ঞং**—সুষুপ্তি সাক্ষীকে আলিঙ্গন করে লয় পেয়ে সর্বাধিক তাপমুক্ত হয়]। শ্রীধরের টীকার 'সামরসত্বম্' শব্দের অর্থ যথাপূর্বরসত্বম্। 'বৃত্তেরপি' বহির্বৃত্তিরও। অথবা, **যথা প্রাজ্ঞং অভিমতয়ো**—কৃষ্ণ-অভিমুখী মতি যাঁদের, তাঁরা যেমন, **প্রাজ্ঞং**—পরম ভাগবতকে **পরিরভ্য**—নেত্রাদি দ্বারা আলিঙ্গন করে সকল তাপ জুরায়, সেইরূপ দ্বিজপত্নীগণ ইত্যাদি ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রায়ো বহুশঃ শ্রুতা যে প্রিয়তমস্য উদয়া উৎকর্ষাস্তএব কর্ণপূরাঃ কর্ণালঙ্কারাঃ কর্ণৌ পূরয়ন্তি কৃতার্থয়ন্তীতি তথা তৈর্যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্নমনস এব এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং আসন্। তং সম্প্রতি নেত্রদ্বারৈরন্তঃ অন্তকরণকমলতল্পে প্রবেশ্য সুচিরং স্বচ্ছন্দেনৈব দৃঢ়ং পরিরভ্য পরিরম্ভদার্ঢ্যেনৈবানন্দমূর্চ্ছিতাস্তাস্তেন সহৈক্যে সতি তাপং তদঙ্গস্পর্শাভাবজনিতং ক্লেশং বিজহুঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ,—অভিমতয়োঽহংবৃত্তয়ঃ প্রাজ্ঞং সুষুপ্তিসাক্ষিণং পরিরভ্য তস্মিন্ লয়ং প্রাপ্য যথা ॥ বি০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রায়ঃ**—বহুবার, শ্রুত যে প্রিয়তমের উৎকর্ষ সমূহ, তাই **কর্ণপূরাঃ**—কর্ণ-অলঙ্কার নিচয়, যা কর্ণযুগলকে কৃতার্থ করে দেয়—তথা এর দ্বারাই **যস্মিন্**—যে-শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্নমনা হয়েই এতদিন পর্যন্ত ছিলেন, **তং অথ অক্ষিরন্ধ্রৈঃ**—তাকে এখন নেত্রদ্বারে **অন্তঃ**—অন্তকরণ কমল-শয্যায় উপবেশন করিয়ে **সুচিরং**—স্বচ্ছন্দেই দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করে তাপ জুরালেন—আলিঙ্গন-দৃঢ়তাতেই আনন্দমূর্চ্ছিতা দ্বিজপত্নীগণ কৃষ্ণের সঙ্গে তাদাত্ম প্রাপ্ত হলেন, তাঁর অঙ্গ স্পর্শ-অভাব জনিত ক্লেশ মুক্ত হলেন। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত **অভিমতয়ো**- অহং বৃত্তিচয় **প্রাজ্ঞং**—সুষুপ্তি সাক্ষীকে আলিঙ্গন করে তাতেই লয় প্রাপ্ত হয়ে যথা ক্লেশ ত্যাগ করে ॥ বি০ ২৩ ॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** আত্মদিদৃক্ষয়েতি—প্রথমং তন্মাত্রাভিলাষাৎ অখিলদৃশাং সর্ব্ববুদ্ধীনাং দ্রষ্টা সাক্ষীতি বিজ্ঞায়েত্যত্র হেতুঃ ; যদ্বা, অখিলদৃশাং বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টৃণাং জীবানামপি দ্রষ্টা ; প্রহসিতানন ইতি মাধুর্য্যময়বঞ্চনাচাতুর্য্যম্ ॥ জী০ ২৪ ॥

২৫। স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ॥

২৫। অন্বয়ঃ মহাভাগাঃ (হে মহাভাগ্যবত্যঃ) বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতং, যৎ নঃ (অস্মাকং) দিদৃক্ষয়া (দর্শনেচ্ছয়া) প্রাপ্তাঃ (মন্নিকটমেবাগতাঃ) বঃ (যুষ্মাকং) ইদং হি (ঈদৃশমাগমনং) উপপন্নং (যুক্তমেব) আস্যতাং (বিশ্রাম্যতাম্) কিং করবাম [আদিশ্যতামিত্যর্থঃ]।

২৫। মূলানুবাদঃ হে দ্বিজপত্নীগণ! তোমাদের আগমন তো শুভই হয়েছে, যেহেতু কোটি বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে দর্শনেচ্ছার বলে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছ। তোমাদের কি করতে পারি? মহাভাগ্যবতী তোমরা ক্ষণকাল এখানে বসে যাও।

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ আত্মদিদৃক্ষয়া—প্রথমে কৃষ্ণ-মাত্রই অভিলাষ হেতু (সর্বকামরহিতা)। **অখিলদৃগ্ দ্রষ্টা**—সর্ব বুদ্ধির সাক্ষী, তাই **বিজ্ঞায়**—জানতে পেরে; অথবা, 'অখিলদৃশাঃ' বুদ্ধ্যাদি দ্রষ্টা জীবেরও সাক্ষী, **প্রহসিতা আনন**—হাসি হাসি মুখে (বলতে লাগলেন)—ইহা মাধুর্যময় বঞ্চন চাতুর্য॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তাস্তথাভূতা অন্নস্থালীঃ পুরঃস্থাপয়িত্বৈব মূর্চ্ছিতা ভবন্তীর্দৃষ্ট্বা অখিলানামপি দৃশাং বুদ্ধীনাং দ্রষ্টা॥ বি০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তাঃ তথা—দ্বিজপত্নীদের সেইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ অন্নের থালা সম্মুখে স্থাপন করেই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন, এই অবস্থায় দেখে **অখিলদৃগ্ দ্রষ্টা**—অখিল জনের 'দৃশাং' বুদ্ধির দ্রষ্টা (হাসতে হাসতে বললেন)॥ বি০ ২৪॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তথৈব সাদরমাহ—স্বাগতমিতি। আস্যতাং বিশ্রাম্যতাং, ততশ্চ কিং করবামেতি আদিশ্যতামিত্যর্থঃ, তথা চ করবামেতি। নোঽস্মাকমিতি চ বহুত্বনির্দ্দেশঃ, সাধারণ্যাপাদনেন স্বৈকনিষ্ঠতাচ্ছাদনার্থমৌদাসীন্যার্থঞ্চ; দিদৃক্ষয়েতি—দর্শনাজ্জাতমিচ্ছান্তরং নিরস্যতি॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ হাসতে হাসতেই আদরের সহিত বললেন—স্বাগতম্ ইতি। আপনাদের শুভাগমন তো? **আস্যতাং**—বিশ্রাম করতে আজ্ঞা হোক। **করবাম কিম্**—আদেশ কর কি করতে পারি? যেরূপ আদেশ করবে সেইরূপই সেবা করব। **নো**—আমাদের, দর্শন ইচ্ছায় যে এসেছ—এখানে 'আমাদের' এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ হল সাধারণ্য বোধ জন্মিয়ে নিজেতে তাদের এক নিষ্ঠতা আচ্ছাদনের জন্য এবং উদাসীনতা দেখাবার জন্য। **দিদৃক্ষয়া**—দেখার ইচ্ছায়, এরদ্বনি শুধুমাত্র দেখার ইচ্ছায়—এইরূপে দর্শনের থেকে জাত দ্বিজপত্নীদের যে ইচ্ছান্তর (অর্থাৎ সঙ্গের ইচ্ছা) হতে পারে, তা প্রত্যাখ্যাত হল॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ রাসাভিসারিণীর্গোপীরিব মহাপ্রেমবতীস্তা অপ্যাহ,—স্বাগতমিতি বঃ শুভমেবাগমনম্। যৎ যস্মাৎ প্রতিবন্ধকোটীরপি তিরস্কৃতবত্যো দিদৃক্ষয়া নঃ প্রাপ্তা ইদং বা উপপন্নং উপ-

২৬। নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনাঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥

২৬। অন্বয়ঃ কুশলাঃ (বিবেকিনঃ) স্বার্থদর্শিনঃ নন্বু আত্মপ্রিয়ে যথা ময়ি অদ্ধা (সাক্ষাৎ) অহৈতুক্যব্যবহিতাং (ফলানুসন্ধান রহিতান্) ভক্তিং কুর্ব্বন্তি।

২৬। মূলানুবাদঃ (কেবল যে তোমরাই আমাতে আসক্ত হয়েছ তাই নয়) চতুর স্বার্থদর্শী লোকেরা জীবাত্মা থেকেও প্রিয় পরমাত্মা আমার প্রতি অহৈতুকী অব্যবহিতা শুদ্ধা ভক্তি যথাযথ আচরণ করে থাকে।

পত্যতে স্মৈবেত্যর্থঃ। মমতু এতৎ প্রত্যুপকরণাসামর্থ্যাৎ ন কিমপি উপপন্নমিতি ভাবঃ। অতো বঃ কিং করবাম কেবলং ঋণীভবামেত্যর্থঃ। অতএব মহাভাগাঃ মত্তোঽপি মহাভাগ্যবত্যঃ আস্যতাং ক্ষণমিহোপবিশ্যতাং মদ্দর্শনার্থমেবেত্যর্থঃ॥ বি০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ রাস-অভিসারিণী গোপীদের মতই এই মহাপ্রেমবতী দ্বিজ-পত্নীদেরও বললেন স্বাগতম্ ইতি। **স্বাগতম্**—তোমাদের আগমন শুভই হয়েছে, **যৎ**—যেহেতু কোটি বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে তোমরা দর্শন ইচ্ছা হেতু আমাকে প্রাপ্ত হয়েছ, বা এই স্থানে উপস্থিত হয়েছ, এরূপ অর্থ। আমার তো এর প্রত্যুপকার করার অসমর্থতা হেতু কিছুই করার মতো উপযুক্ত দেখছি না, এরূপ ভাব। অতএব **করবাম কিম্**—তোমাদের কি করতে পারি? কেবল ঋণী হয়েই থাকলাম। অতএব **মহাভাগাঃ**—আমার থেকেও মহাভাগ্যবতী তোমরা **আস্যতাং**—ক্ষণকাল এখানে বসে যাও—আমার দর্শনার্থই, এরূপ অর্থ॥ বি০ ২৫॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তত্র তাসাং নিজসঙ্গতিপ্রাপ্তীচ্ছাং সম্প্রতি বঞ্চয়ন্নাহ—নন্বদ্ধেতি; অদ্ধা সাক্ষাদেব বিশুদ্ধামিত্যর্থঃ, যতোঽহৈতুকীত্যাদিনা; তত্র ভক্তের্যথা বহুত্বমেবাহ—অহৈতুকীতি, আত্মনঃ সকাশাদপি প্রিয়ে, পরমাত্মত্বাৎ। পরমাত্মত্বেন চ মম নিরন্তরযুষ্মৎসঙ্গিত্বান্ন সর্ব্বপ্রত্যক্ষসঙ্গায়াগ্রহঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এখানে দ্বিজপত্নীদের নিজের সঙ্গে মিলনের যে ইচ্ছা, সেই প্রসঙ্গ সম্প্রতি ছেড়ে দিয়ে কথা ঘুরিয়ে বললেন—নন্বু অদ্ধা ইতি অর্থাৎ বিশুদ্ধা ভক্তি করেন। **অদ্ধা**—সাক্ষাৎই অর্থাৎ বিশুদ্ধা যেহেতু অহৈতুকি ইত্যাদি,এখানে ভক্তির যে বহুত্ব,তাই বলা হচ্ছে, অহৈতুকি ইতি। **আত্মপ্রিয়ে**—আমি জীবাত্মা থেকেও প্রিয় কারণ আমি পরমাত্মা--পরমাত্মা হওয়া হেতুও আমার নিরন্তর তোমাদের সঙ্গে মিলন রয়েছেই, কাজেই সর্বপ্রত্যক্ষ মিলনের জন্য আগ্রহ করা কর্তব্য নয়, এরূপ ভাব॥ জী০ ২৬॥

২৭। প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্ম-দারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্বপরঃ প্রিয়ঃ॥

২৭। অন্বয়ঃ যৎ সম্পর্কাৎ প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ প্রিয়াঃ আসন্ নু (নিশ্চিতং) ততঃ (পরঃ প্রিয়ঃ (অধিকঃ প্রিয়ঃ) কঃ [ভবতি] [ন কোঽপি ইত্যর্থঃ]।

২৭। মূলানুবাদঃ যে পরমাত্মার সম্বন্ধ বশতঃ প্রাণ-বুদ্ধি-মন-আত্মীয়-জীবাত্মা-পত্নী-পুত্র-ধন প্রভৃতি প্রিয় হয়ে থাকে সেই পরমাত্মা থেকে অধিক প্রিয় আর কি হতে পারে ?

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ পরমপ্রেমবতীনামপি তাসাং তদানীমেব মনোরথপূর্ত্তির্ন রসপুষ্টিং বহতি, রসপুষ্ট্যা চ বিনা লীলা ন চমৎকরোত্যতো ভগবতস্তৎপ্রেমবশ্যস্যাপি তদ্দর্শনোত্থয়া রত্যা স্বাভিযোগং কৃতবতোঽপি মনস্যকস্মাদেব লীলাশক্ত্যৈব স্ফোরিতমৈশ্বর্য্যং তাসাং স্বগৃহং প্রতি পরাবর্ত্তনে কারণমভূৎ। যদ্যপি প্রায়ঃ প্রেমবজ্জনসন্নিধাবৈশ্বর্য্যং নাভির্ভবিষ্ণু ভবেত্তদপি লীলাসৌষ্ঠবার্থং বিরহোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনয়া তাসাং প্রেমবর্দ্ধনার্থঞ্চাবির্ভবেদেব তদ্ভগবতোরত্যাখ্যং ভাবং শময়িত্বা বিবেকমুৎপাদয়ামাসেত্যতো ভগবাংস্তদনুকূলমেবাহ,—নন্বিতি দ্বাভ্যাম্। ন কেবলং ময়ি ভবত্য এবাসজ্জন্তে কিন্তু বহবোঽন্যেঽপি ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং প্রীতিং কুর্ব্বন্তি, কে তে কুশলাশ্চতুরাঃ। চাতুর্য্যমেবাহ,—স্বার্থদর্শিনঃ। লোকে হি স্বার্থসাধকা এব চতুরা উচ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অহৈতুকী স্বীয়ফলাভিসন্ধিরহিতা চ। অব্যবহিতা প্রীতিব্যবধায়কজ্ঞানকর্ম্মাদিবস্তুন্তরশূন্যা চ তাম্। অত্র দৃষ্টান্তঃ, আত্মপ্রিয়ে দেহাপত্যাদৌ যথা ॥ বি০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দ্বিজপত্নীগণ প্রেমবতী হলেও তখনই তাদের মনোরথ পূর্তি হলে, তা রসপূর্তি ধারণ করত না, রসপুষ্টি বিনা লীলার চমৎকারিতা হয় না। অতএব ভগবান্ দ্বিজপত্নীদের প্রেমবশ হলেও, তাদের দর্শনোত্থ রতিদ্বারা স্বাভিলাষ প্রকাশ পেলেও মনে অকস্মাৎ লীলশক্তিদ্বারা স্ফুরিত ঐশ্বর্য তাদের স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার কারণ হল। যদিও প্রায় প্রেমিক জনের নিকটে ঐশ্বর্য আবির্ভূত হতে পারে না, তথাপি লীলাসৌষ্ঠবের জন্য বিরহ-উৎকণ্ঠা বর্ধনের দ্বারা তাঁদের প্রেম বর্ধনের জন্য আবির্ভাব হয়ও আবার—ইহাই ভগবানের রত্যাখ্য ভাব দমন করে বিবেক উৎপাদন করল—অতএব ভগবান্ এই ঐশ্বর্যের অনুকূলেই বললেন—নন্বু ইতি দুটি শ্লোক। কেবল যে তোমরাই আমাতে আসক্ত হয়েছ, তাই নয়; কিন্তু বহু বহু অন্য জনও পরমেশ্বর আমাতে **ভক্তিং**—প্রীতি ধারণ করেছে, তাঁরা কারা ? এরই উত্তরে, **কুশলাঃ**—তারা চতুর। সেই চাতুর্য বলা হচ্ছে, **স্বার্থদর্শিনাঃ**—তারা স্বার্থদর্শী, জনসমাজেও স্বার্থসাধকগণকেই চতুর বলা হয়, এরূপ ভাব। **অহৈতুকী**—নিজের ফলাভিসন্ধি রহিতও। **অব্যবহিতা**—প্রীতি ব্যবধায়ক জ্ঞান-কর্মাদি অন্যবস্তু শূন্য, (ভক্তিকে ধারণ করেছে) এখানে দৃষ্টান্ত **আত্মপ্রিয়ে**—দেহ পতি আদিতে যথা প্রীতি, সেইরূপ ইত্যাদি ॥ বি০ ২৬ ॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ পরমাত্মন এবাত্মনঃ সকাশাৎ প্রিয়ত্বং সাধয়তি—প্রাণেতি। আত্মাত্র জীবঃ, যস্য মম পরমাত্মনঃ সম্পর্কাৎ আত্মনোঽপি মদংশত্বেনৈব তথাত্বাদিতি ভাবঃ ॥ জী০ ২৭ ॥

২৮। তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ॥

২৮। অন্বয়ঃ তৎ (তস্মাৎ) দেব যজনং (যজ্ঞস্থানং) যাত। যুষ্মাভিঃ (স্ত্রীভিঃ) গৃহমেধিনঃ (গৃহস্থ ধর্মাণঃ) বঃ (যুষ্মাকং) পতয়ঃ দ্বিজাতয়ং (ব্রাহ্মণাঃ) স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি (সমাপয়িষ্যন্তি)।

২৮। মূলানুবাদঃ অতএব হে সাধ্বীগণ! তোমরা যজ্ঞস্থলে গমন কর। তোমাদের পতিগণ গৃহস্থধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ, কাজেই তাঁরা তোমাদের সহযোগেই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন করতে পারেন।

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পরমাত্মাই যে জীবাত্মা থেকে প্রিয়, তাই প্রমাণ করা হচ্ছে—প্রাণ ইতি। এখানে **আত্মা**—জীব, প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতি **যৎ**—'যস্য' যে-আমার অর্থাৎ পরমাত্মার সম্পর্ক হেতু প্রিয় সেই পরমাত্মাও আমার অংশ স্বরূপেই প্রিয় হয়ে থাকে, এরূপ ভাব॥ জী০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বুদ্ধিপ্রবেশার্থমেব দৃষ্টান্তো দর্শিতঃ। বস্তুতস্তু দৃষ্টান্তাদ্দেহাদেঃ সকাশাদপি দার্ষ্টান্তিকঃ পরমাত্মাহমতিপ্রিয় এবেতি যুক্ত্যা প্রবোধয়তি,—প্রাণেতি। স্বং দেহঃ আত্মা জীবঃ যস্য পরমাত্মনঃ সম্পর্কাৎ সম্বন্ধাৎ। ততঃ পরমাত্মতঃ॥ বি০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বুদ্ধির প্রবেশের জন্য দৃষ্টান্ত দেখান হয়েছে, বস্তুতস্তু দেখান যায় না, কারণ দৃষ্টান্ত দেহ-পুত্র-কলত্রাদি থেকে দার্ষ্টান্তিক পরমাত্মা আমি অতি প্রিয়ই। যুক্তি দেখিয়ে ব্রাহ্মণীদের প্রবোধ দিচ্ছেন—প্রাণ ইতি। **স্বাত্ম**—'স্বং' দেহ, 'আত্মা' জীব, **যৎসম্পর্কাৎ**—যে পরমাত্মার সম্বন্ধ হেতু (প্রিয় প্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদি)। **ততঃ**—পরমাত্মা থেকে (কে অন্য অধিক প্রিয়)॥ বি০ ২৭॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তদ্‌যাত দেবযজনমিতি তু পাঠস্তেষাং সম্মতো লক্ষ্যতে, তথৈব পাঠধারণাৎ। তদ্‌যাত সাধ্ব্যো যজনমিতি তু পাঠঃ প্রায়ঃ সর্ব্বত্রাপি। স্বসত্রং স্বীয়ত্বাৎ অবশ্যসমাপনীয়ং সত্রং যজ্ঞং পারয়িষ্যন্তি আরব্ধং সমাপয়িষ্যন্তি। স্ব-শব্দেন অন্যথা কথঞ্চিৎ পরকীয়মেব কারয়িতুমর্হন্তি, ন ত্বাত্মন ইত্যর্থঃ। যতো গৃহমেধিনঃ, যুষ্মাভির্বিনা গার্হস্থ্যাভাবেন যজ্ঞানুপপত্তেঃ, অতএব তদপেক্ষয়া দেবযজনং যাতেত্যুক্তং, ন চ গৃহানিতি। অতঃ শ্রীভগবদাজ্ঞয়া এব তাসাং বহির্মুখপতিপার্শ্বে গমনং, তথা তদাজ্ঞা চ সর্ব্বসুহৃদত্বাত্তাসাং সম্বন্ধেনাগুজিঘৃক্ষুত্বাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৭॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ 'তদ্‌যাত দেব যজনং' পাঠ শ্রীধরের সম্মত, তাই ইহাই গ্রহণ করা হল। **তৎ**—অতএব, হে সাধ্বীগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে গমন কর। 'যজন' পাঠই সর্বত্র দেখা যায়। **স্বসত্রং**—নিজ নিজ যজ্ঞ, 'স্ব' তোমরা হলে স্বকীয়া, (পরকীয়া নও) স্বকীয়া অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী হওয়া হেতু তোমাদেরই **সত্রং**—এই যজ্ঞ সমাপন করিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ শাস্ত্রে আছে 'সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ'। **পারয়ষ্যন্তি**—আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন করবেন। এখানে স্ব-শব্দে অর্থাৎ 'নিজ নিজ যজ্ঞ' শব্দের ধ্বনি হচ্ছে—বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া কোন প্রকারে অপরের অর্থাৎ যজমানের বাড়ীর যজ্ঞ করাতে

শ্রীপত্ন্য ঊচুঃ।

২৯। মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢ়ুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥

২৯। **অন্বয়ঃ** শ্রীপত্ন্যঃ ঊচুঃ—[হে বিভো ভবান্ এবং নৃশংসং গদিতং (বক্তুং) মা অর্হতি নিগমং ("ন স পুনরাবর্ততে" ইতি বেদবাক্যম্) সত্যং কুরুষ্ব, বয়ং সমস্তবন্ধূন্ অতিলঙ্ঘ্য (অতিক্রম্য) পদাবসৃষ্টং (ভবৎ পদয়োঃ অর্পিতং) তুলসীদাম কেশৈঃ নিবোঢ়ুং (মস্তকেন ধারয়িতুং) তব পাদমূলম্ প্রাপ্তাঃ।

২৯। **অন্বয়ঃ** বিপ্রপত্নীগণ বললেন—হে বিভো! কোমল চিত্ত তোমার এরূপ ক্রূর বাক্য বলা উচিত হয় নি। তোমার বেদবাক্য সত্য কর। আমরা নিখিল কুটুম্বদের অনাদর করত তোমার শ্রীচরণ-চ্যুত তুলসিদাম মস্তকে ধারণ করবার জন্য তোমার শ্রীচরণতলে এসে পৌঁছেছি।

পার, কিন্তু নিজস্ব যজ্ঞ নয়। এই ব্রাহ্মণগণ **গৃহমেধিনঃ**—গৃহমেধী, তাই তোমাদের ছাড়া গার্হস্থ্য অভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন না হওয়া হেতু তোমাদের সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজন। অতএব তোমাদের অপেক্ষা থাকার দরুণ **দেবযজনং**—যজ্ঞস্থানে চলে যাও, এইরূপ বলা হল। গৃহে চলে যাওয়ার কথা বলা হল না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাতেই তাদের বহির্মুখ পতিপার্শ্বে গমন, তথা কৃষ্ণ-আজ্ঞা সহায় স্বরূপ হওয়া হেতু গমন এবং সর্বসুহৃদ্ বলে এদের সম্বন্ধে নিরন্তর কৃষ্ণের গ্রহণ ইচ্ছা থাকা হেতু গমন, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যস্মাৎ সচ পরমাত্মা অহমেব যুষ্মাভির্গর্গাদিমুখাৎ শ্রুত এব যুষ্মদঙ্গাস্যা শ্লিষ্য সদাবর্ত্ত এব। তত্তস্মাৎ দেবযজনং যজ্ঞবাটং যাত। নন্থ তদপি সাক্ষন্মূর্ত্তং পরমাত্মানং ত্বাং হিত্বা কথং গৃহং যামস্তত্রাহ,—পতয় ইতি। পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভিঃ সহৈব সমাপয়িষ্যন্তি। সত্রাদিকর্ম্মাপি বেদরূপেণ ময়ৈবোক্তমিতি মৎকার্য্যানুরোধাদেব যাত। তত্রৈব স্ফূরন্তং মূর্ত্তং মাং দ্রক্ষ্যথেতি ভাবঃ॥ বি০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যেহেতু সেই যে পরমাত্মা সে আমিই, গর্গাদি মুনিগণের মুখ থেকে তোমরা ইহা শুনেছও, এই পরমাত্মা তোমাদের অঙ্গ আলিঙ্গন করে সদাই বিরাজিত। **তৎ**—সুতরাং **দেবযজনং**—যজ্ঞশালায় ফিরে যাও। পূর্বপক্ষ, বেশ তো তাহলেও সাক্ষাৎ মূর্ত পরমাত্মা তোমাকে ত্যাগ করে কি করে যজ্ঞশালায় ফিরে যাব? এরই উত্তরে, পতয় ইতি। **পারয়িষ্যন্তি**—তোমাদের সহযোগেই সমাপন করবেন। যজ্ঞাদি কর্মও বেদরূপে আমার দ্বারাই উক্ত হয়েছে, অতএব আমার কার্য অনুরোধে যাও—সেখানেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত মূর্ত আমাকে দেখতে পাবে, এরূপ ভাব॥ বি০ ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবমীদৃশং বিভো হে বহিরন্তর্ব্যাপকেতি, অস্মাকং বাহ্য-মান্তরঞ্চ সর্ব্বং ত্বমেব বেৎসীতি ভাবঃ। ভবানিত্যন্যো বদতু নাম, কৃপাকোমলচিত্তো ভবাংস্তু বক্তুমপি ন

যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ, যতো নৃশংসং ক্রূরম্ ; যদ্বা, রসার্ণববচ্চন্দ্রো ভবান্ নৃশংসং কঠিনং নীরসং বক্তুং নার্হতীত্যর্থঃ। ন চ কেবলমেবং তব বচসো নৃশংসতা, মিথ্যাত্বমপি স্যাদিত্যাশয়েনাহুঃ—সত্যমিতি। 'করবাম কিম্' ইত্যেব বা নিগমো জ্ঞেয়ঃ। প্রাক্ ভবানিতি—ভক্ত্যানুনয়ার্থং, পশ্চাৎ কুরুষ ত্বমিতি প্রেম্ণেতি জ্ঞেয়ম্। অত্র তাভির্ভগবতো ব্রাহ্মণানতিক্রমরূপা নিগমমর্য্যাদা তুৎকণ্ঠয়া নাবহিতেতি জ্ঞেয়ম্। নন্বু মদর্থং কথমিব কুটুম্বানি ত্যক্ষ্যন্তে ? তত্রাহুঃ—অতিলঙ্ঘ্যেতি, তত্ত্ব জাতমিতি ভাবঃ। নন্বু ব্রাহ্মণীনাং যুষ্মাকং পত্যাদি-পরিত্যাগো ন যুক্ত ইত্যাহুঃ—প্রাপ্তা ইতি। অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্যধ্বনিরয়ং বাচ্যার্থং পরিত্যজ্য ব্যঙ্গার্থমেব বোধয়তি। ততশ্চ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা দাস্যমেবাঙ্গীকৃতবত্য ইত্যর্থঃ। তত্র তুলসীদাম্নঃ পদাবসৃষ্টত্বং তস্মিন্নৈশ্বর্য্যং নিশ্চিত্য 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' (শ্রীগী ১৮।৬৬) ইত্যেতদ্বিধতদ্বাক্যরীত্যা স্বদোষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ ॥জী০২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এবং—ঈদৃশ বিভো**—হে অন্তর বার ব্যাপক, আমাদের বার অন্তর সবই তুমি জান, এরূপ ভাব। **ভবান্**—অন্যে বলে তো বলতে পারে, তাই বলে কৃপাকোমল চিত্ত তুমি কিন্তু উচ্চারণ করতেও যোগ্য নও, এরূপ অর্থ। যেহেতু **নৃশংসং**—এরূপ কথা ক্রূর ; অথবা, রসার্নবচন্দ্র তুমি 'নৃশংসং' নীরস কথা বলার যোগ্য নত্ত, এরূপ অর্থ। তোমার এইরূপ বাক্যের যে কেবল নৃশংসতা, তাই নয়, ইহা মিথ্যাস্বরূপও বটে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সত্যম্ ইতি। যদি বল কি করব, এরই উত্তরে—নিগমং বেদবাক্য জ্ঞাতব্য অর্থাৎ 'আমার ভক্তের বিনাশ নেই' এইসব বেদবাক্য সত্য কর। প্রথমে বললেন 'ভবান্' এর ধ্বনি তুমি কৃপা কোমল চিত্ত—ভক্তিতে প্রার্থনা, তুমি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলতে পার না—পরে বললেন 'কুরুষ' তুমি বেদবাক্য সত্য কর—ইহা প্রেমে বললেন, এরূপ বুঝতে হবে। এখানে ব্রাহ্মণপত্নীগণ যে ব্রাহ্মণদের কথা লঙ্ঘনরূপ বেদমর্য্যদা সম্বন্ধে ধ্যান দিলেন না, তা কিন্তু উৎকণ্ঠা বশতঃই। পূর্বপক্ষ, আমার জন্য কেনইবা কুটুম্বদের অনাদর করলেন। এরই উত্তরে, **অতিলঙ্ঘ্য**—অনাদর, ও তো আপনা-আপনি হয়ে গিয়েছে, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, ব্রাহ্মণী-তোমাদের পত্যাদি-পরিত্যাগ যুক্তিযুক্ত হয় নি ; এর উত্তরে, **প্রাপ্তা**—শ্রীচরণতল তো পেয়েই গিয়েছি—'প্রাপ্তা' পরকীয়া পতীত্ব, তাতো লাভ হয়েই গিয়েছে—অভিধাবৃত্তিতে এপদের অর্থ এরূপই আসে, অতএব নিন্দিত অর্থ ত্যাগ করে ব্যঙ্গার্থ (ব্যঞ্জনাবৃত্তিগত অর্থ) জানানো হচ্ছে, যথা—'প্রাপ্তা' সবকিছু ত্যাগ করত দাস্যই অঙ্গীকার করেছি আমরা। এ সম্বন্ধে শ্রীচরণ থেকে চ্যুত তুলসীমালা মস্তকে ধারণ করবার জন্য এখানে এসেছি—এ কথায় শ্রীচরণের ঐশ্চর্য নিশ্চয় করত—তাদের এখানে আসার দোষ প্রত্যাখ্যান করছেন 'সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণ নেও' গীতার এই মুখবাক্য অনুসারে ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রাসারম্ভে মহাপ্রেমবত্যো গোপ্য ইবাহুঃ—মৈবমিতি। নৃশংসং পুরুষং। নিগমং "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইতি বেদবাক্যম্। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ" মিতি নিগমরূপং স্ববাক্যঞ্চ সত্যং কুরুষ। নন্বু, ভবতীভির্বিপ্রজাত্যভিমানো দুস্ত্যজস্তত্রাহুঃ—তব গোপস্যাপি পাদমূলং বয়ং দাস্যার্থং প্রাপ্তাঃ। ন হি বিপ্রজাত্যভিমানে সত্যেবং কোঽপি জনো বক্তুং শক্নোত্যতোঽস্মদ্বাক্যেনৈব নিশ্চীয়তাং নাস্ত্যস্মাকং জাত্যভিমান ইতি ভাবঃ। নন্বু, গোপস্য মম গোপ্য এব দাস্যঃ পেয়স্যশ্চ

৩০। গৃহন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎ প্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো নান্যা ভবেদ্গতিরিন্দম তদ্বিধেহি॥

৩০। অন্বয়ঃ পতয়ঃ পিতরৌ সুতাঃ ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ বা নঃ (অস্মান্) ন গৃহ্ণন্তি অন্যে চ কুত এব, [হে] অরিন্দম্ তস্মাৎ ভবৎ প্রপদয়োঃ (ভবৎপাদাগ্রয়োঃ) পতিতাত্মনাং (নিপতিতদেহানাং) নো (নিশ্চিতং) অন্যাঃ গতিঃ ন ভবেৎ [অতঃ] তৎ (দাস্যমেব) বিধেহি।

৩০। মূলানুবাদঃ হে অরিন্দম্! পতি-পিতা-মাতা পুত্র-ভ্রাতা-বন্ধু-সুহৃৎ কেহই আমাদের আর গ্রহণ করবে না, অন্যের কথা আর বলবার কি আছে? আমাদের আর অন্য গতি নেই, অতএব তোমার শ্রীচরণে পতিত হলাম, তদেক-আশ্রিতা আমাদের দাস্য দান কর।

সমুচিতা ভবন্তি তাশ্চ বহ্ব্যোবর্ত্তন্তেতমাম্। সত্যং, বর্ত্তন্তাং বিরাজন্তাং নাম যদি ত্বং ব্রাহ্মণীর্দাসীঃ কর্ত্তুং বন্ধুভ্যো জিহ্রেষি তর্হি কথং ত্বাং হ্রেপয়ামস্ত্বৎপুরং নৈব যামো বৃন্দাবন এব বনদেবতা ইব বর্ত্তিষ্যামহে, ত্বৎ-সম্বন্ধগন্ধেনৈব কৃতার্থীভবিষ্যবো বয়মিত্যাহুঃ,—বয়ন্তু দূরে স্থিত্বা পদাবসৃষ্টং ত্বৎপদাৎ ত্বদাশ্লিষ্টপ্রেয়সীনাং পদসংসর্গাদ্বা ক্রুটিতীভূয় অবসৃষ্টং পর্য্যঙ্কাধো বিসৃষ্টং তুলসীদাম ত্বদ্দাসীভিরেব কৃপয়া দত্তং কেশৈর্নিবোঢ়ুং প্রাপ্তাঃ ন তু তব প্রেয়সীভাবায় দাসীভাবায় বা দুর্ল্লভায়াস্মাকমাকাঙ্ক্ষেতি ভাবঃ। নন্থ, তর্হি ভবদ্বন্ধবঃ কিং বদিষ্যন্তি তত্রাহুঃ,—অভিলঙ্ঘ্যেতি॥ বি০ ২৯॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ রাসারম্ভে যেমন মহাপ্রেমবতী গোপীগণ বলেছিলেন, সেই-রূপ ব্রাহ্মণপত্নীগণ বললেন—মৈবং ইতি। **নৃশংসং**—কঠোর বাক্য। **নিগমং**—বেদবাক্য, 'যে শ্রীকৃষ্ণ চরণে পৌঁছে যায়, তার আর পুনরাবর্তন হয় না' এই বেদবাক্য। "যে যেভাব নিয়ে আমার শরণাপন্ন হয় তাকে আমি সেইভাবে গ্রহণ করি"—এই নিগমরূপ নিজ বাক্য সত্য কর। পূর্বপক্ষ, তোমাদের পক্ষেও বিপ্রজাতি অভিমান ত্যাগ করা সম্ভব নয়, এরই উত্তরে গোপীগণ বলছেন—'গোপ তোমারই পাদমূল আমরা দাস্যার্থ প্রাপ্ত হয়েছি'। বিপ্রজাতি অভিমান থাকলে, কোন জনই এরূপ বলতে পারতো না; অতএব আমাদের বাক্যেই নিশ্চয় করে নেও—'আমাদের জাত্যাভিমান নেই, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ শ্রীকৃষ্ণ বললেন —গোপ আমার গোপগণই দাসী ও প্রেয়সী হওয়াই সমুচিত, বহু বহু তাঁরা বিরাজমানাও রয়েছে। সত্যই বর্তমানে তোমার যদি অনেক দাসী ও প্রেয়সী থেকেই থাকে, তুমি যদি ব্রাহ্মণী দাসী করতে বন্ধুগণ থেকে লজ্জিতই হও, তা হলে কি করে তোমাকে লজ্জা দেই, তোমার সেই পুরিতে যাব না, বৃন্দাবনেই বন-দেবতার মতো থাকবো, তোমার সম্বন্ধগন্ধেই কৃতার্থ হব আমরা, এই আশয়ে বলছেন—আমরা দূরে থেকে **পদাবসৃষ্টং**—তোমার শ্রীচরণ থেকে, বা তোমার আলিঙ্গিত প্রেয়সীদের পদসংসর্গ থেকে ক্রুটিত হয়ে 'অব-সৃষ্টং' পালঙ্কের নীচে ছড়িয়ে পড়া তুলসীমালা তোমার দাসীদের দ্বারা কৃপায় দত্ত হলে কেশে জড়িয়ে নিব —দুর্লভ তোমার প্রেয়সীভাব বা দাসীভাবের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা নেই, এরূপ ভাব। আচ্ছা তা হলে

তোমার বন্ধুবর্গ কিছু বাঁধা দিবে না কি, এরই উত্তরে **অতিলঙ্ঘ্য**—যদি দেয়ই তাদের অতিক্রম করে যাবো ॥ বি০ ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্থ, 'সাধবো দীনবৎসলাঃ' (শ্রীভা০ ১১।২।৬), ইতি তেষাং হিতার্থং যাত ; যদ্বা, মদাজ্ঞাতোঽকৃত্যমপি কর্ত্তুমুপযুজ্যতে, তত্রাহুঃ—গৃহ্নন্তীতি। নিজনিষেধোল্লঙ্ঘনাৎ তত্র গতাঃ অপ্যস্মান্ ত এব ন স্বীকরিষ্যন্তীত্যর্থঃ। অন্যে তু প্রতিবেশ্যাদয়ঃ সম্ভাষামপি ন করিষ্যন্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ পত্যাদিভিরগ্রহণাৎ প্রপদয়োঃ পাদাগ্রসমীপে, পতিতাত্মনামনন্যগতিত্বেন ত্বদেকাশ্রিতানামিত্যর্থঃ ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ, 'সাধুগণ দীন বৎসল' শ্রীগীতার ১৮।৬৬ শ্লোক অনুসারেই ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য বলা হল, যজ্ঞস্থানে যাও, বা আমার আজ্ঞায় অকরণীয় কার্যও করার যোগ্য হয়ে থাকে, যজ্ঞস্থানে যাও, এরই উত্তরে, **গৃহ্নন্তি ন ইতি**—নিষেধ উল্লঙ্ঘন হেতু সেখানে গেলেও ব্রাহ্মণগণই স্বীকার করবেন না। আর অন্যে তো নিকটস্থ বেশ্যাদিগকে সম্ভাষণও করবে না। সুতরাং পতিআদির দ্বারা অগ্রহণ হেতু **প্রপদয়োঃ**—পাদাগ্র সমীপেই পতিত হলাম, পতিতা আমাদের অন্য গতি নেই বলেই—একমাত্র তোমার চরণেই আশ্রিত আমাদের দাস্য দান কর ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ, ত্বন্নগরস্থমালিকতাম্বূলিকাদিবনিতাজনমুখদাকর্ণিত ত্বদ্রূপগুণমাধুর্য্যা যদবধি বয়ং বয়ঃসন্ধিমারভ্যৈবাভূম তদ্দিনত এব ত্বয়ি ভাববতীর্গৃহকর্ম্মণ্যপ্যুদাসীনা অস্মান্ ব্যভিচারিণীরিব দৃষ্ট্বা সন্দিহানাঃ পত্যাদয়ো নৈব প্রায়ো ব্যবহরন্তীত্যাহুঃ—গৃহ্নন্তীতি। সুতাঃ সপত্নীপুত্রাঃ অন্যে প্রতিবেশ্যাদয়ঃ। ততশ্চাতিবৈয়গ্র্যেণ রুদত্যঃ পদাগ্রে মূর্দ্ধ্না প্রণমন্ত্যঃ সগদগদমাহু—স্তস্মাদিতি। অস্মাকং অন্যা গতির্যথা ন ভবেত্তথা বিধেহি। হে অরিন্দম, ত্বৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকীভূতা দুরিতাদয় এবারয়স্তান্ ত্বমেব কৃপয়া দময় ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও, বৃন্দাবনস্থ মালাকার-তাম্বুলিক রমণীগণের মুখ থেকে যদবধি তোমার রূপ গুণ মাধুর্য বয়ঃসন্ধি আরম্ভেই আমরা শুনেছি, সেই দিন থেকেই তোমাতে ভাববতী, গৃহকর্মেও উদাসীনা আমাদিগকে ব্যভিচারিনীর মতো দেখে সন্দিহান হয়ে পতি-আদি সকলে প্রায় আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গৃহ্নন্তি ন ইতি অর্থাৎ এরপর তো আর ঘরে গ্রহণই করবে না। **সুতাঃ**—সপত্নী-পুত্রগণ **অন্যে**—প্রতিবেশী প্রভৃতি। অতঃপর অতি উৎকণ্ঠার সহিত কাঁদতে কাঁদতে পদাগ্রে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করত সগদ্গদ কণ্ঠে বললেন—তস্মাৎ ইতি অর্থাৎ সুতরাং আমাদের যাতে অন্য গতি না হয়, সেইরূপ বিধান কর। **হে অরিন্দম**—তোমার প্রাপ্তি প্রতিবন্ধক দুরিতই 'অরি' সেই সকল অরিকে কৃপা করে দমন কর ॥ বি০ ৩০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

৩১। পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে॥

৩১। অন্বয়ঃ শ্রীভগবানুবাচ—ময়া উপেতাঃ (অনুজ্ঞাতাঃ) বো (যুষ্মান্) পতয়ঃ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ লোকাঃ (প্রতিবেশি প্রভৃতয়ঃ জনাঃ) ন অভ্যসূয়েরন্ (দোষদৃষ্টিমপি ন কুর্য্যুঃ) দেবা অপি (যজ্ঞে প্রত্যক্ষীভূতা দেবা আপি) অনুমন্বতে (অনুমোদন্তে)।

৩১। মূলানুবাদঃ শ্রীভগবান্ বললেন—হে বিপ্রপত্নীগণ! আমার অনুজ্ঞা প্রভাবেই পতি-পিতা-ভ্রাতা-পুত্রাদি এবং অন্য লোকও তোমাদের দোষারোপ করবে না, যেহেতু দেবতাগণও এ-বিষয়ে তোমাদিকে হৃষ্ট চিত্তে সম্মতি দান করবেন।

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ বো যুষ্মান্ ইতি—যুষ্মভ্যমিত্যর্থঃ। নাভ্যসূয়েরন্ দোষ দৃষ্টিমপি ন কুর্য্যুঃ; কথং ন গৃহ্নীয়ুঃ? ইত্যর্থঃ; অন্যে সর্ব্বে লোকাশ্চ নাভ্যসূয়েরন্, কিমুত স্নিগ্ধাস্তেঽপীত্যর্থঃ। কীদৃশীঃ? ময়া উপেতাঃ অনুজ্ঞাতাঃ, মমানুজ্ঞা প্রভাবেণৈবেতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্রানুজ্ঞাতা ইতি—সঙ্গে দোষস্যৈব ভগবতা স্বীকারাৎ, তাদৃশস্যৈব চার্থস্য যুক্তেঃ। প্রত্যক্ষমিতি—সম্ভাবনাময়-প্রকৃতলিঙ্-পরিত্যাগেন বর্ত্তমানময়-লট্প্রয়োগাৎ প্রত্যক্ষমিবেত্যর্থঃ; যদ্বা, ময়া সহ উপেতাঃ সমীপং সঙ্গতা বো যুষ্মান্ পত্যাদয়ো নাভ্যসূয়েরন্, অহমীশ্বর ইতি তৈরপি জ্ঞাস্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। যতো যজ্ঞকর্ম্মণি তৈঃ প্রত্যক্ষীকৃতা দেবা অপি অনুমন্বতে, স্পৃষ্টাঃ সন্তো মামীশ্বরত্বেন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বঃ—যুষ্মান্ অর্থাৎ যুষ্মভ্যাম্—তোমাদিগকে। **নাভ্যসূয়েরন্**—দোষদৃষ্টিও করবে না—সুতরাং কেন-না স্বীকার করবেন? এরূপ অর্থ। অন্যসকল লোকেও দোষদৃষ্টি করবে না, স্নিগ্ধ পিতা মাতা ভাই বন্ধুর কথা আর বলবার কি আছে? কি ব্যাপার? এঁরা আমার দ্বারা **উপেতা**—অনুজ্ঞাত, আমার অনুজ্ঞা প্রভাবেই দোষদৃষ্টি করবে না, এরূপ ভাব। [শ্রীধর—আমার দ্বারা অনুজ্ঞাত। প্রত্যক্ষের মতো দেবতাগণকে দেখিয়ে বলছেন—এই দেবতাগণও আমাকে শ্রীভগবান্ বলে মান্য করছেন]। এই টীকাতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা 'অনুজ্ঞাত' এরূপ বলায় বুঝা যাচ্ছে এ সম্বন্ধে যা কিছু দোষ তা কৃষ্ণের দ্বারা স্বীকৃত, অতএব আমার কৃত তাদৃশ অর্থ যুক্তিযুক্তই; 'প্রত্যক্ষম্' সম্ভাবনাময় প্রকৃতলিঙ্ পরিত্যাগে বর্তমানময়—লট্ প্রয়োগ হেতু 'প্রত্যক্ষের মতো' এরূপ অর্থ। অথবা 'ময়োপেতা' আমার সমীপে সঙ্গতা তোমাদিগকে দোষ দৃষ্টি করবে না, কারণ আমি যে ঈশ্বর, তা ব্রাহ্মণগণের জানা আছে, এরূপ ভাব,—যেহেতু যজ্ঞ কর্মে তাঁদের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত দেবতাগণও অনুমোদন করছেন, ভূমি স্পর্শ করে যখন থাকেন তখন আমাকে ঈশ্বর বলে সম্মান করেন, এরূপ অর্থ॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ময়ি প্রেমবত্যো যূয়ং মৎসুখপরা এবাতো মদনভিপ্রেতং চেষ্টিতং নার্হথ স্বহঠং মাকৃঢ্বং গৃহান্ গচ্ছতেত্যুক্তে ভো অভিজ্ঞশিরোমণে, অসূর্য্যম্পশ্যাঃ কুলবত্যোবয়ং বচনোল্লঙ্ঘনাৎ

৩২। ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥

৩২। অন্বয়ঃ ইহ (ব্রাহ্মণ জন্মনি) হি অঙ্গ সঙ্গ (যুষ্মাভিঃ সহ মম অঙ্গ সঙ্গ) নৃণাং প্রীতয়ে অনুরাগায় [বা] ন (নৈব ভবেৎ) তৎ ময়ি মনঃ যুঞ্জানাঃ (সমর্পিত চিত্তাঃ) অচিরাৎ মাম্ অবাপ্স্যথ (প্রাপ্স্যথ)।

৩২। মূলানুবাদঃ যেহেতু ইহলোকে জীবমাত্রেরই আমার অঙ্গসঙ্গ প্রীতি সম্পাদনের ও অনুরাগ সম্বর্ধনের কারণ হয় না। অতএব তোমরা আমাতে মন নিবিষ্ট কর। এই দেহের অবসানেই আমাকে লাভ করবে।

যাংস্তৃণীকৃত্য পুরাদ্বহির্ভূয় এতাবদ্দূরে স্থিতস্য লম্পটত্বেন ব্রজে খ্যাতস্য ভবতঃ সমীপমাগচ্ছামঃ স্ম পুনস্তত্রৈব গচ্ছন্তীরস্মাংস্তে পত্যাদয়ঃ পুরেষু প্রবেষ্টুমপ্যদদানাঃ কোপাদদ্য বধিষ্যন্ত্যেবেতি জানীমস্তত্রাহ—পতয় ইতি। বো যুষ্মাভ্যং নাভ্যসূয়েরন্ দোষদৃষ্টিমপি ন কুর্যুঃ কিমিত্যনিষ্টং শঙ্কধ্বে ইতি ভাবঃ। কিমুত পিত্রাদয়ঃ অন্যে চ লোকাঃ কীদৃশীর্ময়া সহ উপেতাঃ সঙ্গতা অপি কিমুত সম্প্রত্যসঙ্গতা এবেত্যর্থঃ। অহমীশ্বর ইতি তৈরপি জ্ঞাতত্বাদিতি ভাবঃ। যতো দেবা অপি যজ্ঞকর্ম্মণি তৈঃ প্রত্যক্ষীকৃতা অত্রার্থে পৃষ্টা ভবতীরনুমন্বতে অনুমংস্যন্ত এব। মাং সর্ব্বেশ্বরং বিদুষাং দেবানামপ্যত্রার্থে অনুমতিরেব নত্বননুমতিরিত্যর্থঃ ॥ বি০ ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আমাতে প্রেমবতী তোমরা আমার সুখই তো চাও, অতএব আমার অনভিপ্রেত কার্য করা তোমাদের পক্ষে উচিত হয় না, নিজ হঠ বজায় রেখো না, ঘরে ফিরে যাও, কৃষ্ণ এরূপ বললে—ব্রাহ্মণীগণ বললেন—ভো অভিজ্ঞশিরোমনে! অসূর্যম্পশ্যা কুলবতী আমরা বচন উল্লঙ্ঘন হেতু যাদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ করে পুর থেকে বের হয়ে এতখানি দূরে স্থিত লম্পটরূপে ব্রজে খ্যাত তোমার সমীপে এসে গিয়েছি—পুনরায় সেই ফেলে-আসা পুরে ফিরে গেলে আমাদিকে সেই পতি-আদি পুরে প্রবেশ করতেও দিবে না। ক্রোধে আজই বধ করে ফেলবে, এরূপ জানি—এরই উত্তরে,—পতয় ইতি। **বো**—তোমাদের উপর **নাভ্যসূয়েরন্**—দোষ দৃষ্টিও করবে না, অনিষ্ট আশঙ্কার কোন প্রয়োজন নেই, এরূপ ভাব। পিতামাতাদি ও অন্য লোকের কথা আর বলবার কি আছে? কিরূপ হলে? আমার সহিত **উপেতাঃ**—মিলিতা হলেও দোষ দৃষ্টি করবে না, সম্প্রতি তো মিলিত হও-ই নি, এতে আর বলবার কি আছে?—আমি যে ঈশ্বর, তা তারাও জানে, এরূপ ভাব। যেহেতু **দেবা অপি**—দেবতাগণ যজ্ঞকর্মে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত ও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে তোমাদের অনুমোদনই করবেন। অর্থাৎ সর্বেশ্বর আমার প্রতি বিদ্বৎজনের ও দেবতাগণের এ বিষয়ে অনুমতিই আছে, অনুমতি নেই যে, তা নয় ॥ বি০ ৩১ ॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ নন্বস্মৎপ্রার্থিতস্য কা বার্ত্তেত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে—ইহ ব্রাহ্মণজন্মনি যুষ্মাভির্মমাঙ্গসঙ্গো যুষ্মদ্দিষ্টদাস্যময়সান্নিধ্যং নৃণাং জীবমাত্রাণাং প্রীতয়ে সুখমাত্রায় ন ভবেৎ, নিতরা-

মনুরাগায়েত্যর্থঃ ; তত্তস্মাৎ লোকবিদ্বিষ্টত্বাৎ ময়ি নিজভাবেন মন এব যুঞ্জানা অচিরাদ্দেহান্ত এবেতি। অত্রেদন্তু বিবেক্তব্যম্—শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তাঃ খলু দ্বিবিধাঃ, তটস্থা লীলান্তঃপাতিনশ্চ ; তত্র তটস্থাঃ পরোক্ষস্যাপি তস্য পারমৈশ্বর্য্যমালম্ব্যাষ্টবিধাসু তৎপ্রতিমাস্বেকতরাং সেবমানা জানন্তো বা অজানন্তো বা চ তে ব্রাহ্মণাদ্যাস্তে চরণসেবা-চরণোদকগ্রহণাদি-নিজভক্তিষু পরোক্ষমনুমোদন্তে। লীলান্তঃপাতিনশ্চ দ্বিবিধাঃ, তত্র প্রথমাস্তস্য পারমৈশ্বর্য্যমালম্বমানা দেবাদ্যাস্তেন পারমৈশ্বর্য্যেণৈব ব্যবহ্রিয়ন্তেঽথ পারমৈশ্বর্য্যানুভবেঽপি তস্য নরলীলামবলম্বমানা ব্রাহ্মণাদ্যা নরাঃ পিত্রাদ্যাশ্চ। নরলীলা যথা স্বস্বমর্য্যাদাং ব্যবহরন্তস্তেন চ তদ্ব্যবহ্রিয়ন্তে, তস্মান্নরলীলাকৃষ্টচিত্তানাং ব্রাহ্মণীনামাসাং স্বযোগ্যমেব তৎপরিচরণং কর্ত্তুং তৎসঙ্গং প্রাপ্তুমিচ্ছূনা সম্প্রত্যুপেক্ষা যুক্তৈবেতি ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আমাদের প্রার্থিত দাস্যের কি খবর, এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় তার সমাধান করা হচ্ছে, **ইহ**—এই ব্রাহ্মণ জন্মে তোমাদের দ্বারা আমার **অঙ্গসঙ্গ**—তোমাদের উদ্দিষ্ট দাস্যময় সান্নিধ্য **নৃণাম্**—জীবমাত্রেরই **প্রীতয়ে**—সুখমাত্রের জন্য হয় না অর্থাৎ অনুরাগের জন্য হয় না। **তৎ**—'তস্মাৎ' ইহা লোকের অকল্যাণের কারণ হওয়া হেতু দাস্যময় অঙ্গসঙ্গ ইচ্ছা না করে নিজ ভাবে আমাতে মনই নিবিষ্ট করে **অচিরাৎ**—এই দেহের অবসানেই (আমাকে লাভ করবে)। এখানে ইহাই বিশেষ বলবার কথা—শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত দ্বিবিধ—তটস্থ ও লীলা-অন্তঃপাতী। এখানে তটস্থ—শ্রীভগবান্ পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) হলেও তাঁর পরম ঐশ্বর্য আশ্রয় করত তার অষ্টবিধ প্রতিমার কোনও একটিতে জেনে বা না জেনে সেই ব্রাহ্মণাদির দ্বারা যে চরণসেবা-চরণোদক গ্রহণাদি নিজ ভক্তি, ইহা তিনি অপ্রত্যক্ষ ভাবেই অনুমোদন করেন। লীলান্তঃপাতিগণ দ্বিবিধ—প্রথমে শ্রীভগবানের পরম ঐশ্বর্য আশ্রয়কারী দেবতাগণ, তাদের সহিত পরম ঐশ্বর্যেই ব্যবহার হয় শ্রীভগবানের। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার, শ্রীভগবানের পরম ঐশ্বর্য অনুভবের ভিতরেও এঁরা শ্রীভগবানের নরলীলা অবলম্বমান—এরা হলেন ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য ও পিতামাতা প্রভৃতি। নরলীলায় ব্রাহ্মণাদি ও পিতামাতা প্রভৃতি যেমন নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে ব্যবহার করেন তেমনিই ভগবানও তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করেই ব্যবহার করেন। সুতরাং নরলীলা-আকৃষ্টচিত্তা এই ব্রাহ্মণীদের অত্যন্ত অযোগ্য পরিচর্যাময় কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তির যে ইচ্ছা, তা সম্প্রতি উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্তই বটে ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অস্মন্মনোবাঞ্ছিতং কদাপি সেৎস্যতি ন বেতি সাস্রৈরপাঙ্গৈর্যৎ পৃচ্ছৎ তত্রোত্তরং শৃণুতেত্যাহ—নেতি। প্রীতয়ে প্রীতিং সম্পাদয়িতুং অনুরাগঞ্চ সম্বর্দ্ধয়িতুমিত্যর্থঃ। কিন্তু মদ্বিরহৌৎকণ্ঠ্যমেবানুরাগাতিশয়বর্দ্ধকমিতি ভাবঃ। তত্তস্মাৎ ॥ বি০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আমাদের মনোবাঞ্ছা কোনই দিন পূরণ হবে কি হবে না ? অশ্রুপূর্ণ অপাঙ্গে যা জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর শোন, এই আশয়ে বলা হল—ন ইতি। **প্রীতয়ে**—(অঙ্গসঙ্গ) প্রীতি সম্পাদনের ও অনুরাগ সম্বর্ধনের কারণ হয় না ; কিন্তু আমার বিরহ-উৎকণ্ঠাই অনুরাগ-অতিশয় বর্ধক হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। **তৎ**—'তস্মাৎ' সুতরাং ॥ বি০ ৩২ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

৩৩। ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।
তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্।
৩৪। তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্॥

৩৩। অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—ইত্যুক্তা তাঃ দ্বিজাপত্ন্যঃ পুনঃ যজ্ঞবাটং (যজ্ঞস্থলং) গতাঃ তে চ (তাসাং পতয়ো ব্রাহ্মণাঃ) অনসূয়বঃ (অদোষদৃষ্টয়ঃ) তাভিঃ [সহ] সত্রং (যজ্ঞং) অপারয়ন্ (সম্পাদয়ামাসুঃ)।

৩৪। অন্বয়ঃ তত্র একা (ব্রাহ্মণী) ভর্ত্রা (স্বপতিনা) বিধৃতা যথাশ্রুতং ভগবন্তং (শ্রীকৃষ্ণং) হৃদা উপগুহ্য (অন্তরালিঙ্গ্য) কর্ম্মানুবন্ধনং দেহং বিজহৌ (তত্যাজ)।

৩৩। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বললে বিপ্রপত্নীগণ পুনরায় যজ্ঞশালায় গেলেন। বিপ্রগণও কোনও দোষ দৃষ্টি না করে সেই স্ত্রীগণের সহযোগে যজ্ঞকর্ম সমাপন করলেন।

৩৪। মূলানুবাদঃ সেই যজ্ঞশালায় সকলের পিছনে পড়ে থাকা এক ব্রাহ্মণী নিজ পতিদ্বারা বল প্রয়োগে আবদ্ধ হলেন। তিনি তখন ব্রজমালিনীর মুখে কৃষ্ণরূপ বর্ণন পূর্বে যেমন শুনেছিলেন সেইরূপ হৃদয়ে স্ফূর্তিতে লাভ করে মনে মনে আলিঙ্গন করত কর্মফলে প্রাপ্ত দেহ পরিত্যাগ করলেন।

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তাভিঃ শ্রীভগবদনুগৃহীতাভিরিতি সত্রস্য শ্রীভগবদুপেক্ষয়া দোষঃ পরিহৃতঃ, সাদগুণ্যবিশেষশ্চাভিপ্রেতঃ। স্বাভিরিতি পাঠে নিজনিজাভিঃ॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তাভিঃ—শ্রীভগবৎ-অনুগৃহীত বিপ্রপত্নীগণের সহিত যজ্ঞও সম্পাদিত হল, এইরূপে শ্রীভগবানকে উপেক্ষা করা হেতু যজ্ঞের যে দোষ তা পরিহৃত হল—এবং বুঝা গেল যজ্ঞের সাৎগুণ্যবিশেষও অভিপ্রেত। এখানে পাঠ আছে তাভিঃ—কোথাও স্বাভিঃ পাঠও আছে, তাতে অর্থ হবে নিজ নিজ পত্নীগণের সহিত॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ইত্যুক্তাস্তাঃ কৃষ্ণস্যাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বৈব গতা রাসারম্ভে গোপ্যস্তু তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বৈব স্থিতা ইতি প্রেম্নি ন ক্বাপি কাপি হানিরিতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বললে বিপ্রপত্নীগণ কৃষ্ণের অভিপ্রায় জেনেই চলে গেলেন—রাসারম্ভে কিন্তু গোপীগণ কৃষ্ণের অভিপ্রায় জেনেও রয়ে গেলেন। প্রেমের রাজ্যে কোন কিছুই হানি নেই, এরূপ জানতে হবে॥ বি০ ৩৩॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অচিরান্মামবাপ্স্যথেত্যুক্তং, তচ্চ কেবলং নাশ্বাসনায়ৈব, কিন্তু বাঢ়মঙ্গীকারায় ইতি দৃষ্টান্তেনাহ—তত্রেতি, তত্র যজ্ঞবাটে একা সর্ব্বাসামতিপশ্চাৎ স্থিতা বিশেষেণ

বলাদ্ধৃতা ; ভগবন্তমিতি—সর্ব্বাতিশয়ি-গুণরূপাদিকং সূচিতম্। যথাশ্রুতমিতি—তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণরূপং, হৃদা প্রেমময়-সঙ্কল্পসিদ্ধেন দেহান্তরেণোপগুহ্য ভয়ার্ত্ততয়া সঙ্কোচপরিত্যাগেন 'শরণাগতাং মাং রক্ষ রক্ষ' ইতি গৃহীত্বেত্যর্থঃ। তস্য চ দেহস্য ভগবৎপ্রেমময়তেন ভগবৎসম্বন্ধি সিদ্ধেস্তদনুগামিত্বাৎ সিদ্ধত্বমপি। ততঃ কর্ম্মানুবন্ধনমেবেদং দেহং বিজহাবিতি সবিশেষণোক্তের্ন তু তদালিঙ্গনসাধনং প্রেমানুবন্ধনমপীত্যর্থঃ। বি-শব্দঃ পুনরাবৃত্তিং নিষেধয়তি, অতঃ পতিসম্বন্ধিনং দেহং পত্য এব দত্ত্বা বা শ্রীভগবৎপ্রেমসিদ্ধেন দেহেন তং প্রাপ্তা ইতি বিবক্ষিতং, 'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবম্' ইত্যাদেঃ, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ইত্যাদেশ্চ শ্রীগীতাতঃ (৮।৬ ; ৪।১১)। প্রাপ্তিশ্চেয়ং শ্রীগোলোকাখ্যগোকুলস্যৈব প্রকাশবিশেষে জ্ঞেয়া, পূতনামোক্ষে নিরূপিতত্বাৎ, অগ্রে চ নিরূপয়িত্যব্যত্বাচ্চেতি ॥ জী০ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বের শ্লোকে উক্ত হয়েছে আমাতে মন নিবিষ্ট করলে অচিরেই আমাকে পাবে, তা যে কেবল সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই, তা নয় ; কিন্তু দৃঢ় অঙ্গীকার করার জন্যই উক্ত হয়েছে, এই কথাটাই দৃষ্টান্তের সহিত বলা হচ্ছে—তত্র ইতি। **একা বিধৃতা**—সেই যজ্ঞশালায় সকলের পশ্চাতে অবস্থিতা একজন 'বি' বিশেষ বল প্রয়োগ হেতু ধৃতা হলেন। **ভগবন্তম্**—এই পদে সর্বাতিশয়ি গুণরূপাদি সূচিত হল। **যথাশ্রুতম্**—ঠিক যেরূপ মালাকারাদির মুখে শ্রবণ করেছি, তার মধ্যেও আবার শ্রীকৃষ্ণরূপ, **হৃদোপগুহ্য**—প্রেমময়-সঙ্কল্প-সিদ্ধ অন্য দেহের সহিত **উপগুহ্য**—আলিঙ্গিত হলেন—ভয়ার্ত হওয়া হেতু সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে "শরণাগত আমাকে রক্ষা কর" এরূপ বলতে বলতে, এরূপ অর্থ। সেই দেহের ভগবৎ প্রেমময়তা হেতু ভগবৎসম্বন্ধি-সিদ্ধি হল তাঁর সুতরাং শ্রীভগবৎ-সহচর হওয়া হেতু সিদ্ধস্বরূপও প্রাপ্তি হল, অতঃপর কর্মফলে প্রাপ্ত এই যথাবস্থিত দেহ **বিজহৌ**—পরিত্যাগ করলেন, এইরূপে 'বি' শব্দ বিশেষণ যোগে বলা হেতু এরূপ অর্থই আসছে—শ্রীভগবৎ-আলিঙ্গন-উপকরণ প্রেমানুবন্ধন দেহ কিন্তু ত্যাগ হয় না। 'বি' শব্দে পুনরায় ফিরে আসা নিষিদ্ধ হল। অতএব পতিসম্বন্ধী দেহ পতিকে দিয়ে শ্রীভগবৎ-প্রেমসিদ্ধ দেহে কৃষ্ণকে পেল, এরূপই উক্তও আছে, যথা—"মরণ কালে যে জীব আমা বা আমাভিন্ন যে কোন বিষয় চিন্তা সহকারে দেহ ত্যাগ করে, সেই জীব সেই বিষয়ের সহিত তন্ময় হয়ে যায়।"—(শ্রীগীতা ৮।৬) আরও, "মানুষ যেরূপ প্রয়োজনে ও অভিপ্রায়ে আমার সেবা করে, আমি তাদিকে তদনুরূপ ফল দান করে থাকি।—(শ্রীগীতা ৪।১১)। এই প্রাপ্তিও শ্রীগোলোকাখ্য গোকুলেরই প্রকাশ বিশেষে, এরূপ বুঝতে হবে, পূতনা-মোক্ষ সম্বন্ধে নিরূপিত হওয়া হেতু, অগ্রেও নিরূপণ করার প্রয়োজন থাকা হেতু ॥ জী০ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তত্র যজ্ঞবাটে একা সর্ব্বাসামতি পশ্চাৎস্থিতা। অতএব বিশেষেণ বলাৎ ধৃতা কর্ম্মানুবন্ধনমেব দেহং জহৌ নতু প্রেমানুবন্ধনং দেহং তদানীমেব মহাবিরহৌৎকণ্ঠ্যং প্রবৃদ্ধমনোরথে নোদ্ভাবিতং ভগবতা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তেনোপগূহিতঞ্চ, তস্মাৎ তেন দেহেন চিন্ময়েন সর্ব্বজনালক্ষিতেন যুক্তা সতী সা শীঘ্রমেব ততঃ স্থানাদভিসৃত্য শ্রীভগবন্তং প্রাপেতি। কর্ম্মানুবন্ধনমিতি পদস্য বৈয়র্থ্যাদেবং ব্যাখ্যাতম্। কিঞ্চ, মমতাস্পদান্ পত্যাদীংস্ত্যক্ত্বেতি কিং চিত্রং অহন্তাস্পদং দেহমপি ত্যক্ত্বা কাচিৎ স্বং প্রিয়ং কৃষ্ণমভিসসারেতি

৩৫। ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্।
চতুর্ব্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ॥

৩৫। অন্বয়ঃ গোবিন্দঃ, ভগবান্, প্রভুঃ অপি তেনৈব চতুর্ব্বিধেন অন্নেন গোপকান্ আশয়িত্বা (ভোজয়িত্বা) স্বয়ং চ বুভুজে (ভুক্তবান্)।

৩৫। মূলানুবাদঃ শ্রীভগবান্ হয়েও গোবিন্দ সেই চব্যচুষ্যাদি অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারাই গোপ-বালকদের পেট পুরিয়ে ভোজন করিয়ে নিজেও ভোজন কয়লেন।

প্রেম্নঃ প্রভাবজ্ঞাপনার্থং ভগবৎকৃপা তামেকামভিসারসময়ে কর্ম্মানুবন্ধনং দেহং ত্যাজয়িত্বৈব। প্রেমানুবন্ধং চিন্ময়দেহং গ্রাহয়ামাস। তদান্যাসাং সর্ব্বাসাং তু কর্ম্মানুবন্ধানেব দেহান্ স্পর্শমণিন্যায়েন প্রেমানুবন্ধাংশ্চিন্ময়ানেব চকারেতি তদ্দিনতস্তাসাং ন স্ব-স্ব পত্যাশ্লেষ ইতি কিমশক্যং ভগবৎকৃপায়াঃ। তস্যামেকাংশেনোৎকর্ষস্তদন্যাস্বপ্যন্যেনাংশেনোৎকর্ষ ইতি তাসাং তারতম্যং তু ভক্তিশাস্ত্রেষ্বনির্ণীতত্বান্ন শক্যতে বক্তুম্। সর্ব্বাসামেব তাসাং ভগবৎকৃপাসিদ্ধমেব। যদুক্তং—"কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নীবৈরোচনিশুকাদয়" ইতি॥ বি০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তত্র—যজ্ঞশালায়। **একা**—সকলের অনেক পশ্চাতে অবস্থিত এক ব্রাহ্মণপত্নী, অতএব **বিধৃতা**—'বি' বিশেষ ভাবে বলে ধৃতা **কর্মানুবন্ধনং দেহং**—কর্মানুবর্তী দেহ **জহৌ**—ত্যাগ করলেন, প্রেমানুবর্তী দেহ নয়, তখনই মহাবিরহ উৎকণ্ঠায় উচ্ছলিত মনোরথের দ্বারা উদ্ভাবিত ও স্ফূর্তি প্রাপ্ত সেই প্রেমানুবর্তী দেহ কৃষ্ণের সহিত আলিঙ্গিত হল—অতএব সেই ব্রাহ্মণপত্নী সর্বজন অলক্ষিতে সেই চিন্ময় দেহের সহিত যুক্ত হয়ে ঝটিতি সেই স্থান থেকে অভিসার করে শ্রীকৃষ্ণকে পেলেন। 'কর্মানুবন্ধন' পদের ব্যর্থতাই ব্যাখ্যাত হল। আরও মমতাস্পদ পতি-আদি যে ত্যাগ করল, এ আর কি আশ্চর্য, অহন্তাস্পদ দেহও ত্যাগ করে কোনও জীবাত্মা প্রিয় কৃষ্ণের নিকট অভিসার করল। প্রেমের প্রভাব জানাবার জন্য কৃষ্ণকৃপা সেই একজন ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণপত্নীকে অভিসার সময়ে কর্মানুবর্তী দেহ ত্যাগ করিয়েই প্রেমানুবর্তী চিন্ময় দেহ গ্রহণ করালেন। সেই অন্য সকল ব্রাহ্মণপত্নীগণের কর্মানুবর্তী দেহকে স্পর্শমণি ন্যায়ে প্রেমানুবর্তী চিন্ময় দেহ করে দিলেন। সেইদিন থেকে তাদের নিজ নিজ পতির সঙ্গে আর আলিঙ্গন হল না—কৃষ্ণের কৃপা শক্তির অশক্য কি আছে? ঐ একজনে একাংশে উৎকর্ষ, অন্যদিগেতে অন্যাংশে উৎকর্ষ;তাঁদের ভিতরে তারতম্যকিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রে অনির্ণীত থাকা হেতু বলতে পারলাম না। তাদের সকলেই কৃষ্ণকৃপা সিদ্ধ। যা উক্তই আছে—"যজ্ঞপত্নী,বলি মহারাজ, শুকাদি হলেন কৃপাসিদ্ধ" ॥বি০ ৩৪॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ইত্থং তাসাং ভক্তিবিশেষো ব্যঞ্জিতঃ, তাসু শ্রীভগবদনুগ্রহবিশেষঞ্চাহ—ভগবানিতি। তত্রৈবং বৃত্তং জাতং, 'শ্রীভগবানপ্যেবমকরোৎ' ইত্যপি শব্দার্থঃ। গোবিন্দঃ শ্রীগোকুলেন্দ্র ইতি গোপপালনে যুক্ততা, তেনৈবেতি গোপাপেক্ষয়ান্নস্যাল্পত্বং বোধ্যতে, তথাপি পূর্ত্তের্হেতু-

র্ভগবান্ সর্ব্বসম্পত্ত্যাশ্রয়ঃ, গোপকানিতি তদনুকম্পিতত্বং বোধয়তি ; তেষু শ্রীরামোঽপি গৃহীতঃ, তেষ্বিব তস্মিন্নপি তদাগ্রহসম্ভবাৎ, যতঃ প্রভুরলাঘ্যাচ্ছ ইত্যর্থঃ। স্বয়ঞ্চ তান্ প্রতি পরিবেষ্য স্বয়মপীতি—তাস্তু তাদৃশপ্রসাদে শ্রীমুনীন্দ্রস্য চমৎকারঃ। অত্রাপ্যর্থে হেতুঃ—প্রভুর্নিরর্গলানুগ্রহ ইত্যর্থঃ ॥ জী০ ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে ব্রাহ্মণপত্নীদের ভক্তিবিশেষ ব্যঞ্জিত হল, এইবার তাদের প্রতি শ্রীভগবানের অনুগ্রহও বলা হচ্ছে, যথা—ভগবান্ ইতি। **ভগবানপি**—শ্রীভগবান্ হয়েও কৃষ্ণ এরূপ করলেন। **গোবিন্দঃ** শ্রীগোকুলেন্দ্র অর্থাৎ গোকুলের অধিপতি, এরূপে গোপবালকদের পালনে যুক্তিযুক্ততা বলা হল। **তেনৈব অন্নেন**—সেই অন্নের দ্বারাই (ভোজন করালেন)—এই 'তেনৈব' পদে গোপবালকদের অপেক্ষায় অন্নের অল্পত্ব বোঝা যাচ্ছে। তথাপি সকলেরই পেট ভরে ভোজন হওয়ার হেতু 'ভগবান্' সর্বসম্পত্তির আশ্রয়। 'গোপকান্' এখানে 'কন্' শব্দে কৃষ্ণের অনুকম্পা বুঝানো হয়েছে। এই 'গোপবালক' পদের মধ্যে রামকেও ধরতে হবে। এই গোপবালকদের মতই রামের প্রতিও কৃষ্ণের আগ্রহ হেতু, যেহেতু প্রভুর ইচ্ছা অলঙ্ঘ্য, এরূপ অর্থ। **স্বয়ঞ্চ**—তাদের পরিবেশন করত, অতঃপর নিজেও খেলেন। এই ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রতি তাদৃশ কৃপা দেখে শ্রীমুনীন্দ্রেরও চিত্ত চমৎকৃত হল। 'ভগবানপি' এই অপির অর্থ 'হেতু' ধরলে—শ্রীকৃষ্ণের নিরর্গল অনুগ্রহ হেতুই ব্রাহ্মণপত্নীদের উপর তাদৃশ কৃপা ॥ জী০ ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভগবানপীত্যপিকারাৎ সা দেহং জহৌ ভগবানপি গোবিন্দঃ তস্যা গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি রমণার্থমলক্ষিতং তদৈব বিন্দতি স্মেত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ। ততশ্চ তেনৈবেত্যেবকারেণ গোপাপেক্ষয়া অন্নস্যাল্পত্বং বোধিতম্। প্রভুরিতি তদপি তেনৈব সর্ব্বেষামুদরাণি পূরয়ামাসেত্যর্থঃ। গোপকানিত্যনুকম্পায়াং কণ্, চকারেণ স্বয়ং ভোক্তুমনিচ্ছন্নপি বুভুজে ইতি লভ্যতে। অনিচ্ছা চ প্রেমবতীনাং তাসাং স্বকৃতেন সঙ্কল্পভঙ্গেন পশ্চাত্তাপোদয়াৎ ॥ বি০ ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ভগবান্হপি—ভগবান্ হলেও, সর্বশক্তিমান্ হলেও তাঁরই সামনে সেই 'এক' ব্রাহ্মণপত্নী দেহ ত্যাগ করলেন, ভগবান্ হলেও তিনি যে গোবিন্দ—সেই 'এক' ব্রাহ্মণপত্নীটির 'গাঃ' সর্বেন্দ্রিয় রমণের জন্য অলিক্ষিত ভাবে তাঁকেই 'বিন্দতি' লাভ করলেন, এরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে 'অপি' কার থাকা হেতু। **তেন এব অন্নেন**—সেই অন্নের দ্বারাই, এখানে 'এব' কারের দ্বারা বোঝালেন, বহু গোপবালকদের অপেক্ষায় সেই অন্ন অল্প ছিল। **প্রভুঃ**—অনুগ্রহ-ক্ষম, এই পদের ধ্বনি—সেই অল্প অন্নের দ্বারাই সকলকে উদর পূরিয়ে খাইয়ে দিলেন। **গোপকান্**—অনুকম্পায় কণ্। **স্বয়ং চ**—'চ' কারের দ্বারা এরূপ অর্থ পাওয়া যায়, যথা—নিজের খাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও গোপবালকদের কৃপা করার জন্যই খেলেন। খাওয়ার অনিচ্ছাও প্রেমবতী ব্রাহ্মণপত্নীদের স্বকৃত সঙ্কল্প ভঙ্গ করে দেওয়াতে পরে মনে তাপের উদয় হেতু ॥ বি০ ৩৫ ॥

৩৬। এবং লীলানরবপু র্নৃলোকমনুশীলয়ন্।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ॥

৩৬। অন্বয়ঃ লীলানরবপুঃ এবং নৃলোকং অনুশীলয়ন্ (অনুকুর্ব্বন্) রূপবাক্কৃতৈঃ (রূপেন-বাচাচরিতৈশ্চ) গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রেমে (বিহারং চকার)।

৩৬। মূলানুবাদঃ ইত্যাকারে লীলাময় নরাকার বপু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে নিজ ভক্তি প্রবর্তন করতে করতে এবং রূপ-বাক্য-লীলার দ্বারা গো-গোপ-গোপীদের আনন্দ বিধান করতে করতে বিহার করতে লাগলেন।

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এতচ্চ যজ্ঞপত্নানুগ্রহাদিকং তস্যাখিলং চেষ্টিতং সৌন্দর্য্যাদিকঞ্চ শ্রীব্রজজন প্রমোদনায়ৈবেত্যুপসংহরতি—এবমিতি। অনেনেদৃশ-বহুলং লীলান্তরমপ্যস্তীতি সূচিতং, লীলাময়-নরাকারবপুরনুশীলয়ন্ননুশিক্ষয়ন্ মনুষ্যলোকে নিজভক্তিং প্রবর্ত্তয়ন্নিত্যর্থঃ; যদ্বা, নৃলোকং তদ্ব্যবহারম্, অনুশীলয়ন্ সদাচরন্নিত্যর্থঃ॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কৃষ্ণের এই যজ্ঞপত্নী-অনুগ্রহাদি এবং অখিল লীলা সৌন্দর্য্যাদি সব কিছুই শ্রীব্রজজনের আনন্দ সম্পাদনের জন্যই, এইরূপে উপসংহার করা হচ্ছে—এবম্ ইতি। এখানে এই 'এবম্' (এইরূপ) পদে ঈদৃশ বহুল অন্য লীলাও যে আছে, তাই সূচিত হল। **লীলা-নরবপু**—লীলাময় নরাকার বপু কৃষ্ণ **নৃলোকম্ অনুশীলয়ন্**—মনুষ্য লোকে নিরন্তর শিক্ষা দিতে দিতে অর্থাৎ মনুষ্য লোকে নিজ ভক্তি প্রবর্তন করতে করতে। অথবা, **নৃলোকং**—মনুষ্য লোকের ব্যবহার **অনুশীলয়ন্**—নিরন্তর সুষ্ঠুভাবে আচরণ করতে করতে॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ এবং যাজ্ঞিকপত্নী র্ন রময়ামাস গোপপত্নীস্তু রময়ামাসেত্যাহ—এবমিতি। লীলাময়নরবপুরিতি সর্ব্বাভ্যোঽপি সত্যসঙ্কল্পতাদিশক্তিভ্যো লীলাশক্তেরভ্যর্হিতত্বাদ্ব্রাহ্মণীজনরমণে লীলাসৌষ্ঠবাভাব এব হেতুরিতি ভাবঃ। অনুশীলয়ন্ অনুসরন্ গোগোপগোপীনামিতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বৎসলা গোপীনামপ্রাসঙ্গিকত্বাদসাময়িকত্বাচ্চ গোপ্যোঽত্র যুবতয় এব লভ্যন্তে। রূপেণ বাচা কৃতৈশ্চেষ্টিতৈশ্চ রময়ন্ রেমে ইতি, রাসাৎ পূর্ব্বং ব্রজদেবীভিঃ সহ ন রমণমিতি মতং পরাস্তমিত্যেবম্বিধা বহ্ব্যোঽন্যা অপি ব্রজলীলাময়ানুক্তা বর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ॥ বি০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এইরূপে যাজ্ঞিকপত্নীগণের সহিত বিহার করেন নি, কিন্তু গোপপত্নীগণের সহিত বিহার করেছেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এবম্ ইতি। **লীলানরবপু**—লীলাময় নরবপু, সত্যসঙ্কল্পতাদি সকল শক্তি থেকেও লীলাশক্তির (অর্থাদি দ্বারা) পূজ্যত্ব থাকা হেতু ব্রাহ্মণীজন-রমণ বিষয়ে লীলাসৌষ্ঠবের অভাবই বাধা হয়ে দাঁড়াল, এরূপ ভাব। **অনুশীলয়ন্**—গো-গোপ গোপীদিগকে অনুসরণ করতে করতে—(কর্মণি ষষ্ঠী)। 'গোপী' শব্দে বাৎসল্যরসময়ী গোপীদের এখানে প্রাসঙ্গিকতা ও সাময়িকতা না থাকায় যুবতি গোপীদেরই ধরতে হবে। **রূপ বাক্ কৃতৈঃ**—রূপের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও

৩৭। অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।
যদ্বিশ্বেশ্বরয়ো র্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ॥

৩৭। অন্বয়ঃ অথ যৎ নৃবিড়ম্বয়োঃ (লৌকিকীং লীলাং বিস্তারয়তোঃ) বিশ্বেশ্বরয়োঃ যাচ্ঞাং (অন্নভিক্ষাং) অহন্ম (হতবন্তঃ) [তস্মাৎ] কৃতাগসঃ (অপরাধাঃ বয়ম্ ইতি) অনুস্মৃত্য তে বিপ্রাঃ অতপ্যন্ (অনুতপ্তা অভুবন্)।

৩৭। মূলানুবাদঃ এই ঘটনার পর সেই ব্রাহ্মণগণ লৌকিক-লীলাপরায়ণ কৃষ্ণের অন্ন যাচ্ঞা অবহেলা করা হেতু নিজদিকে অপরাধী মনে করে অনুতাপগ্রস্ত হয়ে নিরন্তর কৃষ্ণ স্মরণ করতে লাগলেন।

লীলার দ্বারা **রময়ন্**—আনন্দ বিধান করতে করতে **রেমে**—বিহার করেছিলেন। রাসের পূর্বে ব্রজদেবীদের সহিত বিহার হয় নি, এই যে মত, তা এই বাক্যে পরাস্ত হল—শারদীয় রাসের মতো বহু বহু অন্যও ব্রজলীলা আমার দ্বারা (শ্রীশুকের দ্বারা) অনুক্ত রয়ে গিয়েছে, এরূপ ভাব॥ বি০ ৩৬॥

৩৭ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ 'পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্' ইত্যাদিনা লব্ধতাদৃগ্ভগবৎপ্রসাদানাং পত্নীনাং সঙ্গ প্রভাবেন তৎপতীনামপি সদ্বুদ্ধির্জাতেতি তাসাং মাহাত্ম্যমেব দর্শয়িতুমাহ—অথেত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। অথ তৎপ্রঘট্টকানন্তরং তে দুরভিমানগ্রস্তা অপি অন্বতপ্যন্। নন্বু বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞা কথং সম্ভবেত্তত্রাহুঃ—নৃবিড়ম্বয়োর্লৌকিকলীলাং বিস্তারয়তোরিত্যর্থঃ; যদ্বা, নূনস্মান্ তদ্ভক্তিহীনান্ বিড়ম্বয়ত উপহসত ইতি তথা তয়োঃ, অস্মদ্বাচ্যে প্রয়োগস্তদানীমপি দুরভিমানগন্ধানুবৃত্তের্লজ্জাতো বা॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণ টীকানুবাদঃ 'পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্' অর্থাৎ পতিগণ তোমাদের উপর দোষারোপ করবে না, ইত্যাদি কথায় যাঁরা তাদৃশ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করেছে সেই বিপ্রপত্নীদের সঙ্গপ্রভাবে সেই পতিদেরও সদ্বুদ্ধি জাত হল, তাদের মাহাত্ম্য দেখাবার জন্যই বলা হচ্ছে—'অথ' ইত্যাদি থেকে যাবৎ সমাপ্তি। **অথ**—এই ঘটনার পর ব্রাহ্মণগণ দুরভিমান গ্রস্ত হলেও অনুতাপ গ্রস্ত হল। আচ্ছা বিশ্বেশ্বরের দ্বারা ভিক্ষা করা কি করে সম্ভব হতে পারে, এরই উত্তরে **নৃবিড়ম্বয়োঃ**—কৃষ্ণরাম লৌকিক লীলা বিস্তরকারী তাই সম্ভব হল, এরূপ অর্থ। অথবা, (বিপ্রগণের মনের ভাব অবলম্বনে 'নৃবিড়ম্বয়োঃ' পদের অর্থ, যথা) 'নূন্' ভক্তিহীন আমাদিকে **বিড়ম্বয়ত**—উপহাসকারী বিশ্বেশ্বর (রামকৃষ্ণের), 'নৃ' মনুষ্য শব্দের অর্থ (অস্মান্) 'আমাদিকে' ধরে নিয়ে ব্যাখ্যা করার কারণ, তখনও বিপ্রদের দুরভিমান গন্ধ মাত্র থাকা, বা লজ্জা॥ জী০ ৩৭।

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অথানুস্মৃত্যেতি তেষামনুস্মরণনির্ব্বেদাদিকং তাসাং দর্শনভাগ্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। তেষামনুতাপপ্রকারমাহ—যদযস্মাদ্বিশ্বেশ্বরয়োরপি যাচ্ঞাং অহন্ম হতবন্তো বয়ং তস্মাৎ কৃতাগসোঽভূমঃ। কীদৃশয়োঃ নূন্ অস্মান্ বিড়ম্বেতে ইতি তয়োঃ অন্নপ্রার্থনেনৈবাস্মান্ বঞ্চিতবতোরিত্যর্থঃ॥বি০৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অথানুস্মৃত্য—বিপ্রদের নিরন্তর কৃষ্ণস্মরণ, নির্বেদাদি পত্নীদেয় দর্শন ভাগ্য হেতুই হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে। তাদের অনুতাপ ধারা বলা হচ্ছে, **যৎ**—যেহেতু

৩৮। দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্।
আত্মানঞ্চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্॥
৩৯। ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

৩৮। অন্বয়ঃ স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে অলৌকিকীং ভক্তিং দৃষ্ট্বা তয়া (ভক্ত্যা) হীনং আত্মানং [আলোচ্য] অনুতপ্তাঃ ব্যগর্হয়ন্ (অনিন্দন্)।

৩৯। অন্বয়ঃ যে তু অধোক্ষজে (শ্রীকৃষ্ণে) বিমুখাঃ নঃ (তেষামস্মাকং) ত্রিবৃৎ (শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষং চ ইতি) যৎ জন্ম তৎ ধিক্ ব্রতং (ব্রহ্মচর্য্যাদিকং) ধিক্, কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষং (ক্রিয়াসু যাগাদিষু কুশলতাং চ) ধিক্।

৩৮। মূলানুবাদঃ সেই ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ কৃষ্ণে তাদের পত্নীগণের অলৌকিকী ভক্তি এবং নিজেদের ভক্তিহীনতা দর্শনে অনুতপ্ত হয়ে আত্মনিন্দা করতে লাগলেন।

৩৯। মূলানুবাদঃ যেহেতু আমরা শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ, তাই আমাদের শৌক্র-সাবিত্র্য-দৈক্ষ্য এই তিন জন্মে ধিক্, ধিক্ আমাদের ব্রহ্মচর্যে, ধিক্ বহু শাস্ত্রজ্ঞানে, ধিক্ কুলে, ধিক্ কর্ম নৈপুণ্যে।

এই বিশ্বের যিনি ঈশ্বর, তার যাচ্ঞাও অবহেলা করেছি আমরা, সেই হেতু অপরাধী হয়েছি। সেই বিশ্বেশ্বর কিরূপ ? **নৃবিড়ম্বয়োঃ**—'নৃন্' আমাদের বিড়ম্বনকারী অর্থাৎ বঞ্চনাকারী॥ বি০ ৩৭।

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ভগবতি সাক্ষাৎপরমেশ্বরে, তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণে নিজাশেষৈশ্বর্য্যপ্রকটনেন সর্ব্বচিত্তাকর্ষকে। ন কেবলমনুতপ্যন্, কিন্ত্বনুতপ্তাঃ সন্তো বিশেষেণ নিজাশেষাভিমানত্যাগাদিনা অগর্হয়ংশ্চেত্যর্থঃ। অলৌকিকীম্—লোকদ্বয়াপেক্ষাত্যাগাৎ কৃষ্ণাপ্রাপ্ত্যা সদ্যো দেহত্যাগাচ্চ॥জী০৩৮॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ভগবতি—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরে তত্রাপি **শ্রীকৃষ্ণে**—নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশের দ্বারা সর্বচিত্তাকর্ষকে। কেবল যে অনুতাপগ্রস্ত তাই নয়; কিন্তু অনুতপ্ত হয়ে বিশেষ ভাবে নিজ অশেষ অভিমান ত্যাগাদি করে, **অগর্হয়ন্**—আত্মনিন্দা করতে লাগলেন, এরূপ অর্থ। **অলৌকিকীম্**—লোকদ্বয় অপেক্ষা ত্যাগ হেতু এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে সদ্য দেহত্যাগ হেতু অলৌকিক॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ততশ্চ স্বভার্য্যা অপি গুরুনিব মানয়ন্তো ভক্তিরহিতমাত্মানং ব্যনিন্দন্নিত্যাহ—দৃষ্ট্বেতি। অলৌকিকীং লোকেষ্বসম্ভবাম্॥ বি০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতঃপর নিজেদের ভার্যা হলেও তাঁদের গুরুর মতো মান্য করতে লাগলেন ও ভক্তিরহিত নিজেদের বহুত নিন্দা করতে লাগলেন ব্রাহ্মণগণ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দৃষ্ট্বা ইতি। **অলৌকিকীং**—জনসমাজে অসম্ভব॥ বি০ ৩৮॥

৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ যেঽধোক্ষজে প্রত্যাবৃত্তৌ প্রাদুর্ভাবিনি পরমাত্মন্যপি বিমুখাস্তেষাং জন্মাদীনি ধিগিতি শৌক্রস্য জন্মনঃ, 'কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা' (শ্রীগী ৯।৩৩)

৪০। নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ॥

৪০। **অন্বয়ঃ** ভগবতঃ মায়া নূনং (নিশ্চিতমেব) যোগিনাং অপি মোহিনী যৎ বয়ং দ্বিজাঃ নৃণাং গুরবঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) স্বার্থে মুহ্যামহে (মোহং প্রাপ্নুম)।

৪০। **মূলানুবাদঃ** শ্রীভগবানের মায়া যোগিগণেরও মোহকারী, তাই আমরা জনসমাজে শ্রেষ্ঠ হয়েও এই মায়ায় মোহ প্রাপ্ত হলাম।

ইতি ন্যায়েন তদ্ভক্তৌ উপযুক্ততমত্বেঽপি অনুযোজনাৎ, সাবিত্রস্য তদভিধায়িত্বেন গায়ত্র্যবজ্ঞানাৎ, গায়ত্র্যাস্তৎপরত্বঞ্চ তদর্থবিস্তাররূপস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৎপরত্বাৎ; তদুক্তং গায়ত্রীং ভগবৎপরত্বেন ব্যাখ্যায়াগ্নিপুরাণেঽপি—'যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং কীর্ত্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ' ইত্যাদি দৈক্ষস্যান্যদীয়োপাসনাময়ত্বাদ্বিদ্যায়াঃ 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥' (শ্রীগী ৯।২৪) ইতি তত্ত্বাজ্ঞানাৎ। এবং ব্রতাদীনামপি, কুলং বংশপরম্পরাম্। জী০ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** সর্বাবতার-অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ফিরে গেলে পরমাত্মাতেও বিমুখ সেই ব্রহ্মণগণের জন্মাদিতে ধিক্—ব্রাহ্মণজাতির তিন জন্ম—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এই তিন জন্মেই ধিক্। শৌক্রজন্ম—শ্রীগীতার ৯।৩৩ শ্লোকে—"স্ত্রী-শূদ্র সকলেই আমার ভক্তি যাজন করে সৎগতি লাভ করে, সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণাদির কথা আর বলবার কি আছে" এই অনুসারে ব্রাহ্মণদের শৌক্রজন্মগত ভাবে কৃষ্ণভক্তিতে সর্বাধিক উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে অবজ্ঞা হেতু ধিক্কার। সাবিত্র অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার দ্বারা লভ্য জন্ম—এই জন্মের পর গায়ত্রী মন্ত্র জপ কর্তব্য, সেই গায়ত্রীর অবজ্ঞা হেতু ধিক্কার, কারণ গায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণপর ও গায়ত্রীর অর্থ-বিস্তাররূপ শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণপর। "শ্রীভগবৎ-ধ্যানাদি লক্ষণ পরমধর্ম শ্রীভগবান্‌কে অধিকার করে গায়ত্রী কীর্তন করে"—এইরূপে অগ্নিপুরাণও গায়ত্রীর ভগবৎপরতা ব্যাখ্যাই করেছেন। দৈক্ষ্যজন্ম অর্থাৎ দীক্ষা লাভের পর কৃষ্ণভজনই কর্তব্য কিন্তু তা অবজ্ঞা করে অন্য উপাসনাময় হওয়া হেতু ধিক্কার—"আমিই সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। অন্য দেব-যাজিগণ আমার এই ভাব তত্ত্বতঃ জানে না বলে পুনর্জন্ম লাভ করে।" এই বিদ্যার তত্ত্ব অজ্ঞান হেতু ধিক্কার। এই ব্রতাদি ও **কুলং**—বংশ পরম্পরাকে ধিক্কার॥ জী০ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম নোঽস্মাকং যত্তদ্ধিক্ ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং ক্রিয়াঃ নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্মাণি। যে বয়মধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণেতু বিমুখা এব॥ বি০ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **ন ত্রিবৃৎ জন্ম**—আমাদের যে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এই ত্রিগুণিত জন্ম, তাতে ধিক্ **ব্রতং**—ব্রহ্মচর্য। **ক্রিয়াঃ**—নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সকলে ধিক্, কারণ আমরা **অধোক্ষজে**—শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ॥ বি০ ৩৯॥

৪১। অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্॥

৪১। **অন্বয়ঃ** অহো নারীনামপি, জগদগুরৌ কৃষ্ণে দুরন্তভাবং (দুস্তরং প্রেমভাবং) পশ্যত যঃ গৃহাভিধান্ মৃত্যুপাশান্ অবিধ্যৎ (অচ্ছিনৎ)।

৪১। **মূলানুবাদঃ** অহো দেখ দেখ, এই স্ত্রীগণের জগদ্‌গুরু কৃষ্ণে কি দুর্গম ভাব হয়েছে! এই ভাব তাঁদের গৃহ নামক মৃত্যুপাশ সদ্য ছিন্ন করে দিল।

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অহো কষ্টং মায়ামোহিতা নাম বয়মেব,ইত্যাহুঃ—নূনমিতি নিশ্চিতম্। যোগিনাং কর্ম্মাঙ্গজ্ঞানযোগনিষ্ঠানামপি ইত্যাত্মনো যোগিত্বাভিমানাৎ; যদ্বা, যোগিনামপি কিমুতাস্মাকং কর্ম্মিণামিদম্; নৃণাং যোগত্রয়জিজ্ঞাসূনাং সর্ব্বেষামপীত্যর্থঃ। তদুক্তং তানুদ্দিশ্য শ্রীশুকেন—'বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ' ইতি। গুরবঃ শ্রেষ্ঠা অপীত্যর্থঃ, 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ' ইতি ন্যায়াৎ উপদেষ্টারোঽপীতি বা। মুহ্যাম মোহং প্রাপ্নুম। হে দ্বিজা ইত্যনুতাপেনান্যোঽন্যং সম্বোধয়ন্তি; যদ্বা, দ্বিজা বয়ং মুহ্যামহে ইত্যাত্মনেপদমার্ষম্॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অহো কষ্ট আমরা সব মায়ামোহিত হলাম, এই আশয়ে ব্রাহ্মণগণ বললেন—নূনং ইতি। **নূনং**—নিশ্চয়ই। **যোগিনাং**—অহো কর্মাঙ্গ-যোগ নিষ্ঠ আমাদেরও মোহিনী ভগবৎ মায়া—নিজেদের যোগী বলে অভিমান হেতু, এরূপ উক্তি। অথবা, যোগীগণেরও মোহিনী, কর্মী আমাদের কথা আর বলবার কি আছে। **নৃণাং**—কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি যোগত্রয় জিজ্ঞাসুদের অর্থাৎ সকলেরই (গুরু আমরা)। এদের এই অভিমানের কথা শ্রীশুকদেবও বলেছেন—'মূর্খ অথচ স্বয়ং পণ্ডিতঅভিমানী' ৯ শ্লোক। **গুরবঃ**—শ্রেষ্ঠ হয়েও, এরূপ অর্থ। 'ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু' এই ন্যায় অনুসারে আমরা উপদেষ্টাও। **মুহ্যাম**—মোহ প্রাপ্ত হলাম। হে দ্বিজা—এইরূপে পরস্পর সম্বোধন করছেন। অথবা, দ্বিজ আমরা মোহিত হলাম॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যোগিনামষ্টাঙ্গযোগবতামপি কিং পুনরস্মাকং কর্ম্মিণাম্। গুরবঃ পরেষাং নৃণামর্থোপদেষ্টারোঽপি স্বার্থে মায়য়া মুহ্যামহে॥ বি০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **যোগিনাম্**—অষ্টাঙ্গ যোগিগণেরও (মোহিনী), আমাদের মতো কর্মিদের কথা আর বলবার কি আছে। **গুরবঃ**—অপর লোকের প্রয়োজনে উপদেষ্টা হয়েও **স্বার্থে**—নিজ প্রয়োজনে মায়াদ্বারা মোহিত হলাম॥ বি০ ৪০॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অহো বত স্ত্রীভ্যোঽপি বয়ং নিকৃষ্টা ইতি শোচন্তি—ইতি ত্রিভিঃ। অহো আশ্চর্য্যে, নন্বু স্ত্রীণাং পত্যুরিতরস্মিন্ ভাবোঽনুচিতঃ, তত্রাহুর্জগদগুরৌ পতিভ্যোঽপ্যসৌ পরমাপেক্ষ্য ইতি ভাবঃ। দুরন্তং সর্ব্ববাধকং ভাবং প্রেম অবিধ্যদিতি অতীতনির্দ্দেশস্তাসাং সদ্য এব গৃহাদ্যাসক্ত্যপগমাভিপ্রায়েণ॥ জী০ ৩৮॥

৪২। নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥
৪৩। তথাপি হ্যুত্তঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥

৪২-৪৩। **অন্বয়ঃ** ন আসাং (স্ত্রীনাং) দ্বিজাতিসংস্কারঃ ন গুরাবপি নিবাসঃ (গুরুগৃহে বাসরূপ ধর্ম্মঃ) ন তপঃ ন আত্মমীমাংসা (যতিধর্ম্মঃ) ন শৌচং ন শুভাঃ ক্রিয়াঃ তথাপি উত্তমঃ শ্লোকে যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তিঃ ; সংস্কারাদিমতাং অস্মাকং চ ন (নাস্ত্যেব)।

৪২-৪৩। **মূলানুবাদঃ** এদের উপনয়নাদি-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, তপস্যা, আত্মবিচার, শৌচ, কোনও মঙ্গলকর শুভক্রিয়ার অনুষ্ঠানাদি কিছুই নেই ; তথাপি যোগেশ্বরেশ্বর উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে অহো কিরূপ দৃঢ় ভক্তি জন্মেছে? কিন্তু কি আশ্চার্য উপনয়নাদি-সংস্কার বিশিষ্ট হলেও আমাদের তো কিছুই হল না।

৪১। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ** কি আশ্চর্য, কি দুঃখ, স্ত্রীদের থেকেও আমরা নিকৃষ্ট, এই আশয়ে শোক করছেন—অহো ইতি তিনটি শ্লোকে। **অহো**—আশ্চর্যে। পূর্বপক্ষ, স্ত্রীদের পতি ছাড়া অন্য কোন জনে ভাব অনুচিত, এরই উত্তরে, **জগদ্‌গুরৌ**—কৃষ্ণ হলেন জগদ্‌পতি, তাই এঁতে পতিগণ থেকেও এই স্ত্রীদের পরম অপেক্ষা, এরূপ ভাব। **দুরন্তভাবং**—'সর্ববাধক' অর্থাৎ 'দুরন্ত' মৃত্যু পাশাদি অন্য সব কিছুর ছেদনকারী 'ভাবং' প্রেম, **অবিধ্যদিতি**—ছিন্ন করে দিল, এই অতীত নির্দেশ—সদ্যই গৃহাদি আসক্তির অপসরণ অভিপ্রায়ে॥ জী॰ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যাসাং পতিশ্বশুরাদিরূপেণ বয়ং গুরবস্তা ইমাঃ কৃতার্থা অভূবন্ বয়মন্ধকূপে পতিতা এবেত্যাহুঃ—অহো ইতি। দুর্গমোহস্মাভিরনুভবিতুমশক্যোঽন্ত ইয়ত্তা যস্য তথাভূতং ভাবম্। হা প্রাণরমণ, কৃষ্ণেত্যাদি গদগদাক্ষরবচনকম্পাশ্রুপুলকবৈবর্ণ্যাদ্যনুভাবজ্ঞাপিতং কৃষ্ণে প্রেমাণং পশ্যত। নন্বু, স্ত্রীণাং পত্যুরিতরস্মিন্ ভাবোঽনুচিতস্তত্রাহ—জগদ্‌গুরৌ যদারোপাদেব পত্যৌ স্ত্রীণাং গুরুত্বং বিহিতং সাক্ষাদ্ভূতে তস্মিন্ খলু কো বিচার ইতি ভাবঃ। যো ভাবঃ মৃত্যুপাশান্ অবিধ্যৎ সদ্যশ্চিচ্ছেদ। গৃহাভিধানিতি গৃহপত্যাদিষ্বাসামাসক্তিগন্ধোঽপি সম্প্রতি ন দৃশ্যত ইত্যাদ্যারভ্য এতাএবাস্মাকং গুরব ইতি পতিভিরপ্যাদ্যারভ্য কৃষ্ণানুরাগিণ্য ইমা আদরণীয়া এব নতু মনসা ভার্য্যা এব মন্তব্যা ইতি ভাবঃ॥ বি॰ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যাদের পতি বা শ্বশুররূপে আমরা গুরু, সেই তারা কৃতার্থ হয়ে গেল, আর আমরা অন্ধকূপে পতিত হয়েই থাকলাম, এই আশয়ে—অহো ইতি। **দুরন্তভাবং**—[দুঃ+অন্ত]—যার 'অন্ত' ইয়ত্তা 'দুর্গম' আমরা অনুভব করতে অসমর্থ, তথাভূত ভাব। **অহো পশ্যত**—'অহো' হা প্রাণরমণ, কৃষ্ণ ইত্যাদি গদগদ্ অক্ষর বচন-কম্পপুলকবৈবর্ণ্যাদি অনুভাব জ্ঞাপিত হল 'অহো' পদে, 'পশ্যত' কৃষ্ণের প্রতি প্রেম দেখ। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা স্ত্রীদের তো পতি থেকে পৃথক্ অন্য একজনে ভাব

অনুচিত, এরই উত্তরে, **জগদ্‌গুরৌ**—যার গুরুত্ব আরোপ হেতুই পতি-তে স্ত্রীদের গুরুত্ব বিহিত, সাক্ষাৎ-ভূত সেই জগদ্‌গুরু কৃষ্ণে আর বিচার কি ? এরূপ ভাব। **যো ইত্যাদি**—যে ভাব মৃত্যুপাশ **অবিধ্যৎ**—সদ্যছিন্ন করে। **গৃহাভিধান্ ইত্যাদি**—গৃহ নামক মৃত্যুপাশ, 'গৃহ' গৃহ-পতি-পুত্র ইত্যাদিতে আসক্তি গন্ধও সম্প্রতি এদের দেখা যাচ্ছে না কাজেই আজ থেকে এরাই আমাদের গুরু—এইরূপে পতিগণের দ্বারাও আজ থেকে কৃষ্ণানুরাগিণী এঁরা আদরণীয়া হলেন, মনে মনে ভার্য্যা বলে চিন্তিত হলেন না, এরূপ ভাব ॥ বি॰ ৪১ ॥

৪২-৪৩। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** আশ্চর্য্যত্বমেব ব্যনক্তি—নাসামিতি যুগ্মকেন। দ্বিজাতিসংস্কার উপনয়নাদিস্তদ্ধর্ম্মদ্বারং, তথা শৌচং সামান্যধর্ম্মং, গুরুনিবাসাদয়শ্চ ক্রমেণ ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ যতি-গৃহিধর্ম্মাঃ। তত্র চ শোকাবেশেন ক্রমাতিক্রমঃ ; কিংবা, গার্হস্থ্য ধর্ম্মস্য বহুমানেন পশ্চান্নির্দ্দেশঃ, অতএব শুভা ইত্যুক্তিঃ। অথাপি তত্তদ্রহিতত্বেঽপি কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তিরাসাং জাতা, তস্য মাহাত্ম্যেন তদ্ভক্তেরপি মাহাত্ম্যং বোধয়িতুং তং বিশিংষন্তি—উত্তমঃশ্লোকে বৈরিণামপি মোক্ষাদিদানাৎ পরমসৎখ্যাতিমিতি। যোগী-নামীশ্বরা ভক্তিযোগবন্তস্তেষামীশ্বরে সেব্যত্বেন লভ্যো ভক্তিদৃঢ়াকৃত বিরোধৈরস্মাভিরপি পরিচ্ছেত্তুমশক্যা। পুনরাশ্চর্য্যমেব ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়ন্তি—ন চেত্যত্র দ্বিজাতিসংস্কারাদয়ঃ স্বয়ং ভক্তেঃ কারণানি ন ভবন্ত্যেব, তদ্‌গুণক-সৎসঙ্গস্তাসাং তৎকারণতয়া ন অমীভিরনুমাতুং শক্ত ইতি শ্রীশুকদেবাভিপ্রায়ঃ ॥ জী॰ ৪২-৪৩ ॥

৪২-৪৩। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** সেই আশ্চর্য কি ? তাই প্রকাশ করছেন—নাসাম্ ইতি দুটি শ্লোকে **দ্বিজাতি সংস্কার**—উপনয়নাদি, ইহাই ধর্মদ্বার, তথা **শৌচং**—শৌচাদি সামান্য ধর্ম, এবং গুরুকুলে বাসাদি ক্রমে ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থ-যতি-গৃহি-ধর্ম। এখানে শোকাবেগে ব্রাহ্মণগণ ক্রম হারিয়ে ফেলেছেন। কিম্বা গার্হস্থ ধর্মকেই বহুমাননে পরে নির্দেশ, সেই জন্যই একে বললেন 'শুভ'। **তথাপি**—যদ্যপি সেই দ্বিজজাতি সংস্কারাদি নেই, তথাপি আমাদের পত্নীদের কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি জাত হল,—কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের দ্বারাই কৃষ্ণভক্তিরও মাহাত্ম্য বুঝাবার জন্য সেই মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে, **উত্তম শ্লোকে**—শত্রুদিগকেও মোক্ষাদি দান হেতু পরমসৎ-খ্যাতি। **যোগেশ্বরেশ্বরে**—যোগিদেরও ঈশ্বর, ভক্তিযোগী সেই যোগীদের ঈশ্বরকে সেব্যকৃষ্ণরূপে লাভ করেন। **ভক্তি দৃঢ়া**—এই পত্নীদের কৃষ্ণে এমন দৃঢ় ভক্তি জন্মেছে যে আমাদে মতো বিরোধী জনও তা ছিন্ন করতে অক্ষম হল। পুনরায় আশ্চর্য ভাবেই ব্যতিরেকে দৃঢ় করা হচ্ছে, **ন চ ইতি**—এখানে দ্বিজাতি সংস্কারাদি স্বয়ং ভক্তির কারণ নয়, এ সবের গুণে পাওয়া দ্বিজপত্নীরূপ সৎসঙ্গকেও এই ভক্তির কারণ রূপে অনুমান করতে এই দ্বিজগণ সমর্থ হলেন না—এইরূপ শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায় ॥ জী॰ ৪২-৪৩ ॥

৪২-৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বাসাং কৃষ্ণানুরাগে হেতুরস্মদগম্য ইত্যাহুর্নাসামিতি। যোগে শ্বরেশ্বর ইতি সএব স্বভক্তের্হেতুং জানাত্যুপপাদয়তীতি চ নান্য ইতি ভাবঃ। তেন কৃষ্ণরূপগুণপ্রখ্যাপি ব্রজ-স্থমালিকাদিবনিতাজন সৎসঙ্গরূপো মূলহেতুস্তৈরজ্ঞাতত্বান্নোক্ত ইতি শুকদেবাভিপ্রায়ঃ ॥ বি॰ ৪২-৪৩ ॥

৪৪। নূনং স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥

৪৪। **অন্বয়ঃ** অহো নূনং (নিশ্চিতং) সতাং গতিঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] গোপবাক্যৈঃ গৃহেহয়া (ভোগচেষ্টয়া) স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং নঃ (অস্মাকং) স্মারয়ামাস (আত্মানং স্মারয়ামাস)।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** নিজ প্রয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞান, গৃহকৃত্যে মনোযোগী আমাদিকে অহো ভক্তের গতি শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক মুখে অন্ন-প্রার্থনা বাক্যে স্বচরণ স্মরণ করিয়েছেন।

৪২-৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এই ব্রাহ্মণপত্নীদের কৃষ্ণানুরাগ সম্বন্ধে কোনও হেতুও আমাদের বুদ্ধিতে আসে না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নাসাং ইতি। **যোগেশ্বরেশ্বর**—কৃষ্ণ হলেন যোগী-শ্রেষ্ঠদেরও ঈশ্বর, তাই এই কৃষ্ণই নিজভক্তির হেতু জানান ও প্রতিপাদন করেন—অন্য কেউ নয়—এরূপ ভাব। সুতরাং ব্রজস্থ মালাকার রমণীসঙ্গরূপ সৎসঙ্গ ও তাঁদের মুখে কৃষ্ণের রূপগুণলীলাদি শ্রবণই যে তাঁদের ভক্তি জননের মূল হেতু, তা ব্রাহ্মণগণের অজ্ঞাত থাকা হেতু তাদের দ্বারা উক্ত হল না—এইরূপ শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায় ॥ বি০ ৪২-৪৩ ॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** উত্তমঃশ্লোকত্বমেব দর্শয়ন্তি। নূনং নিশ্চিতং, 'সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্' (শ্রীভা ১০।৮১।১৯) ইতি ন্যায়েন তদ্ভক্তিং বিনা সর্ব্বস্যাপ্যর্থস্যাসিদ্ধেঃ। স্বার্থে বিমূঢ়ানামত্যন্তাজ্ঞানাং, যতো গৃহেহয়া গৃহকৃত্যেন প্রমত্তানামবহিতানাং নোঽস্মান্ স্মারয়ামাস আত্মানম্, যতঃ সতাং স্বস্বাধিকার প্রাপ্তবেদোক্ততৎপরাণাং গতিঃ। যদ্বা, সতাং ভক্তানাং গতিরপি কেবলকারুণ্যে-নৈবেত্যর্থঃ; যদ্বা, সন্ত এব তাবৎ পরমদয়ালবঃ, স তু তেষামপি গতিরাশ্রয় ইতি। অহো আশ্চর্য্যম্, উত্তমঃ শ্লোকত্বাত্তেন বোধিতা অপি বয়মবিবেকা ন বুদ্ধবন্ত ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** উত্তমশ্লোক রূপে কৃষ্ণকে দেখান হচ্ছে, নূনং—নিশ্চিতই। "শ্রীকৃষ্ণচরণ-অর্চনই সকল সিদ্ধির মূল।"—(শ্রীভা০ ১০।৮১।১৯) এই ন্যায় অনুসারে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা সকল প্রয়োজনই অসিদ্ধ হয়ে থাকে। এই কারণে **স্বার্থে**-নিজ প্রয়োজন সম্বন্ধে **বিমূঢ়ানাং**—অনন্ত অজ্ঞান, যেহেতু **গৃহেহয়া**—গৃহকৃত্যে **প্রমত্তানাং**—মনোযোগী, **নঃ**—আমাদিগকে **স্মারয়ামাস**—নিজেকে স্মরণ করিয়েছেন। যেহেতু কৃষ্ণ **শতাংগতি**—'সতাং' স্বস্ব অধিকার অনুসারে বেদোক্ত অভিধেয় অনুশীলন পর জনদের গতি। অথবা, **শতাং গতি**—ভক্তের গতি হলেও—কেবল তাঁর করুণা হেতুই তিনি লভ্য, কারণ তিনি অহৈতুকী করুণাময়। অথবা, সন্ত মাত্রেরই পরমদয়ালব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরও 'গতি' আশ্রয়। **অহো**—আশ্চর্য উত্তমশ্লোকরূপে তিনি বুঝালেও অবিবেকী আমরা বুঝলাম না, এরূপ ভাব ॥ জী০ ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ক্ব ভগবতঃ কারুণ্যং ক্ব বাস্মাকং দৌরাত্ম্যমিত্যাহুঃ—নন্বিতি ॥ বি৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণের করুণাই বা কোথায়, আর আমাদের দৌরাত্ম্যই বা কোথায়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নন্বু ইতি ॥ বি০ ৪৪ ॥

৪৫। অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্বিড়ম্বনম্॥

৪৫। **অন্বয়ঃ** অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ (সর্ব্ববিধ পুরুষার্থপ্রদানসমর্থস্য) ঈশস্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্য) ঈশিতব্যৈঃ (কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমপ্যশক্তৈঃ) অস্মাভিঃ কিং (কিং প্রয়োজনং?) এতৎ (অন্নপ্রার্থনং তু) বিড়ম্বনং (দয়ামাত্রেণানুকরণমেব ভবতি)।

৪৫। **মূলানুবাদঃ** নিরুপাধি কারুণ্য বিনা পূর্ণকাম, প্রেমাদি প্রয়োজন সমূহের পতি, সর্বসমর্থ শ্রীকৃষ্ণের আমাদের দিয়ে কি প্রয়োজন? তার পক্ষে এই অন্ন ভিক্ষা অগৌরবই।

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** নন্বু গোপবাক্যৈরন্নমেবাস্মাসু অযাচত, ন চ স্মারয়ামাস, তত্রাহুঃ—অন্যথানুগ্রহময়াত্মস্মারণমন্তরেণ; নন্বু পূর্ণকামত্বেন তস্যান্নে প্রয়োজনং মাস্তু, ক্ষুধার্ত্তগোপনিমিত্তং যুজ্যত এব, তত্রাহুঃ—কৈবল্যেতি; কৈবল্যং মোক্ষঃ, প্রেম বা। ফলান্তরাদ্যসম্বন্ধেন শুদ্ধভাবরূপত্বাৎ তদাদীনামাশিষামর্থান্যাং পতেঃ পত্যুরীশস্য তত্তৎপ্রদানে সমর্থস্যেত্যর্থঃ। ঈশিতব্যৈর্নিয়ম্যৈঃ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমপ্যশক্তৈঃ কিং, ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। কিন্ত্বীশস্যাপ্যেতদ্বিড়ম্বনং দয়ামাত্রেণানুকরণমেব ভবতীতি॥

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা গোপবালকদের মুখে অন্নই-না ভিক্ষা করে পাঠিয়েছেন, স্মরণ তো করান নাই তাকে, এরই উত্তরে, **অন্যথা**—অনুগ্রহময় নিজ স্মরণ করানো ছাড়া (আমাদের দিয়ে কি প্রয়োজন)। পূর্বপক্ষ, পূর্ণকাম হওয়া হেতু তাঁর অন্নে প্রয়োজন না হোক, ক্ষুধার্ত বালকদের নিমিত্ত অন্নের প্রয়োজন হওয়াই সম্ভব, এর উত্তরে **কৈবল্য ইতি**—'কৈবল্য' মোক্ষ বা প্রেমাদি ছাড়া অন্য ফলাদি সম্বন্ধে শুদ্ধভাব স্বরূপ হওয়া হেতু **আশিষাং**—প্রেমাদি প্রয়োজন সমূহের **পতেঃ**—পতি শ্রীকৃষ্ণের (আমাদের দিয়ে কি প্রয়োজন)। **ঈশস্য**—সেই মোক্ষ-প্রেমাদি প্রদানে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণের। **ঈশিতব্যৈঃ**—'নিয়ম্য' কিঞ্চিৎ-ও করতে অশক্ত আমাদের দিয়ে **কিং**—কি প্রয়োজন, কিছুই নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই যে ভিক্ষা চাওয়া, এ **বিড়ম্বনং**—দয়ামাত্রে অনুকরণই॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অন্যথা, নিরুপাধি কারুণ্যং বিনা পূর্ণকামস্য অস্মাভিঃ কিং প্রয়োজনং ন কিমপীত্যর্থঃ। ঈশস্যৈতদন্নপ্রার্থনং খলু বিড়ম্বনং লাঘবমেব যস্মাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, তস্মাদেতৎ ঈশস্য ঈশকর্ত্তৃকং অস্মৎকর্ম্মকং বিড়ম্বনং তিরস্কারঃ॥ বি০ ৬৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **অন্যথা**—নিরুপাধিকারুণ্যবিনা, **পূর্ণকামস্য**—পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণের আমাদের দিয়ে কি প্রয়োজন, কিছুই নেই। শ্রীভগবানের এই অন্ন প্রার্থনা, **বিড়ম্বনম্**—অগৌরবই, অর্থাৎ এর থেকে অগৌরবই আসে। অথবা, এই হেতু এই শ্রীভগবান্ কর্তৃক আমাদের কর্মকে **বিড়ম্বনং**—তিরস্কার॥ বি০ ৪৫॥

৪৬। হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াঽসকৃৎ।
স্বাত্মদোষাপবর্গেণ তদ্‌যাচ্ঞা জনমোহিনী॥

৪৬। **অন্বয়ঃ** শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) অন্যান্ হিত্বা (পরিত্যজ্য) পাদস্পর্শাশয়া আত্মদোষাপবর্গেণ (নিজদোষ ত্যাগেন) যৎ (শ্রীভগবন্তং) অসকৃৎ (নিরন্তরং) ভজতে, তৎ (শ্রীকৃষ্ণস্য) যাচ্ঞা জনমোহিনী (বিমুখজনানাং মোহিনী)।

৪৬। **মূলানুবাদঃ** স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পাদস্পর্শ আশায় নিজ স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্য দোষ ছেড়ে দিয়ে নিরন্তর যাঁর ভজনা করেন, অন্য দেবতাদের পরিহার পূর্বক, সেই কৃষ্ণের অন্ন ভিক্ষা জনমোহিনী মাত্র।

৪৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** নন্থ যদ্যপ্যসৌ স্মারয়ামাস, তর্হি ভবন্তঃ কথং ন সস্মরুঃ? তত্রাহুঃ—হিত্বেতি। অন্যান্ হিত্বেতি ক্ষীরোদমথনান্তে তস্যা নবমিবাবির্ভূতায়াঃ স্বয়ম্বরলীলানুকরণদৃষ্ট্যা প্রোক্তম্। অসকৃদ্ভজতে সেবতে স্বং স্বয়মেবাত্মা যস্যাস্তস্য স্তদংশাভাসভূতায়া জগল্লক্ষ্ম্যা যে দোষাস্তদস্পর্শেন ইত্যর্থঃ। এবং কথমপি তদ্‌যাচ্ঞা ন ঘটেতৈবেতি বোধিতম্, তথাপি তস্য যাচ্ঞা জনানামস্মদ্বিধানাং সর্ব্বেষামেব জীবানাং মোহিনী, নায়মীশ্বর ইতি মোহমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ॥ জী০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, যদিও তিনি স্মরণ করালেন, তা হলেও আপনারা কেন স্মরণ করলেন না? এরই উত্তরে—হিত্বা ইতি। **অন্যান্ হিত্বা ইতি**—ক্ষীর সমুদ্র মন্থনের পর নূতনের মত আবির্ভূত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্বয়ম্বর লীলানুকরণ দৃষ্টিতে বলা হল—অন্যসব দেবতাদের ত্যাগ করে। **অসকৃৎ ভজতে**—মুহুর্মুহু সেবা করে **স্বাত্ম দোষাপবর্গেণ**—'স্বং' স্বয়ংই আত্মা যাঁর তাঁর অংশ-আভাসভূতা জগল্লক্ষ্মীর যে চাঞ্চল্য দোষ, তা 'অপবর্গেণ' স্পর্শ না করে, এরূপ অর্থ। **তদ্‌যাচ্ঞা**—লক্ষ্মী যাঁর ভজন করে, সেই তাঁর অন্ন যাচ্ঞা হতে পারে না, তথাপি যে তাঁর যাচ্ঞা, তা **জনমোহিণী**—আমাদের মতো সকল জীবেরই 'মোহিণী' আমি ঈশ্বর নই, এরূপ মোহ জন্মায়, এরূপ অর্থ॥ জী০৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্থ ক্ষুধার্ত্তত্বাদেবেদমন্নপ্রার্থনং নতু কারুণ্যং নাপি পূর্ণকামত্বাদিকং গোচারণাদ্যনুপপত্তেস্তত্রাহুঃ—হিত্বেতি। অসকৃৎ মুহুঃমুহুঃ শ্রীঃ সম্পল্লক্ষ্মীঃ স্বাত্মনো দোষস্য চাঞ্চল্যস্য অপবর্গেণ ত্যাগেন বিশিষ্ট চাঞ্চল্যং পরিত্যজেত্যর্থঃ তস্যাপি যৎ যাচ্ঞাদিকং জনান্ অস্মদ্বিধান্ মোহয়তি নায়মীশ্বর ইতি প্রত্যায়য়তি॥ বি০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, ক্ষুধার্ত বলেই অন্ন প্রার্থন, করুণা কারণ নয়। তাঁকে পূর্ণকামও বলা চলে না, কারণ তাঁর গোচারণাদি কর্মের সহিত অসঙ্গতি এসে যায়। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—হিত্বা ইতি। **অসকৃৎ**—মুহুর্মুহু, **শ্রীঃ**—সম্পৎলক্ষ্মী, **স্বাত্ম**—আপনার আত্মার ধর্ম **দোষস্য**—চাঞ্চল্যের **অপবর্গেণ**—ত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ নিজের বিশিষ্ট চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে। সেই লক্ষ্মীপতিরও যে যাচ্ঞাদি, তা আমাদের মতো জনদের **মোহয়তি**—এ ঈশ্বর নয় এরূপ ভ্রম জন্মিয়ে দেয়॥ বি০ ৪৬॥

৪৭। দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্দ্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ॥
৪৮। স এষ ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে॥

৪৭-৪৮। **অন্বয়ঃ** দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজঃ অগ্নয়ঃ দেবতা যজমানঃ ক্রতুঃ (যজ্ঞঃ) ধর্ম্মঃ চ যন্ময়ঃ (যৎস্বরূপঃ ভবতি) যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুঃ সঃ ভগবান্ এব যদুষু জাতঃ ইতি অশৃণ্মঃ (বয়ং শ্রুতবন্তঃ) হি অপি মূঢ়াঃ [বয়ং] ন বিদ্মহে (তৎ ন জানীমঃ)।

৪৭-৪৮। **অন্বয়ঃ** দেশ-কাল-বিবিধ দ্রব্য-মন্ত্র-পুরোহিত-অগ্নি-দেবতা-যজমান-যজ্ঞফল যাঁর স্বরূপভূত, সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বিষ্ণু যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত বিনোদের জন্য যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন—এ কথা শুনেও শাস্ত্র র্থ অনভিজ্ঞ আমরা চিনতে পারি নি।

৪৭-৪৮। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** স্বতোঽপি মোহং দর্শয়ন্তি—দেশ ইতি যুগ্মকেন। স এব সাক্ষাদ্‌ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ; তস্য দেহাদিময়ত্বে হেতুঃ—বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপক ইতি, তস্য চ সর্ব্বৈরেবোপাস্যত্বমাহুর্যোগেশ্বরাণাং মুক্তানামপীশ্বরঃ, অতো যজ্ঞাদীনামস্মাকমপি স এব সেব্য ইতি ভাবঃ; যদ্বা, স এব সাক্ষাদ্‌ভূত এব, অতএব ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণস্তত্রাপি অশেষৈশ্বর্য্যপ্রকটনেন বিশ্বব্যাপকত্বাদ্বিষ্ণুঃ, অতো যোগেশ্বরাণামপীশ্বরঃ সেব্য ইত্যর্থঃ; যদ্বা, কিমর্থং জাতস্তত্রাহুঃ—যোগেশ্বরঃ সুসিদ্ধভক্তিযোগস্তেষামীশ্বরঃ, নিজভক্তসুখার্থমিত্যর্থঃ। হি-শব্দেন তত্র শাস্ত্রাদিপ্রমাণং সূচয়ন্তি, তচ্চ প্রসিদ্ধমেব, 'মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থম্' ইত্যাদি-বচনেভ্যো মূঢ়াঃ শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞাঃ। আভ্যাং বাক্যাভ্যাং যথা পূর্ব্বমস্মাভির্নিরূপিতং, তথা তৈরপি বিচারিতমিতি শ্রীশুকদেবাভিপ্রায়ঃ॥ জী॰ ৪৭-৪৮॥

৪৭-৪৮। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ** দেশ কালাদি কৃষ্ণের বিভূতিমাত্র হলেও তাতে যে ব্রাহ্মণগণের মোহ, তাই দেখান হচ্ছে—দেশ ইতি দুটি শ্লোকে। সেই **সাক্ষাৎ ভগবান্**—শ্রীনারায়ণ, তাঁরই দেশ-কালাদি দেহাদিময়তাতে হেতু **বিষ্ণু**—সর্ব ব্যাপক। সকলের দ্বারাই তাঁর উপাস্যত্ব বলা হচ্ছে **যোগেশ্বরেশ্বরঃ**—যোগেশ্বরগণেরও অর্থাৎ মুক্তগণেরও ঈশ্বর—অতএব যজ্ঞাদিরও আমাদেরও তিনিই সেব্য, এরূপ ভাব। অথবা, **স এব**—তিনিই **সাক্ষাৎ**—লোক চক্ষুতে দৃষ্ট হয়ে বিরাজমান্, অতএব **ভগবান্**—সর্বৈশ্চর্য পূর্ণ, এর মধ্যেও আবার অশেষ ঐশ্বর্য প্রকটনের দ্বারা বিশ্বব্যাপক হওয়া হেতু বিষ্ণু, অতএব যোগেশ্বরগণেরও **ঈশ্বর**—সেব্য, এরূপ অর্থ। অথবা, কিসের জন্য জাত, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—'যোগেশ্বর' সুসিদ্ধ ভক্তিযোগ তারও ঈশ্বর, নিজভক্তের সুখের জন্য জাত, এরূপ অর্থ। **হি**—এই শব্দের দ্বারা এ বিষয়ে শাস্ত্রাদি প্রমাণ সূচিত হল এবং সেই শাস্ত্রপ্রমাণ প্রসিদ্ধই আছে, যথা—"আমার ভক্তদের বিনোদের জন্য" ইত্যাদি বচন হেতু। **মূঢ়া**—শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বিষ্ণু ও যোগেশ্বরেশ্বর, এ বাক্য দুটির অর্থ আমা-

৪৯। তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু॥
৫০। স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্॥

৪৯। **অন্বয়ঃ ঃ** যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ (যস্য মায়য়া মুগ্ধচিত্তাঃ বয়ং)কর্ম্মবর্ত্মসু (কর্মমার্গেষু) ভ্রমামঃ অকুণ্ঠমেধসে তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায় নমঃ।

৫০। **অন্বয় ঃ** সঃ আদ্যঃ পুরুষঃ বৈ (নূনং) স্বমায়ায়ামোহিতাত্মনাম্ অবিজ্ঞাতানুভাবানাং (অবিদিত অনুভাবঃ যেষাং তেষাং) ন (অস্মাকং) অতিক্রমং (তদবহেলনং) ক্ষন্তুম্ অর্হতি।

৪৯। **মূলানুবাদ ঃ** যাঁর মায়ায় মুগ্ধ চিত্ত হয়ে আমরা পুনঃ পুনঃ এই কর্ম-মার্গে অভিনিবেশ প্রাপ্ত হচ্ছি, সেই অনন্ত অচিন্ত্য ঐশ্বর্য-অলুপ্ত-জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করছি।

৫০। **মূলানুবাদ ঃ** এই শ্রীকৃষ্ণ তো আমাদের পিতা সহস্রশীর্ষা ভগবান্—তাঁরই মায়ায় মোহিত-চিত্ত হওয়া হেতু আমরা তাঁর মাহাত্ম্যের অনুভবহীন—তিনিই আমাদের এই অনাদর জনিত অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন।

দের দ্বারা যেরূপ নিরূপিত হল শ্রীসনাতন প্রভুও সেইরূপই বিচার করেছেন, অতএব শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায় এইরূপই॥ জী০ ৪৭-৪৮॥

৪৭-৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মোহমেব বিবৃণ্বন্তি দেশ ইতি॥ বি০ ৪৭-৪৮॥

৪৭-৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সেই মোহই বিবৃত করা হচ্ছে—দেশ ইতি॥বি০ ৩৭-৪৮॥

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** মূঢ়ত্বমেব দর্শয়ন্তস্তৎকারণমায়া-প্রভাবেণ বিস্মিতাঃ সন্তদপগমায় ভক্ত্যা সর্বজ্ঞং তদীশ্বরমেব প্রণমন্তি—নম ইতি। ভগবতে অচিন্ত্যানন্তৈশ্বর্য্যায়, অকুণ্ঠমেধসে অলুপ্তজ্ঞানায়; স্বেষাং তদ্বৈপরীত্যমাহুর্যন্মায়য়েতি। ভ্রমামঃ পুনঃ পুনস্তত্রৈবাভিনিবেশং প্রাপ্নুমঃ, জলাবর্ত্তাদিবৎ কদাচিদপি ততো নির্গন্তুং ন শক্নুম ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৫৯॥

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** তাঁদের নিজেদের মূঢ়ত্ব দেখাতে দেখাতে তৎকারণ মায়াপ্রভাব দেখে বিস্মিত হয়ে, তা দূর করার জন্য ভক্তির সহিত সর্বজ্ঞ সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করছেন ব্রাহ্মণগণ—নমঃ ইতি। **ভগবতে**—অনন্ত অচিন্ত্য ঐশ্বর্য (শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম)। **অকুণ্ঠমেধসে**—অলুপ্ত জ্ঞান (কৃষ্ণকে)। নিজেদের এর বিপরীত ভাব বলা হচ্ছে—যন্মায়য়া ইতি অর্থাৎ যাঁর মায়া দ্বারা মোহিত বুদ্ধি। **ভ্রমামঃ**—পুনঃ পুনঃ এই কর্ম মার্গেই অভিনিবেশ প্রাপ্ত হচ্ছি—এই কর্মমার্গ হল জলের আবর্তের মতো, কখনও-ই তার থেকে বের হতে পারছি না, এরূপ অর্থ॥ জী০ ৪৯॥

৫১। ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবো ব্রজমথঃ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যজ্ঞপত্ন্যুপচার্য্যাগ্রহণং
নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

৫১। অন্বয়ঃ অথ কৃষ্ণে কৃত হেলনাঃ (কৃতাবজ্ঞাঃ) তে (ব্রাহ্মণাঃ) ইতি স্বাঘং (নিজ পাপং) অনুস্মৃত্য দিদৃক্ষবঃ (শ্রীকৃষ্ণং দর্শনোৎসুকাঃ অপি) কংসাৎ ভীতাঃ ব্রজং ন চ অচলন্ (জগ্মুঃ)।

৫১। মূলানুবাদঃ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাকারী সেই ব্রাহ্মণগণ নিজেদের অপরাধ স্মরণ করে, তা ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার জন্য কৃষ্ণের সহিত মিলতে ইচ্ছুক হলেও এক পাও বাড়ালেন না – কংস ভয়ে ভীত হয়ে।

৪৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অপরাধাদতিব্যগ্রাঃ প্রণমন্তি নম ইতি॥ বি০ ৪৯॥

৪৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অপরাধ হেতু অতি ব্যগ্র হয়ে প্রণাম করছেন—নমঃ ইতি॥

৫০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবং পরমদৈন্যং গতা শ্রীভগবন্তং ক্ষমাপয়ন্তি—স ইতি। স কৃষ্ণঃ নোঽস্মাকমতিক্রমাপরাধং ক্ষন্তুমর্হতি, যোগ্যো ভবতি। তত্র হেতুঃ—স্বস্য তস্যৈব মায়য়া মোহিত-চিত্তানাম্, অতএব ন বিজ্ঞাতোঽনুভাবস্তন্মাহাত্ম্যং যৈস্তেষাম্। যদি চাস্মাকমপরাধস্তথাপি স আদ্যঃ পুরুষঃ সহস্রশীর্ষাদিরূপঃ, তন্মুখাদেবোৎপন্নানাং বিপ্রাণাং পিতৃবদপরাধক্ষমা যুক্তেতি ভাবঃ; যদ্বা, আদ্যঃ সর্বশ্রেষ্ঠঃ, অতো নিকৃষ্টানামস্মাকমপরাধং ক্ষন্তুমর্হত্যেব। কিঞ্চ, পুরি শয়নাৎ পুরুষোঽন্তর্যামী, অতস্তেন তথা নিযুক্তাঃ স্মঃ, তথৈব কৃতবন্তো বয়মিতি; যদ্বা, আদ্যঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ। দীনবাৎসল্য-ব্রহ্মণ্যদেবত্বাদিতি নিজস্বাভাবিকমাহাত্ম্যাৎ ক্ষন্তুমর্হত্যেবেতি ভাবঃ॥ জী০ ৫০॥

৫০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে পরম দৈন্য গ্রস্ত হয়ে শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন—স ইতি। **স**—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অনাদর-জনিত অপরাধ ক্ষমা করার যোগ্য বটে। এখানে হেতু, **স্ব মায়া মোহিতাত্মনাম্**—তাঁরই মায়ায় মোহিত চিত্ত আমরা, অতএব **অবিজ্ঞাতানুভাবানাম্**—তাঁর মাহাত্ম্যের অনুভবহীন আমাদের—(ক্ষমা করার যোগ্য শ্রীকৃষ্ণ)। যদিও আমাদের অপরাধ হয়েছে তথাপি 'স' কৃষ্ণ তো **আদ্য পুরুষ**—সহস্র শীর্ষাদিরূপ ভগবান্, এর মুখ থেকেই উৎপন্ন বিপ্রদের পিতার মতো ক্ষমা করা যুক্তিযুক্তই বটে, এরূপ ভাব। অথবা, **আদ্যঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব নিকৃষ্ট আমাদের অপরাধ ক্ষমা করার যোগ্য তিনি। আরও 'পুরুষ' পুরে শয়ন হেতু পুরুষ অর্থাৎ অন্তর্যামী—অতএব এই অন্তর্যামী যেরূপ কর্মে নিযুক্ত করেন সেইরূপ কর্মই করি আমরা—(আমাদের দোষ কি ?) অথবা, **আদ্যঃ পুরুষঃ**—পুরুষোত্তম। কাজেই দীনবাৎসল্য-ব্রহ্মণ্যদেবত্ব হেতু, এরূপে নিজ স্বাভাবিক মাহাত্ম্য হেতু আমাদের ক্ষমা করার যোগ্য, এরূপ ভাব॥ জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অতিদৈন্যগ্রস্তা ভগবন্তং ক্ষময়ন্তি স বৈ ইতি। অতিক্রমং অপরাধম্॥

৫০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতিদৈন্যগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণ ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন —স বৈ ইতি। **অতিক্রমম্**—অপরাধ॥ বি০ ৫০॥

৫১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** স্বমসাধারণম্, অঘমপরাধম্, তদেব দর্শয়তি—কুড়ং হেলনং মনুষ্যদৃষ্ট্যাবজ্ঞা যৈস্তে, অতএব দিদৃক্ষবোঽপি স্বাঘ-ক্ষমাপনায় মিলিতুমিচ্ছরোঽপি ব্রজং প্রতি ন চাচলন্, সকৃদপি পাদবিক্ষেপং ন কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—অথ কার্ৎস্ন্যেন, কংসাদ্ভীতা, ভগবতি দৃঢ়বিশ্বাসান্নুৎপত্ত্যা নিজানিষ্টশঙ্কয়েত্যর্থঃ॥ জী০ ৫১॥

৫১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ স্বাঘম্**—নিজেদের অসাধারণ অপরাধ, তাই দেখান হচ্ছে, **কৃতহেলনাঃ**—কৃতহেলন, মনুষ্য দৃষ্টিতে অবজ্ঞা যাদের দ্বারা **তে**—তারা, অতএব **দিদৃক্ষবোঽপি**—নিজেদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে মিলবার উচ্ছুক হলেও ব্রজের প্রতি **ন চাচলন**—একবারও পাদবিক্ষেপ করলেন না, এরূপ অর্থ। এখানে হেতু, **অথ**—সামগ্রিক ভাবে, কংস থেকে ভীত। তাঁরা যদি ব্রজে যায় তবে কংসের মনে হবে, এদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে এ ভগবান্, এতে নিজের অনিষ্ট আশঙ্কায় ভীত॥ জী০ ৫১॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্থ, তর্হি তদানীমেব তত্রাশোকবনে গত্বা বিলম্ব্য ব্রজং বা গত্বা কথং ভগবন্তং শরণং ন গতা স্তত্রাহ,—দিদৃক্ষব ইতি। তদানীং শোকানুতাপাদিমত্ত্বাৎ সর্ব্বৈকমত্যাভাবাচ্চাশোক-বনং ন গতাঃ বিলম্বে সতি সায়াহ্নে ব্রজং প্রতি গতা বৈকমত্যে সতি নচাচলন্নিতি চকারাচ্চলন্তোঽপীত্যাক্ষেপ-লব্ধম্। তত্র হেতুঃ সর্ব্বেষামপি মনস্যেকঃ সহসৈবোদ্ভুত ইত্যাহ কংসাদ্ভীতা ইতি। সূচকৈরুক্তাস্মদ্বৃত্তান্তঃ কংসোঽদ্যৈবাস্মাকং জীবিকাং হরিষ্যতীতি ভয়ব্যাকুলা ইত্যর্থঃ অতঃ পত্যাদিকর্ত্তৃক বধত্যাগাদিলক্ষণং ভয়ং ব্রাহ্মণীনাং কৃষ্ণদর্শনে কিল ন প্রতিবধ্নাতি স্মেত্যত্র প্রেমৈব হেতুঃ। ব্রাহ্মণানান্তু মনঃকল্পিতোভয়াভাস এব তত্র প্রতিবধ্নাতি স্মেত্যত্র ভগবন্মায়ৈব হেতুর্জ্ঞেয়ঃ॥ বি০ ৪১॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োবিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথটীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তা হলে তখনই তথায় অশোক বনে গিয়ে বা বিলম্ব করেই ব্রজে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণ কেন-না নিলেন ব্রাহ্মণগণ, এরই উত্তরে বলা হল—দিদৃক্ষব ইতি। তদানীং শোক-অনুতাপাদি দ্বারা মুহ্যমান হওয়া হেতু এবং সকলে একমত না হওয়া হেতু অশোক বনে গেলেন না—বিলম্ব হয়ে গেলে সন্ধ্যায় ব্রজের দিকে গেলেও একমত হয়ে ব্রজে যেতে পারলেন না, 'চ'কার হেতু চলতে চলতেও যেতে পারলেন না,এরূপে আক্ষেপ ধ্বনিত হচ্ছে। এ বিষয়ে হেতু সকলের মনেই এক-

যোগে সহসাই উদ্ভূত হল, কংস থেকে ভয়, তাই বলা হল—কংসাদ্ভীতা ইতি। আমাদের ব্রজে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা দূত-মুখে শুনে কংস আজই আমাদের জীবিকা বন্ধ করে দিবে, এরূপে ভয়-ব্যাকুল হলেন। অতঃপর পতিদের দ্বারা বধ বা ত্যাগাদি লক্ষণ ভয় ব্রাহ্মণীদের কৃষ্ণ দর্শনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল না—এখানে প্রেমই হেতু। ব্রাহ্মণদের মনঃকল্পিত ভায়াভাস কৃষ্ণদর্শনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, এখানে হেতু কৃষ্ণমায়া, এরূপ জানতে হবে॥ বি॰ ৫১॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।